পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীত

মহাভারত।

আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক
ও স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"ভূধররাজ হিমাচল ও পয়োনিধির ন্যায় এই মহাভারত-
কেও রত্নের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।"

মহাভারত।

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কন।

কলিকাতা

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস সেন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

১২৮৪ সাল।

ভূমিকা।

মহাভারতের * * * * খণ্ডে আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌসল, [মহা]প্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ এই পাঁচ পর্ব্ব মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। [এ]ই পাঁচ পর্ব্বের মধ্যে আশ্বমেধিক পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের [অ]শ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে উপদেশ, অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের জ্ঞানোপদেশ, [যু]ধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ এবং তদুপলক্ষে অর্জ্জুনের অশ্বানুসরণ ও [না]নাদিগ্‌দেশীয় ভূপালগণের সহিত সংগ্রাম; আশ্রমবাসিক পর্ব্বে [ধৃ]তরাষ্ট্রের গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়ের সহিত অরণ্য... আশ্র[মে] [যু]ধিষ্ঠিরাদির তাঁহার আশ্রমে গমন, বিদুরের যুধিষ্ঠিরে... কলেবর ম... [প্র]বেশ, মৃত পুত্রপৌত্রাদির সহিত অন্ধরাজ প্রভৃতির সাক্ষাৎকার... [ধৃতরাষ্ট্র], গান্ধারী ও কুন্তীর দাবানলে প্রাণত্যাগ; মৌসল পর্ব্বে দুর্ব্ব[াসা] [প্র]ভৃতি মহর্ষিত্রয়ের শাপসম্ভূত মুসলপ্রভাবে যদুবংশ ক্ষয় এবং ... [বৃত্ত]ান্ত শ্রবণে অর্জ্জুনের দ্বারকায় আগমন, যদুবংশীয় কামিনীগণকে ল... [হ]স্তিনায় প্রতিগমন ও পথিমধ্যে দস্যুগণের হস্তে পরাজয়; মহাপ্রস্থা[নিক] [প]র্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীর স[হিত] [স্ব]র্গে যাত্রা, পথিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতৃগণের ও দ্রৌপদীর অধঃপতন, ধ[র্ম্মরা]জের সহিত ইন্দ্রের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার সশরীরে স্বর্গে গমন এবং [স্ব]র্গারোহণপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণের অনুসন্ধানক্রমে নরকদর্শন, [মন্]দাকিনীজলে অবগাহনপূর্ব্বক নরদেহ ত্যাগ ও আত্মীয়গণের সহিত [সা]ক্ষাৎকার এবং মহাভারত পাঠের ক্রম ও উহা শ্রবণের ফল বর্ণিত [হই]য়াছে।

এই পাঁচ পর্ব্বে যে যে বিষয় কীর্ত্তন আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে

অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের জ্ঞানোপদেশ ভিন্ন আর সমুদায় বিষয়ই মূল গ্র
অন্যান্য পর্ব্বে অভিহিত বিষয়সমুদায় অপেক্ষা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে
মূল সংক্ষিপ্ত হওয়াতে উহার অনুবাদও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। তদ্বিষ
সহৃদয় পাঠকগণ অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মূল পরিহার বা মূলাতিরে
অনুবাদ করা আমাদের নিয়ম নহে।

আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী মৃত কাশীরাম দেব পাঁচ পর্ব্বের ম
আশ্রমবাসিক পর্ব্বের নাম গন্ধও করেন নাই। অবশিষ্ট যে চারি
পর্ব্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও মূলের অনেক অংশ পরিত্যক্ত
অনেক অংশ স্বকপোলকল্পিত হইয়াছে। অতএব এই নূতন অনুবাদ প
করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত পাঁচ পর্ব্বের যথার্থ তাৎপ
অবগত এবং কাশীরাম দেব যে কতদূর মূল পরিহার ও মূলের অসঙ্গ
অনুবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা উপলব্ধ হইতে পারিবে
সন্দেহ নাই।

স্বতাশ্রম,
৮ শক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বের সূচিপত্র।

আশ্বমেধিক পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারতীয় আশ্রমবাসিক পর্ব্বের সূচিপত্র।

আশ্রমবাসিক পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারতীয় মৌসল পর্ব্বের সূচিপত্র।

মৌসল পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারতীয় মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের সূচিপত্র।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারতীয় স্বর্গারোহণ পর্ব্বের সূচিপত্র।

স্বর্গারোহণ পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারতের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব।

আশ্রমবাসপর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীরে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ রাজ্যলাভ করিয়া কত দিন উহা ভোগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং যশস্বিনী গান্ধারীও পুত্রহীন অমাত্যহীন আশ্রয়বিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রই বা কি রূপে কালযাপন করিয়াছিলেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শত্রুসমুদায় নিহত হইবার পর মহাত্মা পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর উহা উপভোগ করিয়াছিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে রাজ্য প্রতিপালন করিতেন। বিদুর, সঞ্জয় ও বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু ইহাঁরা সর্ব্বদা বৃদ্ধ রাজার সমীপে সমুপস্থিত থাকিতেন। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা ও সর্ব্বদা তাঁহার চরণবন্দনা করিতেন।

ভোজনন্দিনী কুন্তী প্রতিনিয়ত গুরুপত্নীর ন্যায় গান্ধারীর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য পাণ্ডবপত্নীগণ স্বীয় শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের ন্যায় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতিনিয়ত মহার্হ শয্যা, পরিধেয় বস্ত্র, আভরণ ও রাজোচিত বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য দ্রব্যসমুদায় ধৃতরাষ্ট্রকে অর্পণ করিতেন। দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শ্যালক মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য ও ভগবান্ বেদব্যাস সতত অন্ধরাজের নিকট সমুপস্থিত থাকিতেন। বেদব্যাসের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক ও রাক্ষসবিষয়ক নানাবিধ কথোপকথন হইত মহামতি বিদুর তাঁহার আদেশানুসারে ধর্ম্ম ও ব্যবহারবিষয়ক কার্য্যসমুদায় সন্দর্শন করিতেন। মহাত্মা বিদুরের সুনীতিপ্রভাবে অতি সামান্য অর্থব্যয়ে সামন্ত নরপতিদিগের নিকট হইতে বহুতর প্রিয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। তিনি আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের বন্ধনমোচন এবং বধার্হ ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিয়া দিতেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহাতে কদাচ বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিতেন না। তিনি বিহারযাত্রাসময়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ উপভোগ্য বস্তু প্রদান করিতেন। ঐ সময় নানাবিধ পাচকগণ পূর্ব্বের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রের পাক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত; পাণ্ডবগণ মহার্হ বস্ত্র ও বিবিধ মাল্য আরহণ করিয়া তাঁহারে অর্পণ করিতেন; মৈরেয়, মৎস, মাংস, পানীয় ও মধুপ্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র ভক্ষদ্রব্যসমুদায় তাঁহার নিমিত্ত প্রস্তুত হইত এবং যে সমুদায় ভূপতি বিহার উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইতেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার উপাসনা করিতেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, ধৃতকেতুর ভগিনী, জরাসন্ধের কন্যা ও অন্যান্য ভরতকুলকামিনীগণ সতত গান্ধারীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্ম-

রাজ যুধিষ্ঠির 'রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবিহীন হইয়াছেন; অতএব যাহাতে উহাঁরে কিছুমাত্র দুঃখভোগ করিতে না হয়, তোমরা তাহাই করিবে।' এই বলিয়া ভ্রাতৃগণকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহারাও তাঁহার আদেশানুসারে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সর্ব্বদা সবিশেষ যত্ন করিতেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দুর্নীতি-নিবন্ধন যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, বৃকোদরের হৃদয় হইতে তখনও তাহা অপনীত হয় নাই বলিয়া তিনি তাঁহার সুখসাধনবিষয়ে তত যত্নবান্ হইতেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই রূপে সম্মানিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সরলস্বভাব মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহারে সেই সমুদায় বস্তু প্রদানপূর্ব্বক প্রীতমনে অমাত্য ও ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, অন্ধরাজ আমার ও তোমাদিগের পরম পূজনীয়। অতএব যিনি উহাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবেন, তিনি আমার সুহৃৎ, আর যিনি উহাঁর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি আমার শত্রুস্বরূপ হইবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে উনি স্বীয় পুত্র ও বান্ধবগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ইচ্ছানুসারে ধনদান করুন।

যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রভুত ধনদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ইহাঁরা সকলেই তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারে বিবিধ ধনদান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বৃদ্ধ অন্ধরাজকে আমাদিগের নিমিত্তই পুত্রপৌত্র-

শোকে নিতান্ত অভিভূত হইতে হইয়াছে; অতএব যাহাতে ইনি সেই শোকনিবন্ধন কালকবলে নিপতিত না হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাঁর পুত্রগণ জীবিত থাকিতে ইনি যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণ করিয়াছেন, এক্ষণেও সেইরূপ সুখভোগে কালহরণ করুন। পাণ্ডবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে নিতান্ত বিনীত, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও ভক্তিমান্ দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন। ঐ সময় মহানুভাবা গান্ধারীও পিতৃলোকপ্রাপ্ত পুত্রগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ ধনদান করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলেন।

এই রূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত প্রতিনিয়ত অন্ধরাজের যথাযোগ্য সৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি কোন বিষয়ে পাণ্ডবগণের দোষ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাদের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পতিপরায়ণা গান্ধারী ও পুত্রশোক পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন না। অন্ধরাজ ও গান্ধারী তাঁহারে যে যে কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদায় কঠিন হউক বা সহজ হউক, তিনি প্রীতমনে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অন্ধরাজ ধর্ম্মরাজের এইরূপ সদাচার দ্বারা পরম প্রীত হইয়া মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে স্মরণপূর্ব্বক যাহার পর নাই অনুতাপযুক্ত হইলেন এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক জপাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া পাণ্ডবগণের সংগ্রামে অপরাজয় ও ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান

করিয়া তাঁহাদের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে পাণ্ডবগণ হইতে তাঁহার যেরূপ প্রীতি লাভ হইল, পূর্ব্বে তিনি স্বীয় পুত্রগণ হইতেও সেইরূপ প্রীতিলাভে সমর্থ হন নাই। ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি প্রীত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির অত্যাচারের বিষয় একবার স্মরণও না করিয়া অন্ধরাজের আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে ব্যক্তি ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত, যুধিষ্ঠির তাহার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করিতেন! সুতরাং ধর্ম্মরাজের ভয়ে কেহই তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের বা দুর্য্যোধনের দোষ কীর্ত্তনে সমর্থ হইল না। মহাত্মা বিদুর ও গান্ধারী ধর্ম্মরাজের সৌজন্য দর্শনে তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইলেন, কিন্তু ভীমসেনের প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রীতিসঞ্চার হইল না। ভীমসেন অন্ধরাজকে দর্শন করিবামাত্র মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইতেন, কেবল যুধিষ্ঠির উহাঁর পরিচর্য্যা করিতেন বলিয়াই নিতান্ত অপ্রীতচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনপিতা ধৃতরাষ্ট্র এই উভয়ের প্রণয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সতত সাবধানে অন্ধরাজের পরিচর্য্যা করিতেন। কেবল মহাবীর বৃকোদরই তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্র যখন স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে স্মরণ করিতেন, তখনই তিনি মনোমধ্যে বৃকোদরকে চিন্তা করিয়া যাহার পর নাই কষ্ট পাইতেন। মহাবীর বৃকোদরও

ধৃতরাষ্ট্রের নামগন্ধ হইলেই ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। তিনি গোপনে গোপনে অন্ধরাজের অপ্রিয়কার্য্য সাধন এবং কপট পুরুষ দ্বারা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ম্মন্ত্রণা ও দুর্ব্ব্যবহারনিবন্ধন যে তাঁহারে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি কোন ক্রমেই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

এই রূপে পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইলে, একদা মহাবাহু ভীমসেন দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণকে স্মরণপূর্ব্বক ক্রোধভরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনতিদূরে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী ও দ্রৌপদীর অজ্ঞাতসারে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের সমক্ষে বাহ্বাস্ফোট করিতে করিতে কহিলেন, হে বন্ধুগণ! আমি এই পরিঘাকার বাহুযুগলপ্রভাবে নানাশস্ত্রপারদর্শী ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে নিহত করিয়াছি। আমার এই চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় প্রভাবেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত শমন সদনে গমন করিয়াছে। মহাবীর ভীমসেন এইরূপ বিবিধ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে, বুদ্ধিমতী গান্ধারী সকল কার্য্যই কালপ্রভাবে হইয়া থাকে, বিবেচনা করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না; কিন্তু কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্র ভীমের সেই ভীষণ বাক্যবাণে নিতান্ত ব্যথিত ও নির্ব্বেদযুক্ত হইলেন। তখন তিনি অবিলম্বে স্বীয় সুহৃদ্গণকে আহ্বানপূর্ব্বক বাষ্পাকুল নয়নে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বান্ধবগণ! যে রূপে কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে, তাহা তোমাদিগের অবিদিত নাই। আমিই ঐ ঘোরতর অনর্থের মূল। কৌরবগণ আমার পরামর্শানুসারেই সংগ্রামে সম্মত হইয়াছিল। আমি যে জ্ঞাতিগণ ভয়াবহ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলাম; মহাত্মা বাসুদেব ঐ দুরাত্মারে উহার অমাত্যগণের সহিত নিহতকরিতে উপদেশ প্রদান করিলে যে,

তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করি নাই; বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাস, সঞ্জয় ও গান্ধারী আমারে বারংবার হিতোপদেশ প্রদান করিলেও যে আমি পুত্রস্নেহে একান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হই নাই এবং মহামতি বাসুদেবের পরামর্শানুসারে যে গুণশালী মহাত্মা পাণ্ডুতনয়দিগকে তাহাদের পিতৃপরম্পরাগত রাজ্য প্রদান করি নাই; সেই সমুদায় এক্ষণে সহস্র সহস্র শল্যস্বরূপ হইয়া আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে পঞ্চদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পর অবধি আমি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখন আমি কোন দিন দিবার চতুর্থভাগে কোন দিন বা অষ্টমভাগে ক্ষুধানিবারণার্থ যৎকিঞ্চিৎমাত্র আহার করিয়া থাকি। গান্ধারীভিন্ন আর কেহই উহা অবগত নহে। আমার এইরূপ নিয়ম যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত অনুতাপ করিবেন বলিয়া আমি কাহারও নিকট উহা প্রকাশ করি না। প্রতিদিন অজিন ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে কুশোপরি শয়ান হইয়া জপানুষ্ঠান করিয়া থাকি। যশস্বিনী গান্ধারীও এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আমার সমরবিশারদ শতপুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছে বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। কারণ তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে নিহত হইয়া অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র বান্ধবগণকে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস কুন্তীনন্দন! তোমার মঙ্গল লাভ হউক। আমি তোমা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে অবস্থানপূর্ব্বক বারংবার প্রভূত মহামূল্য বস্তুসমুদায় দান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া প্রচুর পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি। পুত্রবিহীনা গান্ধারী ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আমার পরিচর্য্যা করিয়াছেন। যে

সকল দুরাত্মা তোমার ঐশ্বর্য্য অপহরণ ও দ্রৌপদীর কেশাম্বর কর্ষণ করিয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সকলেই সমরে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। অতএব তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমার কোন চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কেবল আমার আপনার ও গান্ধারীর পক্ষে যাহা শ্রেয়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তুমি ধার্ম্মিকদিগের অগ্রগণ্য, রাজা ও জীবগণের পরম গুরু, এই নিমিত্তই আমি তোমারে কহিতেছি যে, তুমি আমারে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে অনুমতি কর। আমি সুবলনন্দিনীর সহিত বল্কল পরিধানপূর্ব্বক অরণ্যে অবস্থান করিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিব। শেষাবস্থায় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করাই আমাদিগের কুলোচিত কার্য্য। আমি তথায় বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া পত্নীর সহিত অতি উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিব। তাহা হইলে তুমিও সেই তপস্যার ফলভাগী হইবে। কারণ রাজ্যমধ্যে যে সমুদায় শুভ ও অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, রাজা অবশ্য তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! অপনি দুঃখিতচিত্তে কালহরণ করিলে, রাজ্য আমার কখনই প্রীতিকর হইবে না। হায়! আপনি এত দিন আহার পরিত্যাগ ও ভূতলে শয়ন করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন, ইহা আমি বা আমার ভ্রাতৃগণ আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। আমারে ধিক্! আমার তুল্য দুর্ব্বুদ্ধি রাজ্যলুব্ধ নরাধম আর কেহই নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে আহারাদি করিতেছেন বলিয়া আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া

গোপনে গোপনে আমায় বঞ্চনা করিয়া অনাহারে কালাতিপাত করিয়াছেন। আপনি দুঃখভোগ করিলে, আমার রাজ্য, ভোগ্য বস্তু, যজ্ঞ ও সুখে প্রয়োজন কি? এক্ষণে আপনার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার রাজ্য ও আত্মারে নিতান্ত ক্লেশকর জ্ঞান হইতেছে। আপনি আমাদিগের পিতা, মাতা ও পরম গুরু। অতএব আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমরা কোথায় অবস্থান করিব? এক্ষণে আপনি আপনার ঔরস পুত্র যুযুৎসুরে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিরে যুবরাজ করিয়া স্বয়ং রাজ্যভোগ করুন; আমি অরণ্যে গমন করি। আমি জ্ঞাতিবধজনিত অকীর্ত্তিতে বিলক্ষণ দগ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি বনগমনপূর্ব্বক আমারে পুনরায় দগ্ধ করিবেন না। এই রাজ্যে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। আপনিই রাজ্যেশ্বর; আমি আপনার অধীন; অতএব আমি কি রূপে আপনারে অনুমতি প্রদান করিব। আমরা দুর্য্যোধনের অত্যাচার স্মরণ করিয়া কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হই নাই। অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যপ্রভাবেই আমাদিগকে তৎকালে মোহের বশীভূত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। দুর্য্যোধনাদি যেমন আপনার পুত্র ছিল, আপনি আমাদিগকেও সেইরূপ জ্ঞান করিবেন। জননী কুন্তী ও গান্ধারীতে আমার কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান নাই। অতএব যদি আপনি আমারে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার অনুগামী হইব। আপনি বনে গমন করিলে, এই নানারত্ন বিভূষিতা সসাগরা পৃথিবী কখনই আমার প্রীতিকর হইবে না। অতএব আমি আপনারে প্রণিপাত করিয়া কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই রাজ্যস্থ সমুদায় পদার্থে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং আমরাও

আপনার একান্ত বশবর্ত্তী। অতএব আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিষাদ পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শুশ্রূষা করিয়া মনের সন্তাপ নিবারণ করিব।

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তপস্যা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। বৃদ্ধাবস্থায় অরণ্যবাস আশ্রয় করা আমাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম। আমি বহুদিন রাজ্যমধ্যে বাস করিয়াছি এবং তুমিও আমার যথোচিত শুশ্রূষা করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমারে অরণ্যগমনে আদেশ কর। মহামতি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া মহাত্মা সঞ্জয় ও মহারথ কৃপাচার্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরদ্বয়! এক্ষণে তোমরা আমার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা কর। আমি স্বয়ং আর বাক্যচালন করিতে পারি না। বার্দ্ধক্য ও বহুক্ষণ বাক্যব্যয়-নিবন্ধন আমার মন অবসন্ন ও মুখ পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে অন্ধ-রাজ এই বলিয়া গান্ধারীরে অবলম্বনপূর্ব্বক সহসা মৃত ব্যক্তির ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতকে অকস্মাৎ মৃতকল্প দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! যে মহাত্মা এক লক্ষ হস্তীর বল ধারণ করিতেন, যাঁহার বাহুবলে ভীমের লৌহময় প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজি তিনি এক অবলারে ধারণপূর্ব্বক মৃতকল্প হইয়া শয়ন করিলেন। আমার তুল্য অধার্ম্মিক ও নরাধম আর কেহই নাই। আমারে ও আমার শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্! আজি আমার নিমিত্তই ইহাঁরে এতদূর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। আজি যদি ইনি এবং জননী গান্ধারী ভোজন না করেন, তাহা হইলে আমিও অনাহারে কাল

স্মরণ করিব। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সলিলসিক্ত হস্ত দ্বারা অল্পে অল্পে তাঁহার মুখ ও বক্ষঃস্থল মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই রত্ন ও ওষধি যুক্ত সুগন্ধময় পবিত্র করস্পর্শ দ্বারা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি পুনর্ব্বার হস্ত দ্বারা আমার অঙ্গস্পর্শ ও আমারে আলিঙ্গন কর। তোমার করস্পর্শ দ্বারা আমার জীবন লাভ হইল। আমি তোমার মস্তকাঘ্রাণ ও তোমারে আলিঙ্গন করিতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি। আজি আমি দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিব স্থির করিয়াছিলাম; এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হওয়াতে ও তোমারে বহুক্ষণ বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা করাতে আমার শরীব ও মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তোমার অমৃতরসাভিষিক্ত করস্পর্শ দ্বারাই আমার চৈতন্য লাভ হইয়াছে।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সৌহার্দ্দনিবন্ধন কর দ্বারা তাঁহার সর্ব্বগাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তখন অন্ধরাজ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহারে আলিঙ্গন ও তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। বিদুর প্রভৃতি মহাত্মারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা নিতান্ত শোকাবেগনিবন্ধন যু[illegible]রকে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। তখন পতিপরায়ণা গান্ধারী অতিকষ্টে শোকবেগ সংবরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং সমুদায় কৌরবরমণী কুন্তীর সহিত সমবেত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে ধৃতরাষ্ট্রের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। অনন্তর অন্ধরাজ পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তপস্যা করিতে

আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমি ভুয়োভূয় তোমার নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। বারংবার বাক্যব্যয় করিলে আমার মন নিতান্ত অবসন্ন হয়; অতএব আর তুমি আমারে কষ্ট প্রদান করিও না।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, তত্রত্য যোধগণ তাঁহারে বিবর্ণ, উপবাসপরিশ্রান্ত ও অস্তিচর্ম্মাবশিষ্ট অবলোকন করিয়া সকলেই হাহাঃকার করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া শোকাশ্রু সংবরণপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে যেরূপ উল্লাসিত হই, রাজ্যভোগ ও জীবন রক্ষা করিতে সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে ও আপনি আমারে প্রিয় জ্ঞান করেন, তাহা হইলে এক্ষণে ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করুন। পরে আমি আপনার বনগমনবিষয়ে বিবেচনা করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আজি আমি তোমার অনুরোধে অবশ্যই পুরমধ্যে ভোজন করিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতেছেন, এমন সময় মহর্ষি বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র যাহা কহিতেছেন, তুমি অবিচারিতচিত্তে তাঁহাতে সম্মত হও ধৃতরাষ্ট্র একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়াছেন; অতএব বোধ হইতেছে ইনি রাজ্যমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক কখনই কষ্টভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। যশস্বিনী গান্ধারীও কেবল ধৈর্য্যবশতঃ

পুত্রশোক সহ্য করিতেছেন। অতএব আমি তোমারে কহিতেছি, তুমি উহাঁদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান কর। উহাঁরা কেন বৃথা রাজধানীতে প্রাণত্যাগ করিবেন। অচিরাৎ বনগমন করিয়া পুরাতন রাজাদিগের তুল্য গতি লাভ করুন। চরমে বনগমন করাই রাজর্ষি দিগের প্রধান ধর্ম্ম।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজ্য ও কুলগুরু। আপনি আমার পিতা ও আমি আপনার পুত্রস্বরূপ। ধর্ম্মানুসারে পুত্র পিতার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহার আর সংশয় কি?

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! নরপতি ধৃতরাষ্ট্র এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব আমি ইহাঁরে বনগমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি। তুমিও ঐ বিষয়ে সম্মত হও। ইনি এক্ষণে বনে গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করুন। তুমি তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। যুদ্ধে বা বনমধ্যে বিধিপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করা ভূপতিদিগের পরম ধর্ম্ম। তোমার পিতা পাণ্ডু প্রতিনিয়ত পিতার ন্যায় ইহাঁর সেবা করিয়াছেন। সেই মহাত্মা যে সময় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেন, সেই সময় এই অন্ধরাজ রত্নপর্ব্বতপরিশোভিত ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, উৎকৃষ্ট রূপে প্রজাপালন ও গোসমুদায়ের বন্ধনমোচন প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপরে তুমি বনগমন করিলে পর ইনি ত্রয়োদশ বৎসর পুত্রপরিরক্ষিত রাজ্যভোগ ও বিবিধ ধনরাশি প্রদান করিয়াছেন। তুমিও এক্ষণে পঞ্চদশবৎসর ভৃত্যগণের সহিত ইহাঁর ও গান্ধারীর যথোচিত সেবা করিলে।

এক্ষণে ইহাঁর তপোনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত, অতএব তুমি ইহাঁরে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। এখন তোমাদিগের প্রতি ইহাঁর অণুমাত্র ক্রোধ নাই। মহাত্মা বেদব্যাস এই রূপে বারংবার ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনবিষয়ে অনুমতি করিতে অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মরাজ অগত্যা তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্মত দেখিয়া, অচিরাৎ স্বস্থানে গমন করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মনন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, তাত! আপনার যাহা অভিমত এবং ভগবান্ বেদব্যাস, মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য, বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসু আমারে যে বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। ইহাঁরা সকলেই আমার মান্য ও কুরুকুলের হিতৈষী। এক্ষণে আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রথমত আহার করুন; পশ্চাৎ অরণ্যাশ্রমে গমন করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহামতি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত জীর্ণ গজপতির ন্যায় অতিকষ্টে মন্দগমনে আপনার আবাসাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বিদুর সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অন্ধরাজ আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমুদায় সমাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারী ও কুন্তী ও অন্যান্য বধূগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া আহার করিতে লাগিলেন। উহাঁ-

দিগের আহার সমাপন হইলে, পাণ্ডবগণ ও বিদুরাদি মহাত্মারা আহার করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এই অষ্টাঙ্গসংযুক্ত রাজ্যে সর্ব্বদা সাবধানে অবস্থান করিবে। ধর্ম্মানুসারে যেরূপে রাজ্য রক্ষা করিতে হয়, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বদা বিদ্যাবৃদ্ধদিগের উপাসনা, তাঁহাদিগের বাক্যশ্রবণ ও সেই বাক্যানুসারে অবিচারিতচিত্তে কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ঐ সমস্ত জ্ঞানবান্ লোকের সম্মাননা ও কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাঁহারা সম্মানিত হইলে অবশ্যই তোমারে হিতোপদেশ প্রদান করিবেন। তুমি অশ্বসমুদায়ের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিবে; তাহা হইলে উহারা যত্নপরিরক্ষিত ধনরাশির ন্যায় উত্তরকালে অবশ্যই হিতকর হইয়া উঠিবে যে মন্ত্রিগণ ছলপরিশূন্য ও দমগুণসম্পন্ন এবং যাঁহারা পিতা ও পিতামহের সময় অবধি কার্য্য সন্দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই সমুদায় কার্য্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্বীয় অধিকারস্থ পরীক্ষিত চর দ্বারা শত্রুর অজ্ঞাতসারে সতত তাহার সমাচার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তুমি যে পুরমধ্যে বাস করিবে, তাহার প্রাচীর ও তোরণ সুদৃঢ় হওয়া এবং উহার মধ্যে ছয় প্রকোষ্ঠ বিবিধ অট্টালিকা ও সুদৃঢ় দুর্গ থাকা উচিত। ঐ পুর সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহার দ্বারসকল বৃহৎ, যথাস্থানে সন্নিবেশিত ও সুরক্ষিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। যে সকল ব্যক্তিদিগের কুল শীল বিশেষ রূপে অবগত হইবে, তাঁহাদিগের দ্বারাই কার্য্যসাধন করাইবে। আহার, বিহার, মাল্যপরিধান, শয়ন ও আসনে উপবেশন সময়ে সাবধানে আত্মার রক্ষা

করিবে। সৎকুলসম্ভূত সুশীল বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যেন তোমার অন্তঃপুরিকাগণকে সাবধানে রক্ষা করেন। কুল, শীল ও বিদ্যা-সম্পন্ন বিনীত সরলস্বভাব ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবে। ঐ সকল ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত মন্ত্রণা করা বিধেয় নহে। মন্ত্রণাকালে হয় সকলের সহিত, নচেৎ কোন কার্য্যব্যপদেশে অভিলষিত ব্যক্তি-দিগকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিবে। মন্ত্রণাগৃহ নিভৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বন ও অনাবৃত স্থান মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু রাত্রিকালে ঐ দুই স্থানে মন্ত্রণা করা কদাপি বিধেয় নহে। বানর, পক্ষী, জড় ও পঙ্গুব্যক্তিদিগকে মন্ত্রণাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রভেদ হইলে নরপতিদিগের যে দোষ উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিবিধান করা নিতান্ত সুকঠিন। মন্ত্রভেদ হইলে যে যে দোষ এবং মন্ত্রভেদ না হইলে যে যে শুভ ফল হয়, তৎসমুদায় তুমি মন্ত্রীদিগের নিকট সতত কীর্ত্তন করিবে। পুরবাসী ও জনপদবাসী-দিগের দোষ গুণ অবগত হইবার চেষ্টা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্তুষ্টচিত্ত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগকে বিচারাসনে নিযুক্ত করিয়া, যাহাতে তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ডবিধান করেন, তুমি তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্ থাকিবে' এবং তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ড করিলেন কি, না, চর দ্বারা তাহার তথ্যানুসন্ধান করিবে। যাহারা উৎকোচজীবী, পরদারাপহারী, উগ্রদণ্ডকর্ত্তা, মিথ্যাবাদী, অন্যের অনিষ্টকারী, লুব্ধস্বভাব, পরধনাপহর্ত্তা, অসৎকর্ম্মানুষ্ঠাননিরত, সভাভঙ্গকারী ও বর্ণদূষক, দেশকাল বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের কখন সুবর্ণদণ্ড কখন বা প্রাণদণ্ডের আদেশ করা বিধেয়। প্রাতঃ-কালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমত ব্যয়কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের

তত্ত্বাবধারণ এবং তৎপরে অলঙ্কার ধারণ ও আশ্রিত ব্যক্তি-দিগকে যথাযোগ্য অর্থদান পূর্ব্বক সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালই দূত ও চরদিগের কার্য্যসন্দর্শনের উপযুক্ত সময়। নিশাশেষে নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ণয় এবং মধ্যরাত্র ও মধ্যাহ্ন সময়ে স্বয়ং বিচরণপূর্ব্বক প্রজাদিগের কার্য্য দর্শন করা বিধেয়। তুমি সকল সময়েই কার্য্যের উপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে; আবার উপযুক্ত সময়ে অলঙ্কৃত হইয়া সুস্থচিত্তে অবস্থান করিবে। কার্য্যসমুদায় চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তুমি ন্যায়ানুসারে সর্ব্বদা কোষপরিবর্দ্ধনে যত্নবান্ হইবে। কোষপরিবর্দ্ধনবিষয়ে ঔদাসীন্য বা অন্যায় ব্যবহার দ্বারা কোষবর্দ্ধন কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চর দ্বারা ছিদ্রান্বেষণতৎপর শত্রুগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দূর হইতেই আত্মীয় পুরুষ দ্বারা তাহাদিগের বিনাশ সাধন করা কর্ত্তব্য। ভৃত্যপদাভিলাষী ব্যক্তিদিগের কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগকে অভিলষিত পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আশ্রিত ব্যক্তিগণ কোন কার্য্যে নিয়মিত রূপে নিযুক্ত হউক বা না হউক, তাহাদের দ্বারা কার্য্যসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধ্যবসায়সম্পন্ন, পরাক্রমশালী, কষ্টসহ, হিতা-ভিলাষী ও প্রভুভক্ত ব্যক্তিরে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করা উচিত। জনপদবাসী শিল্পাপ্রভৃতি লোকসমুদায় গো গর্দ্দভাদির ন্যায় কেবল আহারমা[illegible] গ্রহণ করিয়া, যাহাতে তোমার কার্য্যসাধন করে, তুমি তদ্বিষয়ে নিয়ত যত্নবান্ হইবে। সর্ব্বদা কি আপ-নার, কি শত্রুর উভয়েরই রন্ধ্র অন্বেষণ করিবে। স্ব স্ব ব্যবসায়ে সুনিপুণ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে সময়ে সময়ে বিহার যাত্রাদির উপলক্ষে উৎসাহ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং গুণী ব্যক্তি-দিগের গুণ যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয় ও যাহাতে তাঁহারা গুণ

হইতে বিচলিত না হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে বৎস! তুমি সতত আপনার, শত্রুদিগের, উদাসীনগণের এবং আপনার ও শত্রুদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সমুদায়ের মণ্ডলসমুদায় পরিজ্ঞাত হইবে। শত্রু, শত্রুমিত্র, শত্রুর পরাজয়ার্থী, শত্রুমিত্রের পরাজয়ার্থী, ছয়প্রকার আততায়ী এবং মিত্র ও মিত্রের মিত্র এই দ্বাদশবিধ লোকের বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ সুযোগ পাইলে অমাত্য, জনপদ, দুর্গ ও বলসমুদায় অনায়াসে ভেদ করিতে পারে; অতএব যাহাতে তাহারা ঐ কার্য্যে সমর্থ না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশবিধ লোকও মন্ত্রীদিগের আয়ত্ত। কৃষ্যাদি ষষ্টিপ্রকার গুণকে নীতিবিশারদ আচার্য্যগণ মণ্ডল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভূপতিগণ ঐ মণ্ডলের বিষয় বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, অনায়াসে রাজ্যরক্ষার ছয়প্রকা, উপায় যথাস্থানে যথানিয়মে প্রয়োগ করিতে পারেন। স্ব স্ব ক্ষয়র বৃদ্ধি ও স্থিতির বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া ভূপতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন স্বপক্ষ বলবান্ ও শত্রুপক্ষ দুর্ব্বল হইবে, তখন নরপতি শত্রুদিগকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ বলবান্ ও স্বীয় পক্ষ দুর্ব্বল হইবে, তখন শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা দ্রব্যরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখা ভূপালদিগের নিতান্ত আবশ্যক। যখন রাজা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইবেন, তখন তিনি বিপক্ষদিগকে অল্পশস্যোৎপাদক ভূমি পিত্তলাদি ধাতু ও ক্ষীণ

স্থল মিত্র প্রদান করিয়া, তাহাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন কিন্তু অন্যে যখন তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইবে, তখন তিনি উহার নিকট বহুশস্যোৎপাদক ভূমি, সুবর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু ও বলবান্ মিত্রসমুদায়গ্রহণে যত্নবান্ হইবেন। সন্ধি করা আবশ্যক হইলে, ভূপতি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশ্বাসার্থ তাহার পুত্রকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়া রক্ষা করিবেন। ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া রাজার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি বিবিধ যুক্তি ও উপায় দ্বারা বিপদ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিবেন। দীন দরিদ্র ও অনাথদিগের প্রতি দয়া করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। যে রাজা স্বয়ং রাজ্য রক্ষা করিতে বাসনা করেন, তিনি শত্রুদিগকে ক্রমে ক্রমে বা এককালে স্তম্ভন, বিনাশ ও তাহাদের কোষভঙ্গ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। যে রাজার উন্নতিলাভের বাসনা থাকে, অধীনস্থ রাজাদিগের হিংসা করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে রাজা পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া মন্ত্রিদিগের সহিত মন্ত্রনা পূর্ব্বক তাঁহার আত্মীয়-ভেদ করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সাধুদিগের প্রতি দয়া ও অসাধুদিগের দণ্ড বিধান করা ভূপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক। বলবান্ ভূপতি দুর্ব্বলদিগের প্রতি কদাচ অত্যাচার করিবেন না। যদি পরাক্রান্ত রাজা দুর্ব্বল রাজারে আক্রমণ করেন, তাহাহইলে, দুর্ব্বল ভূপতি প্রথমে মন্ত্রিগণের সহিত তাহার শরণাপন্ন হইয়া বেতসের ন্যায় নম্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক সামাদি উপায় দ্বারা এবং পরিশেষে কোষ পৌরজন ও অন্যান্য প্রিয় বস্তু দান দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি ঐ সমুদায় উপায় দ্বারাও তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে অগত্যা স্বয়ং যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়।

সপ্তম অধ্যায়।

সন্ধিবিগ্রহের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রবল প্রতিযোগীর সহিত সন্ধিস্থাপন ও দুর্ব্বল প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। স্থিরচিত্তে আপনার বলাবল বিচার করিয়া পরিশেষে যুদ্ধযাত্রা করা কর্ত্তব্য। যদি শত্রু পরাক্রান্ত এবং তাহার সৈন্যসমুদায় বলবান্ ও সন্তুষ্টচিত্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ নরপতি তাহারে আক্রমণ না করিয়া, তাহার পরাজয়ের উপায় চিন্তা করিবেন। কিন্তু শত্রু যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ তাহার অভিমুখীন হইয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে শত্রুগণ বিপন্ন, ভেদযুক্ত, নিপীড়িত ও ভীত হয়, সতত তাহার উপায় চিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিশারদ ভূপতি আপনার ও শত্রুবর্গের উৎসাহ, প্রভুত্ব ও মন্ত্রণা, এই ত্রিবিধ শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া যদি আপনারে অরাতিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্যবল, ধনবল, মিত্রবল, ভৃত্যবল ও শ্রেণীবল সংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। মিত্রবল অপেক্ষা ধনবল শ্রেষ্ঠ, আর শ্রেণীবল, ভৃত্যবল ও আচারবল এ তিন বলই পরস্পর সমান। রাজাদিগকে সময়ে সময়ে নানাপ্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয়। ঐ সকল বিপদে উপেক্ষা না করিয়া সামাদি উপায় দ্বারা ঐ সমুদায় হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ভূপতি দেশ কাল এবং আপনার গুণ ও বল

সম্যক্ রূপে বিচার করিয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিবেন। যে রাজা স্বয়ং উন্নতিশালী ও পরাক্রান্ত এবং যাঁহার সৈন্যসমুদায় হৃষ্টপুষ্ট, তিনি অকালেও যুদ্ধযাত্রা করিতে পারেন। পরাক্রান্ত ভূপতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সংগ্রাম স্থলে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও শরপূর্ণ তূণীরসম্পন্ন বীরগণকে সন্নিবেশিত করিয়া যুক্তিসহকারে শুক্রাচার্য্যবিহিত নীতিশাস্ত্রানুরূপ শকট, বজ্র বা পদ্মব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। আপনার অধিকার মধ্যেই হউক বা অন্যের অধিকার মধ্যেই হউক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নরপতি চর দ্বারা শত্রুদিগের ও স্বয়ং আপনার সৈন্যপরীক্ষা করিয়া পরিশেষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বলবান্ ব্যক্তিদিগকে সংগ্রামমুখে প্রেরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্রে আপনার বলাবল পরিজ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ সন্ধি সংস্থাপন বা যুদ্ধযাত্রা করাই শ্রেয়। যে কোন রূপে হউক, আপনার প্রাণরক্ষা ও উভয় লোকের মঙ্গলচিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ভূপতি এই সমুদায় নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের সুখ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। পূর্ব্বে মহাত্মা ভীষ্ম, বিদুর ও বাসুদেব তোমারে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমিও প্রীতিপূর্ব্বক তোমার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিলাম। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভূপতির যেরূপ ফল লাভ হয়, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেই তাঁহার সেইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তাত! আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আপনি পুনরায় আমারে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন। পিতামহ ভীষ্ম স্বর্গ গমন করিয়াছেন, মহাত্মা বাসুদেব এস্থানে উপস্থিত নাই এবং মহামতি বিদুর ও সঞ্জয়ও আপনার সহিত বনে গমন করিবেন। সুতরাং আপনার বনগমনের পর আর কে আমারে উপদেশ প্রদান করিবে? আপনি আমার হিতৈষী হইয়া আজি আমারে যে উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি অবশ্যই তদনুসারে কার্য্য করিব। আপনি সুখী হউন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব তুমি নিবৃত্ত হও। আর আমি বাক্যব্যয় করিতে পারি না। অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া গান্ধারীর ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক আসনে সমাসীন হইলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী দেবী গান্ধারী সেই প্রজাপতিতুল্য ভর্ত্তারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! মহর্ষি বেদব্যাস আপনারে বনগমনে আজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ঐ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি কোন্ দিন বনে গমন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, গান্ধারি! আমি মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছি, মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও আমার বনগমনবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি প্রজাগণকে এই স্থানে আনয়ন

করাইয়া দ্যূতক্রীড়ানিরত মৃত পুত্রদিগের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ ধন-দান করিয়া অচিরাৎ অরণ্য গমন করিব।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীরে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ধর্ম্মরাজ অচিরাৎ তাঁহার আদেশানুসারে কুরুজাঙ্গলস্থ প্রজাসমুদায়কে আহ্বান করিলেন। তখন কুরুজাঙ্গলবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মহাহ্লাদিত হইয়া রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা সমাগত হইলে, নরপতি ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক সেই সমুদায় প্রজা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সমবেত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহামান্য ব্যক্তিগণ! আপনারা চিরকাল কৌরবদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন। কৌরবদিগের সহিত আপনাদিগের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে। আপনারা কৌরবগণের পরম হিতৈষী। কৌরবগণও সতত আপনাদের হিতসাধনে যত্নবান হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছি, আপনাদিগকে অবিচারিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হইতে হইবে। আমি মহর্ষি বেদব্যাস ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এক্ষণে আপনারা আমারে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। আমাদিগের সহিত আপনাদিগের যেরূপ চিরসৌহার্দ্দ আছে, বোধ হয়, অন্যদেশস্থ নরপতিদিগের সহিত সেরূপ নাই। এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই একে নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, তাহাতে আবার আমাদের পুত্রসমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে; বিশেষত আমরা অনেক দিন উপবাস করিয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়াছি, সুতরাং এ সময়ে বনগমন করাই আমাদের শ্রেয়ঃ। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে আমার যথেষ্ট সুখ-

সম্ভোগ হইয়াছে। বোধ হয়, দুর্য্যোধনের অধিকার সময়ে আমার এরূপ সুখভোগ হয় নাই। যাহা হউক, আমি একে জন্মান্ধ তাহাতে আবার বৃদ্ধ ও পুত্র পৌত্রবিহীন হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে বনগমন ভিন্ন আর আমার শ্রেয়োলাভের উপায়ান্তর নাই। অতএব আপনারা আমারে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, কুরুজাঙ্গলবাসী প্রজা সমুদায় বাষ্পাকুলনয়নে গদ্গদস্বরে রোদন করিতে লাগিল, কেহই কিছু-মাত্র উত্তর প্রদান করিল না।

নবম অধ্যায়।

এই রূপে সেই শোক পরায়ণ প্রজাগণ কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডায়মান থাকিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ! নরপতি শান্তনু, ভীষ্মপরিরক্ষিত বিচিত্রবীর্য্য ও আমার প্রিয় ভ্রাতা পাণ্ডু যে রূপে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি আপনাদিগকে যেরূপে প্রতিপালন করিয়াছি, তাহা যদি সুন্দর-রূপ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা আমারে তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। দুর্য্যোধন যে সময়ে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়াছিল, সে সময় সেও তোমাদিগের নিকট কোন অপরাধ করে নাই। পরিশেষে তাহারই দুর্নীতি ও আমার অপরাধনিবন্ধন এই অসংখ্য নরপতি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমা হইতে যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, আপনারা আর উহা স্মরণ করিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। বৃদ্ধ, পুত্র-

বিহীন, দুঃখিত ও পূর্ব্বতন নরপতিদিগের পুত্র বলিয়া আমারে ক্ষমা করুন। এই বৃদ্ধা গান্ধারীও আমার ন্যায় পুত্রহীনা ও শোকে একান্ত কাতর হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা উভয়েই আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন। আপনারা কি সম্পদ, কি বিপদ, সকল সময়েই যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিবেন। ধর্ম্মার্থকুশল অমিতপরাক্রম লোকপালসদৃশ ভীমাদি চারি ব্যক্তি যখন উহাঁর মন্ত্রী, তখন উহাঁরে কখনই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে না। অতঃপর ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় এই মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদিগের প্রতিপালন করিবেন। আমি ইহাঁরে আপনাদিগের হস্তে এবং আপনাদিগকে ইহাঁর হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনারা পূর্ব্বাবধি কখনই আমার উপর কুপিত হন নাই। আপনারা একান্ত প্রভুভক্ত। এক্ষণে আমি গান্ধারীর সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সেই অস্থিরবুদ্ধি লোভমুগ্ধ, স্বেচ্ছাচারী দুরাত্মা পুত্রদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি করুন।

দশম অধ্যায়।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই রূপে অনুনয় করিলে, পৌর ও জানপদ প্রজা[illegible]সকলেই বাষ্পাকুললোচনে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকনপূর্ব্বক বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিল। তৎকালে তাহাদিগের মুখ হইতে কোন কথাই বিনির্গত হইল না। তখন অন্ধরাজ পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধার্ম্মিকগণ! আমি নিতান্ত বৃদ্ধ ও পুত্রবিহীন হইয়াছি, আমার পিতা ভগবান

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমারে অরণ্যগমনে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ধর্ম্মপত্নীর সহিত প্রণিপাতপুরঃসর করুণস্বরে বারংবার আপনাদিগকে কহিতেছি, আপনারা আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র করুণস্বরে এই কথা জনকজননীর ন্যায় শূন্যহৃদয়ে কেহ কেহ কর দ্বারা ও কেহ কেহ বা উত্তরীয় বসন দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা ক্রমে ক্রমে শোকবেগ সংবরণপূর্ব্বক একবাক্য হইয়া শাম্বনামক এক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের বাক্য অন্ধরাজের নিকট কীর্ত্তন করুন। তখন সেই বাক্যবিশারদ বেদবেত্তা মহাত্মা শাম্ব অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রজাগণ আপনারে কহিতেছে, আপনি যাহা যাহা কহিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কৌরবগণের সহিত আমাদের বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ আছে। আপনার বংশে কোন রাজাই প্রজাপালনে পরাঙ্‌মুখ বা প্রজাদিগের অপ্রিয় ছিলেন না। সকলেই পিতামাতার ন্যায় প্রজাদিগকে পালন করিয়াছিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস আপনারে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আপনি সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আমরা আপনার অদর্শনে নিতান্ত শোকাকুল হইব। আপনার গুণসমুদায় কদাচ আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইবে না। পূর্ব্বে মহারাজ শান্তনু, আপনার পিতা বিচিত্রবীর্য্য ও মহাত্মা পাণ্ডু যেরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন, আপনার পুত্র মহারাজ দুর্য্যো-

ধনও সেই রূপে রাজ্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহা হইতে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হয় নাই। আমরা তাঁহারে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতাম। এক্ষণেও আমাদিগের যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কাল অতিবাহিত হইতেছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। অতএব প্রার্থনা করি, কুন্তীপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহস্র বর্ষ রাজ্য-পালন করুন। তাহা হইলে, আমরা নিশ্চয়ই পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হইব। মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরু, সম্বরণ ও ভরতপ্রভৃতি পুণ্যবান্ রজর্ষিগণের রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তাঁহার শরীরে দোষের লেশমাত্র নাই। আমরা আপনার প্রসাদে পরমসুখে কালহরণ করিয়াছি। আপনারা পিতাপুত্রে আমাদিগের কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই। আপনি কুলক্ষয়বিষয়ে দুর্য্যোধনের প্রতি যে দোষারোপ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অমূলক। এ বিষয়ে কি দুর্য্যোধন, কি কর্ণ, কি শকুনি, কি আপনি আপনাদিগের কাহারও অপরাধ নাই। দৈববলেই কৌরবগণের ক্ষয় হইয়াছে। দৈব নিতান্ত দুর্নিবার্য্য। পুরুষকার কখনই উহারে নিবারণ করিতে পারে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণপ্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় যোধগণ এবং সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবপ্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অষ্টাদশ দিবসের মধ্যেই যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিপাতিত করিলেন, ইহা কি দৈববলে ভিন্ন কখন সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষত সংগ্রামে শত্রুসংহার ও কলেবর পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়দিগের পরম ধর্ম্ম। এই নিমিত্তই সেই মহাবলপরাক্রান্ত জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শী বীরগণ পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, আপনার ভৃত্যগণ,

মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও আপনি আপনাদিগের মধ্যে কাহারেও ভূপতিগণের ক্ষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। দৈব-বলেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। দৈবভিন্ন উহার অন্য কারণই নাই। আপনি সমুদায় জগতের গুরু। আমরা আপনারে ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে কদাচ অধার্ম্মিক বলিয়া জ্ঞান করি না। এক্ষণে প্রার্থনা করি, মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে বান্ধবগণের সহিত দুর্লভ স্বর্গসুখ অনুভব করুন। আপনিও তপস্যায় অনুরত হইয়া সনাতন ধর্ম্মসমুদায় পরিজ্ঞাত হউন। পাণ্ডবগণের প্রতি আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে হইবে না। ঐ মহাত্মারা পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, সমুদয় স্বর্গ-লোক প্রতিপালন করিতে পারেন। উহাঁরা সম্পন্ন হউন বা বিপন্ন হউন, প্রজাগণ সর্ব্বদা উহাঁদিগের বশীভূত থাকিবে। দীর্ঘদর্শী জিতেন্দ্রিয় মহারাজ যুধিষ্ঠির পুরাতন রাজর্ষিদিগের বিধানানু-সারে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুরপরিমাণে ধনদান ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উহাঁর তুল্য দয়াবান্ সরল ও পবিত্র-স্বভাব আর কেহই নাই। উনি আমাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিয়া থাকেন। উহাঁর মন্ত্রীদিগের মধ্যে কেহই ক্ষুদ্রদৃষ্টি বা অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন নহেন। উহাঁর ভীমসেনপ্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণও উহাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত। সুতরাং তাঁহারা যে আমাদিগের অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। শিষ্টদিগের প্রতি সরলতা ও দুষ্টদিগের প্রতি তেজঃপ্রকাশ করা তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ। আর মহানুভাবা কুন্তী, দ্রৌপদী, উলূপী ও সুভদ্রা ইহাঁরাও কদাচ আমাদিগের প্রতিকূল ব্যবহার করি-বেন না। আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া-ছেন এবং যুধিষ্ঠির এক্ষণে আমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করিতে

ছেন, তাহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিব না। প্রজাগণ অধার্ম্মিক হইলেও মহারথ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মানুসারে তাহাদের প্রতিপালন করিবেন। অতএব আপনি এক্ষণে সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান করুন।

মহামতি শাম্ব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই কথা কহিলে, তত্রত্য সমুদায় প্রজাই তাঁহারে বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রজাগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বারংবার তাহাদিগের বাক্যে অভিনন্দনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় করিয়া গান্ধারীর সহিত আত্মভবনে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, অন্ধরাজ বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যাত্রা করিবেন। এক্ষণে তিনি সমরনিহত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য বান্ধবগণের শ্রাদ্ধসম্পাদনার্থ আপনার নিকট কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিতেছেন। যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ ধন দ্বারা সৈন্ধবাপসদ জয়দ্রথেরও শ্রাদ্ধ করিবেন। মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে যথোচিত সম্মাননা করিলেন; কিন্তু জাতক্রোধ ভীমসেন দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য স্মরণ করিয়া বিদুরের সেই বাক্যে তাদৃশ আস্থা প্রকাশ করিলেন না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন

বৃকোদরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহি-লেন, বৃকোদর! আমাদিগের পিতৃব্য বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে দীক্ষিত হইয়া ভীষ্মাদি মহাত্মাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদ-নার্থ আপনা কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ধনযাচ্ঞা করিতেছেন। অতএব উহা প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! পূর্ব্বে যে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আমরা যাচ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে তিনি আমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন। যিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন, আজি তিনি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বনগমনে অভিলাষী হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি ধৃতরাষ্ট্রকে ধনপ্রদানে অনুমতি করুন। উহাঁরে ধন প্রদান না করিলে আমাদের অধর্ম্ম এবং অকীর্ত্তি ঘোষণা হইবে। বরং আপনি ধন প্রদান করা উচিত কি না, তাহা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করুন। ২৭,103

মহাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমরা স্বয়ং মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য বান্ধবগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিব এবং ভোজ-নন্দিনী কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। উহাঁদিগের শ্রাদ্ধার্থ ধৃতরাষ্ট্রকে ধনদান করিবার প্রয়োজন কি? আমার মতে দুর্য্যোধনাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাই বিধেয় নহে। আমা-দিগের শত্রুগণ যেন কোন স্থানেই আহ্লাদিত না হয়। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যে সকল কুলাঙ্গার দ্বারা এই পৃথিবী উৎসন্ন প্রায় হই-য়াছে, তাহারা যেন সকলেই ঘোরতর ক্লেশে নিপতিত হয়। তুমি কি দ্রৌপদীর ক্লেশাবহ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর

অজ্ঞাতবাস একেকালে বিস্মৃত হইয়াছ? তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? যখন তুমি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কৃষ্ণাজিন ধারণ পূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিয়াছিলে, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও সোমদত্ত ইহাঁরা কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন? যখন তুমি ত্রয়োদশ বৎসর বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলে, তখন তোমার জেষ্ঠতাতের পিতৃস্নেহ কোথায় তিরোহিত হইয়াছিল? দুরাত্মা অন্ধরাজ যে দ্যূতক্রীড়ার সময় এই বার আমাদের কি লাভ হইল বলিয়া বারংবার বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা কি তুমি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ?

মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে এই কথা কহিলে, অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহারে ভর্ৎসনা করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে কহিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ঐ সময় অর্জ্জুন বৃকোদরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও গুরু। আপনারে আর অধিক বলা আমার কর্ত্তব্য নহে! এক্ষণে আপনার নিকট আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের পূজ্য। বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তিরা অন্যকৃত অপকার স্মরণ না করিয়া উপকারই স্মরণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, ধর্ম্মনন্দন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ক্ষত্ত! তুমি আমার আদেশানুসারে কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, তিনি পুত্র ও ভীষ্মাদি বন্ধুবর্গের শ্রাদ্ধার্থ

যে পরিমাণে ধনদান করিতে বাসনা করেন, তাহা আমার কোষ হইতে গ্রহণ করুন ; ভীমসেন তাহাতে বিরক্ত হইবেন না।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া অর্জ্জুনকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! যেন নরপতি ধৃতরাষ্ট্র বৃকোদরের প্রতি কোপ প্রকাশ না করেন। বৃকোদর অরণ্যমধ্যে শীত, গ্রীষ্ম ও বৃষ্টিনিবন্ধন অনেক কষ্টভোগ করিয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তুমি আমার বচনানুসারে জেষ্ঠতাতকে কহিবে যে, তাঁহার যে যে দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে হয়, তিনি তৎসমুদায়ই যেন আমার গৃহ হইতে গ্রহণ করেন। বৃকোদর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া যে অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন, তাহা যেন তিনি হৃদয় মধ্যে স্থানদান না করেন। অর্জ্জুনের ও আমার যে সমুদায় ধন আছে, তিনি সেই সমুদায় ধনেরই অধিকারী। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, ব্রাহ্মণগণকে তাহা দান ও অন্যান্য ব্যয় করিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের নিকট ঋণশূন্য হউন। আমার ধনের কথা দূরে থাক, আমার এই শরীরও তাঁহার একান্ত অধীন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ধীমান্ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি প্রথমত যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার বাক্য কীর্ত্তন করিবামাত্র তিনি এবং অর্জ্জুন উভয়ে আপনার বাক্যে যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, আমাদিগের রাজ্য ধন বা প্রাণ যাহাতে জেষ্ঠতাতের অভিলাষ হয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন।

কিন্তু মহাবীর বৃকোদরপূর্ব্বতন দুঃখসমুদায় স্মরণ করিয়া আপনার বাক্যে অতিকষ্টে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহারা উভয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বৃকোদরকে সম্মত করিয়াছেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ অনেক অনুনয় করিয়া কহিয়াছেন যে, মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া আপনার প্রতি যে কিছু অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে যেন আপনি দুঃখিত না হন। ঐ মহাবীর সতত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও যুদ্ধেই ব্যাপৃত থাকেন; এই নিমিত্তই উনি অদ্যাপি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে বৃকোদরের নিমিত্ত আমি ও অর্জ্জুন আমরা উভয়ে জ্যেষ্ঠতাতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের বিশেষত ভীমের প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি এই রাজ্য ও আমাদিগের প্রভু; অতএব পুত্র ও বান্ধবদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যার্থ তাঁহার যাহা অভিরুচি হয়, তিনি তাহাই করুন। তিনি রত্ন, গাভী, দাস, দাসী, মেষ ও ছাগপ্রভৃতি যাহা দান করিতে বাসনা করেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া অনায়াসে ব্রাহ্মণ, অন্ধ ও দীন দরিদ্রদিগকে প্রদান করুন। তিনি অন্নদান, পানীয়দান ও গোসমূহের জলপানার্থ নিপানদানপ্রভৃতি অসংখ্য পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। হে কৌরবেন্দ্র! রাজা যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা ধনঞ্জয় আমারে এই কথা কহিয়াছেন; এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, [illegible]ন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনেরপ্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, সেই দিন অবধি কার্ত্তিকী

পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ধনদান করিয়া বনগমন করিতে অভিলাষ করি-লেন। অনন্তর তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সুহৃদ্গণের প্রত্যে-কের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অন্ন, পান, যান, আচ্ছাদন, মণিমুক্তাদি বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, দাস, দাসী, মেষ, ছাগ, কম্বল, গ্রাম, ক্ষেত্র, অলঙ্কৃত অশ্ব, হস্তী ও বরাঙ্গনা সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সেই ধৃতরাষ্ট্রানুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ যজ্ঞ এককালে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গণক ও লেখকগণ দিবারাত্রি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে 'মহারাজ! এই যাচক ব্রাহ্মণগণকে কি প্রদান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন,' বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং অন্ধরাজ যাঁহারে শত মুদ্রা প্রদান করিতে কহিলেন, তাহারা যুধিষ্ঠিরের আদেশানু-সারে তাঁহারে সহস্র মুদ্রা এবং যাঁহারে সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন, তাঁহারে দশসহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সলিলবর্ষী জলধরের ন্যায় ধন বর্ষণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরিশেষে প্রচুর-পরিমিত বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা সমুদায় বর্ণের ব্যক্তিগণকে আহার করাইয়া পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তৎপরে তিনি আপনার ও গান্ধারীর পারলৌকিক হিতসাধনার্থ পুনরায় ব্রাহ্মণগণকে ধনদানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামতি অন্ধরাজ এই রূপে ক্রমাগত দশ দিন নিরন্তর অর্থদান করিয়া পরিশেষে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া দানযজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের আনৃণ্যলাভ করিলেন। তিনি যে কয়েক দিন ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কয়েক দিন তাঁহার ভবনে সর্ব্বদা নট ও নর্ত্তকগণ নৃত্য করিয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর একাদশ দিবসে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐ দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা অবগত হইয়া, পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত প্রীতি প্রকাশ করিলেন এবং অচিরাৎ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বল্কলাজিন পরিধান পূর্ব্বক গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরববধূগণের সহিত স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবকুলকামিনীগণের আর্ত্তস্বরে অন্তঃপুর আকুলিত হইয়া উঠিল। তখন অন্ধরাজ লাজা দ্বারা আপনার গৃহ অর্চ্চিত করিয়া ভৃত্যগণকে ধনরাশি প্রদান পূর্ব্বক অরণ্যযাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে হা তাত! কোথায় চলিলেন, বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্ম রাজকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয়, যুযুৎসু, কৃপাচার্য্য, ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কুন্তী ও বস্ত্রাচ্ছাদিতনয়না গান্ধারী আপনাদের স্কন্ধদেশে অন্ধরাজের হস্ত দ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা নবপ্রসূতা উত্তরা, চিত্রাঙ্গদা ও অন্যান্য রমণীগণ কুরবীর

ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের বনিতাগণই শোকাকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে রাজ-মার্গে আগমন করিতে লাগিল। ফলত পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়া কৌরবসভা হইতে বহির্গত হইলে পৌরজনেরা যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিল, এক্ষণে অন্ধরাজকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিয়াও তাঁহাদিগের সেইরূপ দুঃখ সমুপস্থিত হইল। যে সমুদায় কুলকামিনী পূর্ব্বে চন্দ্রসূর্য্যকেও দর্শন করে নাই, এক্ষণে তাহারাও শোকাভিভূত হইয়া রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র রাজপথে সমুপস্থিত হইলে, অট্টালিকা ও অন্যান্য স্থানসমুদায় হইতে স্ত্রীপুরুষদিগের ক্রন্দনকোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন অন্ধরাজ বিনীতভাবে অতি-কষ্টে ক্রমে ক্রমে সেই নরনারীসঙ্কুল রাজমার্গ অতিক্রমপূর্ব্বক হস্তিনা নগরের অত্যুচ্চ বহির্দ্বার হইতে বহির্গত হইয়া অনুগামী ব্যক্তিদিগকে বিদায় করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য ও যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পিত হইয়া বনগমন-বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় কিছু-তেই নিবৃত্ত না হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সমুদায় পৌরবর্গ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞানুসারে কামিনীগণের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে বাসনা করিয়া স্বীয় জননী কুন্তীরে

সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মাত! আপনি বধূগণের সহিত নগরে প্রতিনিবৃত্ত হউন ;, বরং আমি জ্যেষ্ঠতাতের সহিত অরণ্যে গমন করি। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা কৌরবনাথ তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং উহাঁরই এক্ষণে অরণ্যবাস আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে গান্ধারীরে ধারণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সহদেবের প্রতি কখন তাচ্ছীল্য করিও না। সে তোমার ও আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। আর পূর্ব্বে আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশত যে মহাবীরকে তোমাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করিতে অনুমোদন করিয়াছিলাম, সেই মহাত্মা কর্ণও যেন তোমার স্মৃতিপথের বহির্ভূত না হায়। হায়! আমার তুল্য অভাগ্যবতী আর কেহই নাই! যখন সূর্য্যতনয় বৎস কর্ণকে না দেখিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, উহা লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আমি তোমার নিকট তাহার পরিচয় প্রদান করি নাই, তখন আমারেই তাহার বধবিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধিনী বলিতে হইবে। যাহা হউক, এখন আর তাহার কিছুমাত্র প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রীতির নিমিত্ত বিবিধ ধনদান করিবে। কদাপি দ্রৌপদীর অপ্রিয়াচরণ করিও না। সর্ব্বদা ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আজি কুরুকুলের ভার তোমার উপর সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইল। আমি এক্ষণে অরণ্যে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান এবং তোমার জ্যেষ্ঠতাত ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিব।

মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া জননীরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মাত! এক্ষণে আপনার বুদ্ধি এরূপ বিচলিত হইল কেন? আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আমি কখনই আপনার বনগমন বিষয়ে অনুমোদন করিতে পারিব না। আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। পূর্ব্বে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য সমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক আমাদিগকে বিবিধ রূপে উৎসাহ প্রদান করিয়া এক্ষণে এরূপ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমরা বাসুদেবের মুখে আপনার উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক আপনার বুদ্ধিবলে ভুপতিদিগকে নিপাতিত করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান কোথায় গেল? আমারে ক্ষত্র ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়া এক্ষণে আমায় পরিত্যাগ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি রাজ্য ও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে গহনকাননে বাস করিবেন? অতঃপর আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজের এইরূপ করুণবাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে অন্ধ-রাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাত! এক্ষণে পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগ ও রাজধর্ম্মসমুদায় লাভ করিবার সময় আপনার এরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইল কেন? যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করাই আপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে আপনি কেন আমাদিগের দ্বারা পৃথিবীরে বীরশূন্য করিলেন? আর

আমরা যৎকালে নিতান্ত বালক ছিলাম, তখনই বা কি নিমিত্ত আমাদিগকে ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে বন হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন ? এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া বনগমনের বাসনা পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের বাহুবলার্জ্জিত রাজ্যভোগ করুন।

ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ এই রূপে বহুবিধ বিলাপ করিলেও মহানুভাবা কুন্তী বনগমনবাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। তখন মনস্বিনী দ্রৌপদী বিষণ্নবদনে রোদন করিতে করিতে সুভদ্রার সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। কুন্তী তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া রোরুদ্যমান পুত্রদিগকে বারংবার সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ নিতান্ত বিষণ্নচিত্তে ভৃত্য ও পরিজনবর্গের সহিত জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবজননী কুন্তী অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া পুত্রগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! পূর্ব্বে তোমরা জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও অবসন্ন হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র, সুতরাং তোমাদিগের নাশ বা যশোহানি হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তোমরা ইন্দ্রতুল্য পরা[illegible]শালী, সুতরাং তোমাদিগের শত্রুর বশীভূত হওয়া কখন উচিত নহে। তোমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ভূপতিদিগের অগ্রগণ্য ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন। অতএব উঁহার চিরকাল বনে অবস্থান করা নিতান্ত অনুচিত। অযুতনাগের তুল্য পরাক্রমশালী পৌরুষান্বিত ভীমসেনের ও বাসবসদৃশ বিক্রমশালী

ধনঞ্জয়ের অবসন্নভাবে কালহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। বালক নকুল ও সহদেবের ক্ষুধায় কাতর হওয়া এবং সভামধ্যে এই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার ক্লেশ সহ্য করা নিতান্ত অন্যায্য। আমি এই সমুদায় বিবেচনা করিয়াই তোমাদিগেকে সংগ্রামে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে যখন এই পাঞ্চালী দ্যূতে পরাজিত হইয়া সভামধ্যে তোমাদিগের সমক্ষেই কদলীর ন্যায় কম্পিত হইয়াছিলেন; যখন দুরাত্মা দুঃশাসন অজ্ঞানবশত দাসীর ন্যায় ইহাঁর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল; তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম, যে এই কুরুকুল এককালে দগ্ধ হইবে। পাপাত্মা দুঃশাসন এই পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিলে, যখন ইনি বারংবার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, তখন আমার চৈতন্য একবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। আমি সেই নিমিত্তই তোমাদিগের তেজোবর্দ্ধনমানসে বাসুদেবের নিকট বিদুলাসঞ্জয়সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলাম। তোমাদিগের বিনাশনিবন্ধন এই রাজবংশের ক্ষয় হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি বংশনাশের হেতুভুত হয়, তাহার পুত্রপৌত্রগণও শুভলোকলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমি ভর্ত্তার রাজত্বসময়ে অশেষ সুখভোগ বিবিধ মহাদান ও যথাবিধি সোমরস পান করিয়াছি। আমি যে বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম, তাহা আমার আপনার সুখসাধনের নিমিত্ত নহে; কেবল তোমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্তই আমি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে রাজ্যভোগের বাসনা পরিহার পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুর পবিত্র লোক লাভ করিতেই আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতএব আমি বনবাসী

অন্ধরাজ ও তাঁহার মহিষীর শুশ্রূষা করিয়া তপস্যা দ্বারা এই কলেবর শুষ্ক করিব। তোমরা রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া পরম সুখে রাজ্য সম্ভোগ কর। তোমাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও মন প্রশস্ত হউক।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

যশস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহার বাক্য-শ্রবণে লজ্জিত হইয়া অন্ধরাজকে প্রণতি ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কুন্তীরে বন-গমন করিতে অবলোকন করিয়া কামিনীগণ অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরকে কহিলেন, তোমরা অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরের জননী দেবী কুন্তীরে প্রতিনিবৃত্ত কর। যুধিষ্ঠির যাহা যাহা কহিলেন, সে সমুদায়ই যথার্থ। পাণ্ডবজননী মহাফলপ্রদ ঐশ্বর্য্য ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা দুর্গম অরণ্যে গমন করিবেন। উনি রাজ্যে অবস্থান করিলে, অনায়াসে দান ও ব্রতাদি আচরণ করিয়া উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। উহাঁর শুশ্রূষায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমরা উহাঁরে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ কর। অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, সুবলনন্দিনী গান্ধারী কুন্তীর নিকট রাজবাক্যসমুদায় কীর্ত্তন এবং স্বয়ং তাঁহারে বিশেষ রূপে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কোন রূপেই তাঁহারে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরব-কামিনীগণ কুন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া ও পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া

অতিদীনভাবে স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে যানারোহণপূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় হস্তিনানগর একঃকালে উৎসবশূন্য হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিরানন্দ হইয়া রহিল। পাণ্ডবগণ কুন্তীর বিরহে গাভীহীন বৎসের ন্যায় একবারে উৎসাহ-শূন্য ও শোকে নিমগ্ন হইলেন।

এ দিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ দিন বহুদূর গমন করিয়া ভাগী-রথীতীরে অবস্থান করিলেন। বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেই ভাগীরথীতীরস্থিত তপোবনে নিয়মানু-সারে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমশ সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা সকলেই সূর্য্যোপস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বিদুর ও সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নিমিত্ত কুশময় শয্যাদ্বয় প্রস্তুত করি-লেন। যুধিষ্ঠিরজননী কুন্তী পরম সুখে গান্ধারীর সহিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন। বিদুর প্রভৃতি অনুগামিগণ তাঁহাদিগের নিকটে এবং যাজক ব্রাহ্মণগণ যথাস্থানে শয়ন করিলেন। অন-ন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথম দিবসে বনে অব-স্থান করা তাঁহাদের পক্ষে সাতিশয় কষ্টজনক হইয়াছিল।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর তাঁহারা বহুক্ষণ উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া বিদুরের বাক্যানুসারে সেই পবিত্র ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপ্রভৃতি বনবাসিগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন অন্ধরাজ বিবিধ

কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রীতিসাধন এবং শিষ্য সমবেত ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যশস্বিনী গান্ধারী গঙ্গায় অবগাহন করিলেন, তখন বিদুরাদি অন্যান্য অনুগামিগণও গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া সমুদায় সমাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর স্নানক্রিয়া সমাপন হইলে, ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে তীরে সমুপনীত করিলেন। ঐ সময় যাজকগণ অন্ধরাজের নিমিত্ত সেই স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই বেদিতে উপবেশন পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই রূপে ক্রিয়াসমুদায় সমাপন হইলে অন্ধরাজ অনুযাত্রিগণের সহিত সেই ভাগীরথীতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র রাজর্ষি শতযূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। ঐ মহাত্মা পূর্ব্বে কেকয়রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন। অন্ধরাজ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বেদব্যাসের আশ্রমে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শতযূপের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহামতি শতযূপ বেদব্যাসের আদেশানুসারে অন্ধরাজকে আরণ্যবিধি সমুদায় উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং তপঃপরায়ণ হইয়া অনুচরগণকে তপোনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন। তপস্বিনী গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তী উভয়ে বল্কলাজিন ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া কায়মনোবাক্যে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ জটা অজিন ও বল্কল ধারণপূর্ব্বক অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া মহর্ষির

ন্যায় ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরমধার্ম্মিক মহাত্মা সঞ্জয় ও বিদুর উভয়ে চীরবল্কল ধারণপূর্ব্বক নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা ও ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর নারদ, পর্ব্বত, দেবল, পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি শতযূপ এবং শিষ্যপরিবৃত মহর্ষি দ্বৈপায়ন ও অন্যান্য সিদ্ধগণ ইহাঁরা সকলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র যথানিয়মে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তবিনোদনার্থ বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ কথাপ্রসঙ্গে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! শতযূপের পিতামহ নির্ভীকচিত্ত নরপতি সহস্রচিত্য কেকয় দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় পরমধার্ম্মিক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনপ্রবেশ করেন। তথায় ঘোরতর তপশ্চরণ দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রলোক লাভ হইয়াছে। আমি ইন্দ্রলোকে গমনাগমনসময়ে অনেকবার তাঁহারে দেবেন্দ্রসদনে নিরীক্ষণ করিয়াছি। ভগদত্তের পিতামহ রাজা শৈলালয়ও তপোবলে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রপ্রতিম মহারাজ পৃষধ্র তপঃপ্রভাবে স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। সরিদ্বরা নর্ম্মদা যাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন, সেই মান্ধাতৃতনয় নরপতি পুরুকুৎস এবং পরমধার্ম্মিক রাজা শশলোমা ইহাঁরা উভয়ে এই তপোবনে তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও এই তপোবনে তপোনুষ্ঠান কর; অচিরাৎ মহর্ষি কৃষ্ণ-

দ্বৈপায়নের প্রসাদবলে সিদ্ধি লাভ করিয়া অনায়াসে গান্ধারীর সহিত ঐ সকল মহাত্মার সালোক্যলাভে সমর্থ হইবে। ইন্দ্রলোকগত নরপতি পাণ্ডু নিয়ত তোমার অনুধ্যান করিতেছেন। তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গলসাধন করিবেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তোমার ও যশস্বিনী গান্ধারীর শুশ্রূষানিবন্ধন নিশ্চয়ই স্বামীর সালোক্য লাভে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা বিদুর অচিরাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ এবং মহামতি সঞ্জয় ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিবেন। আমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে এই সমুদায় বিষয় অবগত হইয়াছি।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর সহিত যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণগণও মহা আহ্লাদিত হইয়া দেবর্ষি নারদকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজর্ষি শতযূপ নারদকে কহিলেন, দেবর্ষে! আপনার বাক্যশ্রবণে আপনার প্রতি আমার, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ও অত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি তত্ত্বদর্শী। মানবগণ যে, যেরূপ গতি লাভ করিবে আপনি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে তৎসমুদায় অবলোকন করিতেছেন। আপনি অনেক নরপতির স্বর্গলোক লাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করেন নাই। এক্ষণে উনি কোন্ সময়ে কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

রাজর্ষি শতযূপ এই কথা কহিলে, দিব্যদর্শী দেবর্ষি নারদ সেই সভামধ্যে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি

একদা ইন্দ্রের সভায় সমুপস্থিত হইয়া তথায় পাণ্ডুরাজকে সমাসীন দেখিয়া আসন পরিগ্রহ করিলাম। অনন্তর ঐ সভামধ্যে কথা প্রসঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঘোরতর তপস্যার কথা উত্থিত হইল। তখন আমি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে শুনিলাম যে, ধৃতরাষ্ট্রের আর তিন বৎসর পরমায়ু আছে। তৎপরে তিনি গান্ধারীর সহিত দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক কুবেরভবনে আগমন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের লোকে সঞ্চরণ করিবেন। হে শতযূপ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে দেব-গুহ্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তুমি তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়াছ, এই নিমিত্তই আমি এই গূঢ় বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এই রূপে নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ কথা প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে পরিতুষ্ট করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

এ দিকে পাণ্ডবগণ কামিনীগণসমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও জননী কুন্তীর বনবাসনিবন্ধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। পৌরজনেরা অন্ধরাজের নিমিত্ত সতত অনুতাপ করিতে লাগিল। ঐ সময় হস্তিনার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শোকাকুল হইয়া পরস্পরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হায়! পুত্রশোকার্ত্ত বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মনস্বিনী গান্ধারী ও কুন্তী কি রূপে দুর্গম অরণ্যে বাস

করিতেছেন। পূর্ব্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কখন অসুখের লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় নাই। পাণ্ডবজননী কুন্তী রাজশ্রী ও পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অতি কষ্টে কালহরণ করিতেছেন এবং অন্ধরাজের শুশ্রূষায় অনুরক্ত মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয়কেও বিষয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

পুরবাসী লোক সমুদায় এই রূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডবগণ পুত্র বিহীন বৃদ্ধ অন্ধরাজ, জননী কুন্তী ও গান্ধারী এবং মহাত্মা বিদুরের শোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া কিছুতেই অধিক দিন পুরমধ্যে বাস করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কি রাজ্য সম্ভোগ কি স্ত্রীসংসর্গ, কি বেদাধ্যয়ন, কিছুতেই তাঁহাদের প্রীতিলাভ হইল না। তাঁহারা বারংবার অন্ধরাজের বনবাস, জ্ঞাতিবধ এবং বালক অভিমন্যু, মহাত্মা কর্ণ, দ্রৌপদী তনয়গণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের নিধনবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। সর্ব্বদা পৃথিবীরে বীরশূন্য ও ধনশূন্য বলিয়া বিবেচনা হওয়াতে কোন রূপেই তাঁহাদিগের শান্তি লাভ হইল না। পুত্রশোকসন্তপ্ত দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিষণ্ণবদনে কালহরণ করিতে লাগিলেন। ফলত তৎকালে উহাঁরা সকলেই কেবল উত্তরার গর্ভসম্ভূত মহাত্মা পরিক্ষিতকে দর্শন করিয়া প্রাণধারণ করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ এই রূপে মাতা ও জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতির বিরহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ রাজ কার্য্যের অনুষ্ঠানে এককালে বিরত হইলেন। ঐ সময় কোন বিষয়েই আর তাঁহা-

দিগের আমোদ রহিল না। তাঁহারা সততই শোকাবিষ্টের ন্যায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ফলত উহাঁরা গাম্ভীর্য্যে সাগর-তুল্য হইয়াও তৎকালে শোকে একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! আমাদের জননী নিতান্ত কৃশাঙ্গী। তিনি কি রূপে অন্ধরাজ ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিতেছেন? পুত্র-বিহীন অন্ধরাজ কি রূপে সেই শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বিপিনে কাল-হরণ করিতেছেন! এবং হতবান্ধবজননী গান্ধারীই বা কি রূপে সেই দুর্গম বনে বৃদ্ধ অন্ধ পতির শুশ্রূষায় নিরত রহিয়াছেন!

পাণ্ডবগণ এই রূপে কিয়ৎক্ষণ আক্ষেপ করিয়া অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন। তখন মহাত্মা সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছেন, ইহাতে আমার পরম পরিতোষ লাভ হইল। উহাঁরে দর্শন করিবার বাসনা আমার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি কেবল আপনার গৌরবনিবন্ধন আপনার নিকট উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। হায়! পূর্ব্বে যে মাতা রমণীয় অট্টালিকায় অবস্থান পূর্ব্বক পরম সুখে কালহরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে মস্তকে জটাধারণ ও কুশশয্যায় শয়ন করিয়া তপস্বিনীর বেশে অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন! আমার কি কখন এমন সৌভাগ্য উপস্থিত হইবে, যে আমি তাঁহার সাক্ষাৎ-কার লাভ করিতে পারিব! যখন রাজপুত্রী হইয়াও মাতারে অরণ্যে ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, ইহ-লোকে কেহই চিরকাল একরূপ অবস্থায় কাল হরণ করিতে সমর্থ হয় না।

সহদেব এই কথা কহিলে, মহানুভাবা দ্রৌপদী বিনয়বাক্যে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কখন্ আমি শ্বশুরে দর্শন করিব। তাঁহারে জীবিত দর্শন করিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে। আপনার বুদ্ধি ও মন ধর্ম্ম হইতে যেন কখন বিচলিত না হয়। আজি আপনার প্রসাদে আমাদিগের পরম শ্রেয়োলাভ হইবে। আমি, শ্বশুর অন্ধরাজ এবং জননী গান্ধারী ও কুন্তীরে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি।

মহানুভাবা দ্রৌপদী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ সেনাপতিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৈন্যাধ্যক্ষগণ! তোমরা অবিলম্বে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় সুসজ্জিত কর। সৈন্যগণও সুসজ্জিত হইয়া অগ্রসর হউক। আমি অচিরাৎ অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করিব। মহারাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যাধ্যক্ষগণকে এই কথা কহিয়া, অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদিগকে কহিলেন তোমরা সত্বরে বিবিধ যান, শিবিকা, শকট, ও আপণসমুদায় সুসজ্জিত কর। শিল্পাকর ও কোষাধ্যক্ষেরা কুরুক্ষেত্রের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করুক। পুরবাসী যে কোন ব্যক্তি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করেন, তিনি যেন অক্লেশে সুরক্ষিত হইয়া তথায় গমন করিতে পারেন। এক্ষণে তোমরা পাচক ও অন্যান্য লোকসমুদায়কে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া ভক্ষ্য ভোজ্য সমুদায় শকটে সংস্থাপন পূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমাভিমুখে প্রেরণ কর এবং আমরা কল্য প্রভাতে যাত্রা করিব। এই কথা নগরের সর্ব্বত্র ঘোষনা করিয়া দাও। আজিই যেন পথিমধ্যে আমাদের বাসগৃহ সমুদায় প্রস্তুত করা হয়। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত অধ্যক্ষদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া সেই দিবস পুরমধ্যে অবস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি গাত্রোত্থান

পূর্ব্বক বৃদ্ধ ও অন্তঃপুরিকাদিগকে অগ্রসর করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই দিন অবধি পাঁচ দিন পুরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ষষ্ঠদিবস উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির লোক-পালসদৃশ অর্জ্জুনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত সৈন্যদিগকে বনগমন করিতে আদেশ করিবামাত্র সৈন্যগণমধ্যে অশ্বযোজনা কর, রথযোজনা কর, এইরূপ ঘোরতর কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষী পুরবাসী ও জনপদ-বাসী লোকসমুদায় কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ কনকময় রথে কেহ কেহ হস্তিপৃষ্ঠে ও কেহ কেহ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং অনেকে পাদচারেই ধাবমান হইল। মহাবীর যুযুৎসু ও পুরোহিত ধৌম্য ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে আশ্রমগমনে ক্ষান্ত হইয়া পুররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য যুধিষ্টিরের আদেশানুসারে সৈন্যসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির রথারোহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলে, ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিল; সূত, মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিল এবং অসংখ্য রথারোহী সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে ধাবমান হইল। ভীমকর্ম্মা ভীমসেন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্ব-তাকার হস্তী আরোহণ করিয়া বহুসংখ্যক গজারোহী সৈন্যসম-ভিব্যাহারে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন

শ্বেতাশ্বসংযুক্ত অনলসংকাশ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব উভয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি কুলকামিনীগণ অন্তঃপুরাধ্যক্ষ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক অপরিমিত ধনদান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই বীণাবেণুনিনাদযুক্ত হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল পাণ্ডব্যসৈন্যের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যগণসমভিব্যাহারে রমণীয় নদীতীরে ও সরোবরসমীপে বাস করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পবিত্রতোয়া যমুনানদী অতিক্রমপূর্ব্বক দূর হইতে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপের আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রমদ্বয়দর্শনে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা সকলেই মহা কোলাহল করিতে করিতে সেই তপোবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের অতিদূরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিনীতভাবে পাদচারে সেই আশ্রমে গমন করিতে আরম্ভ করি[illegible]। তখন তাঁহাদের সৈন্য, পুরবাসী ও অন্তঃপুরিকাগণ সকলেই যান পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদচারে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পাণ্ডবগণ অন্ধরাজের সেই মৃগসমাকীর্ণ কদলীবনসুশোভিত আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে নিয়তব্রত তাপসগণ মহাকৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত

সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। নরপতি যুধিষ্ঠির তাঁহা-দিগকে অবলোকন করিয়া বাষ্পাকুললোচনে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে তাপসগণ! এক্ষণে সেই কৌরববংশধর আমা-দিগের জ্যেষ্ঠতাত কোথায়? তখন তাপসগণ কহিলেন, মহা-রাজ! এক্ষণে তিনি যমুনায় অবগাহন, পুষ্পচয়ন ও জল আনয়নের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। আপনারা এই পথে গমন করুন। তাপসগণ এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে ধাবমান হইয়া দূর হইতে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও সঞ্জয়কে দর্শন পূর্ব্বক সত্বরে গমন করিতে লাগিলেন। সহদেব কুন্তীরে অব-লোকন করিবামাত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া তারস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ভোজনন্দিনী কুন্তীও সেই প্রিয় পুত্রকে অবলোকন করিবামাত্র বাষ্পাকুলনয়নে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহারে উত্থাপিত করিয়া গান্ধারীরে কহিলেন মাত! সহদেব আসিয়াছে। তৎপরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলকে দর্শন করিয়া দ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণ জননীরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীরে আকর্ষণ পূর্ব্বক সত্বরে আগমন করিতে দেখিয়া, অচি-রাৎ তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কণ্ঠস্বর ও স্পর্শদ্বারা পাণ্ডবগণকে অব-গত হইয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা অশ্রুমোচন পূর্ব্বক কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও স্বীয় মাতা কুন্তীর নিকট যথোচিত বিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের বারিপূরিত কলসসমুদায় গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় কৌরবকুলকামিনী ও অন্যান্য কুলরমণীগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোক সমুদায় একদৃষ্টে অন্ধরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাজা

যুধিষ্ঠির নাম ও গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক সমুদায় লোকের পরিচয় প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ সেই সমুদায় লোকের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনারে হস্তিনা নগরস্থিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তারাগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় সিদ্ধচারণসেবিত দর্শকগণসমাকীর্ণ স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপবিষ্ট হইলে, নানাদেশনিবাসী মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আশ্রমে যে সমুদায় স্ত্রীপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁদিগের মধ্যে কাহার নাম যুধিষ্ঠির, কাহার নাম ভীমসেন, কাহার নাম অর্জ্জুন, কাহার নাম নকুল, কাহার নাম সহদেব ও কাহার নাম দ্রৌপদী; ইহা পরিজ্ঞাত হইতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য কৌরবরমণীদিগের পরিচয়প্রদানার্থ তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহর্ষিগণ! ঐ যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ দীর্ঘনেত্র মহাত্মা সিংহের ন্যায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, উহাঁর নাম যুধিষ্ঠির। ঐ যে মত্তগজেন্দ্রগামী তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহু মহাবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, উহাঁর নাম বৃকোদর। ঐ মহাবীরের পার্শ্বে যে শ্যামবর্ণ

মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উহাঁর নাম অর্জ্জুন এবং ঐ কুন্তীর সন্নিধানে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় যে যুবকদ্বয় অবস্থান করিতেছেন, উহাঁদিগের নাম নকুল ও সহদেব। ঐ দুই বীরপুরুষের তুল্য পরমসুন্দর, বলবান্ ও সচ্চরিত্র আর কেহই নাই ঐ যে পদ্মপলাশাক্ষী শ্যামবর্ণা পরমসুন্দরী রমণী, উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উহাঁর নাম দ্রৌপদী। উহাঁর পার্শ্বে চন্দ্রপ্রভার ন্যায় গৌরবর্ণা, পরম রূপবতী বাসুদেবভগিনী সুভদ্রা অবস্থান করিতেছেন। ঐ যে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী পরমসুন্দরী কামিনী উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনিই অর্জ্জুনের ভার্য্যা চিত্রাঙ্গদা। উহাঁর অনতিদূরে যে নীলোৎপলবর্ণা রমণী অবস্থান করিতেছেন, উনিই ভীমসেনের কলত্র; উহাঁর নাম কালী। ঐ যে চম্পকদামের ন্যায় গৌরবর্ণা রূপবতী রমণী লক্ষিত হইতেছেন; উনি মহারাজ জরাসন্ধের দুহিতা। মাদ্রীর কনিষ্ঠ পুত্র সহদেব উহাঁর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। উহাঁরই অনতিদূরে মাদ্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র নকুলের ভার্য্যা অবস্থান করিতেছেন; উহাঁর নাম করেণুমতী। ঐ যে পরমসুন্দরী রমণী বালক পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থান করিতেছেন, উনি অভিমন্যুর ভার্য্যা বিরাটনন্দিনী উত্তরা। পূর্ব্বে দ্রোণপ্রভৃতি সপ্তরথী উহাঁরই ভর্ত্তারে অন্যায়যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। আর ঐ যে শুক্লাম্বরধারিণী সধবাচিহ্নবিবর্জ্জিতা রমণীগণকে দর্শন করিতেছেন উহাঁরা এই বৃদ্ধ অন্ধরাজের পুত্রবধূ। উহাঁদের পতিপুত্রগণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। হে তপোধনগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট সবিস্তরে ইহাঁদিগের পরিচয় প্রদান করিলাম। মহামতি সঞ্জয় এই কথা কহিলে, তাপসগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পাণ্ডবগণের সৈন্যসমুদায় বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমের অবিদূরে উপবেশন করিল।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর অন্ধরাজ একে একে সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি ত ভ্রাতৃগণ ও পুরবাসীদিগের সহিত কুশলে অবস্থান করিতেছ? তোমার অনুজীবী, প্রজা, মন্ত্রী, ভৃত্য ও গুরুজনদিগের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই? তাঁহারা ত নির্ভয়ে তোমার অধিকারমধ্যে বাস করিতেছেন? তুমি ত পূর্ব্বতন ভূপতিদিগের পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াছ? অন্যায়লব্ধ ধন দ্বারা ত তোমার কোষ পরিপূরিত হয় নাই? তুমি ত কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিয়া থাক? ব্রাহ্মণগণ ত তোমার নিকট যথাবিধি দান গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হন? কি শত্রু, কি পৌরবর্গ, কি ভৃত্য, কি আত্মীয়স্বজন সকলেই ত তোমার চরিত্রদর্শনে প্রীত হইয়া থাকে? তুমি ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাক? তোমার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ত স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত রহিয়াছেন? তোমার রাজ্যে বালক বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ত অর্থের নিমিত্ত লালায়িত ও শোকাকুল হইতে হয় না? তোমার গৃহে কুলস্ত্রীগণ ত যথোচিত সংকৃত হইয়া থাকেন, আর তোমার রাজ্যাধিকার লাভ হওয়াতে আমাদের নিষ্কলঙ্ক রাজবংশের ত যশোহানি হয় নাই?

নীতিবিশারদ অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, বাক্যবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ!

আপনার প্রসাদে আমার সমুদায় বিষয়েই মঙ্গললাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার তপস্যা ও শমদমাদিগুণ ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে? আমার জননী কুন্তী ত আপনার শুশ্রূষায় অনুরক্ত হইয়া বনবাস-ক্লেশ সকল করিতে পারিবেন? শীতবাতবিশীর্ণা তপঃপরায়ণা জননী গান্ধারী ত পুত্রশোকে কাতর হইয়া আমাদিগকে অপরাধী জ্ঞান করেন না? মহাত্মা সঞ্জয় ত কুশলে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন? এক্ষণে মহাত্মা বিদুর কোথায়? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমাদের নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার পিতৃব্য অগাধবুদ্ধি বিদুর অনাহারে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কখন কখন তাঁহারে এই কাননের অতি নির্জ্জন-প্রদেশে দর্শন করিয়াথাকেন।

অন্ধরাজ এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে মলদিগ্ধাঙ্গ জটাধারী দিগম্বর মহাত্মা বিদুর সেই আশ্রমের অতিদূরে লক্ষিত হইলেন। ঐ মহাত্মা একবার আশ্রম দর্শন করিয়াই সহসা প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র সত্বরে একাকীই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ক্রমে ক্রমে নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ তদ্দর্শনে, "হে মহাত্মন্! আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির; আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি," বলিয়া মহাবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগাধবুদ্ধি মহাত্মা বিদুর সেই বিজন বিপিনে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট মহাত্মা ক্ষত্তার নিকট সমুপস্থিত হইয়া, "মহাশয়!

আমি আপনার প্রিয়তম যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আগমন করিয়াছি,” বলিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজকে সেই নির্জ্জনপ্রদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া যোগবলে তাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ, ও ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়সমুদায় সংযোজিত করিয়া তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার শরীর স্তব্ধলোচন ও বিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াই রহিল। ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ আপনারে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বেদব্যাসকথিত স্বীয় পুরাতন বৃত্তান্ত সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। অনন্তর তিনি বিদুরের দেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে,” মহারাজ! মহাত্মা বিদুর যতিধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন; অতএব আপনি উহাঁর দেহ দগ্ধ করিবেন না। উনি সন্তানিক নামক লোকসমুদায় লাভ করিতে পারিবেন। উহাঁর নিমিত্ত শোক করা আপনার কদাপি বিধেয় নহে।

ধর্ম্মরাজ এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিদুরের দেহ দগ্ধ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারশ্রবণে ভীমসেনপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য লোকসমুদায়ের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। অন্ধরাজ সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার প্রদত্ত জল ও ফলমূল গ্রহণ কর। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থান করে, তখন তাহারে সেই অবস্থানুরূপ অতিথিসৎকার করিতে হয়। অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া

ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অনুযাত্রিকদিগের সহিত তাঁহার প্রদত্ত ফল-মূল ভোজন ও জলপানপূর্ব্বক সে রাত্রি বৃক্ষমূলে অতিবাহিত করিলেন। ঐ রজনীতে আশ্রমবাসীদিগের সহিত পাণ্ডবগণের শাস্ত্রবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল। তাঁহারা মহামুল্য শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক জননীর চতুর্দ্দিকে ধরাশয্যায় শয়ন এবং ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় ফলমূলাদি দ্বারা আহারকার্য্য সম্পাদন করিয়া-ছিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে অন্তঃপুরকামিনী, ভৃত্য, পুরোহিত ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমসমুদায় অবলোকনে অভিলাষী হইয়া ইতস্তত পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন, মুনিগণ স্নানাহ্নিকক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক বেদীমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতেছেন। বেদীসমুদায় বানেয়, পুষ্প, ফলমূল ও আজ্যধূমে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মৃগগণ অশঙ্কিতচিত্তে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছে। ব্রাহ্মণগণের বেদাধ্যয়ন শব্দ, ময়ূরদিগের কেকারব, দাত্যূহদিগের কলরব, কোকিলগণের কুহূরব ও অন্যান্য পক্ষিগণের শ্রুতিসুখকর সুম-ধুর নিঃস্বনে আশ্রমমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাপসগণের নিমিত্ত সমানীত কাঞ্চনময় কলস, উড়ুম্বর, অজিন, মাল্য, স্রুক, স্রুব, কমণ্ডলু, স্থালী, লৌহপাত্র ও অন্যান্য নানাবিধ পাত্রসমুদায় তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে তাপস যাহা প্রার্থনা করিলেন, ধর্ম্মরাজ তাঁহারে তাহাই প্রদান করিলেন।

এই রূপে রাজা যুধিষ্ঠির আশ্রমের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণপূর্ব্বক বহুতর ধন দান করিয়া পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমাগত হইয়া দেখিলেন, অন্ধরাজ স্নানাহ্নিকক্রিয়া সমাপন করিয়া গান্ধারীর সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। মনস্বিনী কুন্তী শিষ্যার ন্যায় অতিবিনীতভাবে তাঁহাদিগের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে কুশাসনে সমাসীন হইলেন। কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র সেই আত্মীয়পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণসমাবৃত বৃহস্পতির ন্যায় অতি মনোহর শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর শতযূপপ্রভৃতি কুরুক্ষেত্রনিবাসী ঋষিগণ এবং শিষ্যসমবেত ভগবান্ বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইলেন। উহাঁরা উপস্থিত হইবামাত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনাদি সকলে গাত্রোত্থান করিয়া উহাঁদের অভিবাদন করিলেন। তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশপূর্ব্বক সমাগত ব্রাহ্মণগণকে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবেশন করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবগণ কুশাসনে সমাসীন হইলে, মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে ত নির্ব্বিঘ্নে তোমার তপোনুষ্ঠান হইতেছে? তখন ত তুমি বনবাসের সুখ অনুভব করিতেছ? আর ত এখন তোমার হৃদয়ে পুত্রশোক নাই? তোমার অন্তঃকরণে জ্ঞানসমুদায় ত নির্ম্মল রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে? তুমি ত দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে আরণ্য বিধির

অনুষ্ঠান করিতেছ? ধর্ম্মার্থতত্ত্বদর্শিনী দুর্য্যোধনজননী গান্ধারী ত আর শোকে অভিভূত হন না? যিনি গুরুজনের শুশ্রূষার নিমিত্ত পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দেবী কুন্তী ত অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া তোমাদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন? তুমি ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা করিয়াছ? ইহাঁদিগের আগমনে তোমার মন ত আহ্লাদিত হইতেছে? আর ত তোমার মনের মালিন্য নাই? এখন ত তুমি জ্ঞানলাভ করিয়া বিশুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়াছ? নির্ব্বৈর, সত্য ও অক্রোধ এই তিনটী সমুদায় প্রাণীর পক্ষেই হিতকর। তোমার ত ঐ তিন গুণের কোন ব্যাঘাত হয় নাই? এখন ত আর তোমার বনবাসজন্য কোন কষ্ট উপস্থিত হয় না? বন্য ফলমূল আহার ও উপবাস করা ত সহ্য হইয়াছে? সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ মহাত্মা বিদুর যে রূপে ধর্ম্মরাজের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তুমি অবগত হইয়াছ। মহাত্মা ধর্ম্মই মাণ্ডব্যশাপে নরকলেধর ধারণপূর্ব্বক বিদুররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দেবগণমধ্যে বৃহস্পতি ও অসুরগণমধ্যে শুক্রাচার্য্য যেরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন, তোমাদের মধ্যে মহাত্মা বিদুর ও তদ্রূপ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, মহর্ষি মাণ্ডব্য চিরসঞ্চিত তপোবল নষ্ট করিয়া ধর্ম্মকে শাপে অভিভূত করাতেই ঐ মহাত্মার জন্ম হয়। আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার আদেশানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে উহাঁরে উৎপন্ন করিয়াছিলাম। ঐ মহামতি তোমার ভ্রাতা। উহাঁর অসাধারণ ধ্যান ও মনের ধারণানিবন্ধন কবিগণ উহাঁরে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উনি সত্য, শান্তি, অহিংসা, দান ও দমগুণ দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐ অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা ধর্ম্ম যোগবলে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করিয়াছেন। অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী যেমন

ইহলোক ও পরলোকে বিদ্যমান আছেন, ধর্ম্মও তদ্রূপ উভয় লোকেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। উনি এই চরাচর বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপকলেবর সিদ্ধগণই উহাঁর দর্শনলাভে সমর্থ হন। যিনি ধর্ম্ম, তিনিই বিদুর এবং যিনি বিদুর, তিনিই যুধিষ্ঠির। এই সেই দেখ, সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ যুধিষ্ঠির তোমার নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। যোগবলসম্পন্ন ধীমান্ বিদুর উহাঁরে দর্শন করিয়া উহাঁর শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ঐ ধর্ম্মরাজ অচিরাৎ তোমারও মঙ্গলসাধন করিবেন। আমি কেবল তোমার সংশয়চ্ছেদনার্থ এক্ষণে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। পূর্ব্বে কোন মহর্ষি যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই, আমি স্বীয় তপোবল প্রভাবে সেই অদ্ভুত কার্য্য সমাধান করিব। অতঃপর আমার নিকট তোমার যে কোন বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিতে বাসনা হইবে, আমি নিশ্চয়ই তোমারে তাহা দর্শন বা শ্রবণ করাইব।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ।
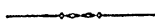
পুত্রদর্শনপর্ব্বাধ্যায়।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! এই রূপে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত অরণ্যবাস আশ্রয়, মহাত্মা বিদুর সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের দেহমধ্যে প্রবেশ ও পাণ্ডবগণ সেই ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে অবস্থান করিলে, ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে ধৃতরাষ্ট্র কিরূপ অদ্ভুত বিষয় দর্শন করাইলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরই বা সেই সমুদায় পুরবাসী ও সৈন্যসামন্তগণ-সমভিব্যাহারে তথায় কি রূপে কতদিন বাস করিলেন, এই সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনি ঐ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহার আশ্রমে বিবিধ পানীয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য পানভোজন করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই রূপে এক মাস অতীত হইলে, একদা ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় অন্ধরাজের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ তাঁহার যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক তাঁহারে উপবেশন করাইয়া আপনারাও উপবেশন করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ পর্ব্বতও দেবল এবং গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু, তুম্বুরু ও চিত্রসেন তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে পবিত্র আসন সমুদায় প্রদান করিলেন। মহর্ষিগণ যুধিষ্ঠি-

রের সৎকারলাভে পরিতুষ্ট হইয়া সেই সমুদায় আসনে উপবিষ্ট হইলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য কৌরববনিতাগণ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষিগণের দেবতা, অসুর ও পুরাতন মহর্ষিবিষয়ক বিবিধ ধর্ম্মকর্ত্তার আন্দোলন হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদিগের কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বেদব্যাস প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্চর্য্য দর্শন করাইবার মানসে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তোমার হৃদয়ের ভাব আমার অবিদিত নাই। তুমি গান্ধারীর সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছ এবং কুন্তী, দ্রৌপদীর ও সুভদ্রাও পুত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছেন। আমি তোমার পরিবারগণের সহিত একত্রবাসের কথা শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের সংশয় ছেদন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ কর। আজি এই দেবতা গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ আমার চিরসঞ্চিত তপোবল দর্শন করুন।

অগাধবুদ্ধি মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আজি আমি আপনাদিগের সমাগমলাভে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আজি আমার জীবন সফল হইল। আর আমার ইষ্ট গতিলাভে কিছুমাত্র সংশয় ও পরলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই। আজি আমি আপনাদিগকে দর্শন করিয়া পরম পবিত্র হইলাম। এক্ষণে কেবল সেই মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের কুব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার নিতান্ত দুঃখ হইতেছে। ঐ পাপাত্মা অকারণে এই নিরপরাধী পাণ্ডবগণকে ক্লেশপ্রদান এবং পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। মহাত্মা ভূপাল-

গণ তাহারই নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। হায়! আমার পুত্র পৌত্রগণের এবং যে সমুদায় বীর মিত্রের সাহায্যার্থ পিতা, মাতা ও পুত্রকলত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক পরিহার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কি গতি লাভ হইল! আমি মহাবলপরাক্রান্ত মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণকে স্মরণ করিয়া কোন রূপেই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার পুত্র পাপাত্মা দুর্য্যোধন রাজ্যলোভেই কুরুকুল ক্ষয় করিয়াছে। আমি ঐ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিবারাত্রি দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি। কোন রূপেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার শান্তিলাভের উপায় বিধান করুন।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ করুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে, গান্ধারী, কুন্তী, সুভদ্রা ও অন্যান্য বধূগণের শোক পুনর্ব্বার নূতন হইয়া উঠিল। তখন পুত্রশোকবিধুরা বদ্ধনয়না গান্ধারী কৃতাঞ্জলিপুটে শ্বশুর বেদব্যাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! অদ্য ষোড়শ বর্ষ হইল, অন্ধরাজের পুত্রগণ নিহত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি কোন রূপেই ইহাঁর শান্তি লাভ হইতেছে না। ইনি সর্ব্বদাই পুত্রশোকে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কখনই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন না। অতএব আপনি ইহাঁর সহিত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইয়া ইহাঁরে সুস্থ করুন। আপনি যখন তপোবলে নূতন লোক সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন, তখন এই অন্ধরাজের সহিত ইহাঁর পরলোকগত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইবেন, তাহা বিচিত্র কি। এই দেখুন, আপনার পুত্রবধূগণের প্রিয় পুত্রবধূ দ্রৌপদী সুভদ্রা পুত্রশোকে নিতান্ত হইয়াছেন। ভূরিশ্রবার ভার্য্যা পতিশোকে নিতান্ত অভি-

ভূত হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতেছেন। ইহাঁর শ্বশুর মহা-রাজ সোমদত্তও সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর আপনার যে এক শত পৌত্র সংগ্রামে নিহত হইয়াছে। এই দেখুন, তাহাদিগের বনিতাগণ হাহাকার শব্দে রোদন করিয়া পুনঃপুন আমার ও অন্ধরাজের পুত্রশোক পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। হায়! আমার সোমদত্ত প্রভৃতি যে শ্বশুরগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের কি গতি লাভ হই-য়াছে! যাহা হউক, এক্ষণে অন্ধরাজ, আমি ও কুন্তী আমরা আপনার প্রসাদে যাহাতে শোক হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

গান্ধারী ব্যাসের নিকট এই কথা কহিলে, কৃশাঙ্গী কুন্তী স্বীয় প্রচ্ছন্নজাত পুত্র কর্ণকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার ব্যাকুলভাব দর্শন করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তুমি আপনার অভি-প্রায় ব্যক্ত কর।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

তখন ভোজনন্দিনী কুন্তী পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অতি লজ্জিতভাবে বেদব্যাসকে প্রণতিপুরঃসর সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেবদেব ও আমার শ্বশুর; অতএব আপনার নি[illegible] আমি আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত যথার্থত প্রকাশ করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে একদা অতি-কোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভিক্ষার্থ আমার পিতার ভবনে সমু-পস্থিত হইলে, আমি পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহারে পরিতুষ্ট করিয়া-ছিলাম। তিনি ঐ সময় এমন অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন,

যাহাতে আমার কোপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কিন্তু আমি স্বীয় বিশুদ্ধচিত্ত প্রভাবে কিছুতেই রোষাবিষ্ট হই নাই। তখন সেই বরদাতা মুনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারে বারংবার বরগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বারংবার অনুরোধ করাতে আমি শাপভয়ে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলাম। তখন তিনি আমারে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ধর্ম্মের জননী হইবে এবং দেবগণের মধ্যে যাঁহারে আহ্বান করিবে, তিনিই তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। এই বলিয়া মহর্ষি তৎক্ষণাৎ তথায় অন্তর্হিত হইলেন। আমি তদ্দর্শনে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তদবধি সেই ঋষিবাক্য কখনই আমার মন হইতে অপনীত হয় নাই।

অনন্তর একদা আমি প্রাসাদোপরি আরোহণপূর্ব্বক নবোদিত ভাস্করকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র সেই ঋষিবাক্য আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন আমি বাল্যনিবন্ধন ঐ বাক্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সূর্য্যকে আহ্বান করিলাম। আমি আহ্বান করিবামাত্র ভগবান্ সহস্ররশ্মি স্বীয় দেহকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্তভূমিতে তাপপ্রদান করিতে লাগিলেন এবং অপরার্দ্ধ দ্বারা আমার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দিবাকরকে দেখিবামাত্র আমার কলেবর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বরাননে! বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহিলাম, ভগবন্! আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি অচিরাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করুন। আমি এই কথা কহিলে, তিনি আমারে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমারে অবশ্যই বরগ্রহণ করিতে হইবে। আমার আগমন কখনই নিরর্থক হইবে না। যদি তুমি বরগ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি

তোমারে এবং তোমার বরদাতা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ করিব। ভগবান্ ভাস্কর এই রূপে ভয়প্রদর্শন করিলে, আমি সেই নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কহিলাম, ভগবন্! যদি আপনি নিতান্তই আমারে বরপ্রদান করিবেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আপনার তুল্য পুত্রলাভ করিতে পারি। আমি এই কথা কহিবামাত্র দিবাকর স্বীয় তেজঃপ্রভাবে আমারে মুগ্ধ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরিশেষে "শোভনে! তুমি আমার অনুরূপ পুত্রলাভে সমর্থ হইবে" বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তিনি স্বর্গ গমন করিবার পর আমার এক সুকুমার নবকুমার জন্মিল। তখন আমি ঐ বৃত্তান্ত গোপন করিবার নিমিত্ত পিতার অন্তঃ পুরে আগমন করিয়া সেই গূঢ়োৎপন্ন পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করিলাম এবং অচিরাৎ সূর্য্যদেবের প্রভাবে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কন্যাকাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধসময়ে আমি সেই বৃত্তান্ত জ্ঞান থাকিয়া ও কেবল স্বীয় মূঢ়তানিবন্ধন সেই গূঢ়োৎপন্ন পুত্রকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহারে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে যাহা করিয়াছিলাম, সপাপই হউক, আর নিষ্পাপই হউক, এখানে আপনার নিকট উহা ব্যক্ত করিলাম। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি আমার ও নরপতির মনোগত ভাবসমুদায় অবগত আছেন; অতএব আমাদিগের উভয়ের পুত্র দর্শনবাসনা পরিপূর্ণ করেন।

কুন্তী দেবী এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শোভনে! তুমি যাহা কহিলে, সে সমুদায়ই সত্য। তুমি কন্যাকাবস্থায় সূর্য্যকে আহ্বান করিয়াছিলে বলিয়া তোমার ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র পাপ নাই। দেবতারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। উহাঁরা সংকল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ ও প্রীতি

উৎপাদন এই পাঁচ প্রকারেই পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন। তুমি মানুষী, অতএব দেবসম্পর্কে পুত্র উৎপন্ন করাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। এক্ষণে তুমি মনোদুঃখ দূর কর। বলবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমুদায় দ্রব্যই পথ্য, সমুদায় বস্তুই পবিত্র, সমুদায় কার্য্যই ধর্ম্ম্য এবং সমুদায় দ্রব্যই স্বকীয়।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস কুন্তীরে এই কথা কহিয়া গান্ধারীরে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অবিলম্বেই পুত্র, ভ্রাতা ওঅন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সন্দর্শন করিবে। কুন্তী কর্ণকে, সুভদ্রা অভিমন্যুরে এবং দ্রৌপদী পঞ্চপুত্র, পিতা ও ভ্রাতাদি-গকে দর্শন করিবেন। আমি পূর্ব্বেই পরলোকগত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎকার করাইতে বাসনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি, কুন্তী ও নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমারে ঐ বিষয়ে অনু-রোধ করাতে আমার সেই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। অতঃপর সেই সমরনিহত মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। উহাঁরা অবশ্যম্ভাবী দেবকার্য্যসাধনের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে সমুদায় বীর নিহত হইয়া-ছেন, উহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ কেহ অপ্সরা, কেহ কেহ পিশাচ, কেহ কেহ গুহ্যক, কেহ কেহ রাক্ষস, কেহ কেহ সিদ্ধ, কেহ কেহ দেবতা, কেহ কেহ দানব এবং কেহ কেহ বা দেবর্ষি। ধৃতরাষ্ট্রনামে যে গন্ধর্ব্বাধিপতি বিখ্যাত আছেন, তিনিই এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পতি হইয়াছেন। পাণ্ডুরাজ দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

বিদুর ও রাজা যুধিষ্ঠির ইহাঁরা উভয়ে ধর্ম্মের অংশ। দুর্য্যোধন কলি, শকুনি দ্বাপর, দুঃশাসনাদি তোমার অন্যান্য পুত্রগণ রাক্ষস, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন বায়ু, মহাত্মা ধনঞ্জয় পুরাতন ঋষি নর, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং সপ্ত মহারথীতে পরিবেষ্টন করিয়া যে মহাবীরকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু চন্দ্রস্বরূপ। মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের, দ্রৌপদীর সহোদর ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির, শিখণ্ডী রাক্ষসের, দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির, অশ্বত্থামা রুদ্রদেবের এবং গাঙ্গেয় ভীষ্ম বসুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই রূপে দেবগণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া স্বকার্য্যসাধনপূর্ব্বক পুনরায় স্বর্গলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। যাহা হউক, আজি আমি তোমাদিগের চিরসঞ্চিত মনোদুঃখ দূর করিব। এক্ষণে তোমরা সকলে ভাগীরথীতীরে গমন কর। সেই স্থানে সমরনিহত বন্ধুবান্ধবগণকে সন্দর্শন করিবে।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিবামাত্র তত্রত্য সকল লোকেই সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাভিমুখে ধাবমান হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ, অমাত্যগণ, মুনিগণ ও সমাগত গন্ধর্ব্বগণসমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই সমুদায় লোক ক্রমশ গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সস্ত্রীক হইয়া পাণ্ডব ও স্বীয় অনুচরগণের সহিত অভিলষিত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এই [illegible] তাঁহারা সকলে মৃত নরপতিদিগের দর্শনবাসনায় গঙ্গাতীরে অবস্থানপূর্ব্বক নিশাসমাগম প্রতীক্ষা করাতে সেই দিবাভাগ তাঁহাদিগের পক্ষে শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর ক্রমে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, তত্রত্য লোকসমুদায় সায়ংকালীন বিধি সমাপনপূর্ব্বক মহাত্মা ব্যাসদেবের নিকট সমুপস্থিত হইল। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমুদায় মহর্ষি ও পাণ্ডবগণের সহিত সমবেত হইয়া পবিত্রচিত্তে সেই গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলেন এবং গান্ধারী প্রভৃতি কৌরব-রমণীগণ ও অন্যান্য লোকসমুদায় তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বেদব্যাস ভাগীরথীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া সংগ্রামনিহত কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদায় ও নানাদেশ-নিবাসী ভূপালদিগকে আহ্বান করিবামাত্র সেই জলমধ্যে পূর্ব্ববৎ কুরুপাণ্ডবসৈন্যের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও তাঁহাদিগের সৈন্যসামন্ত-সমুদায়, পুত্র ও সৈন্যগণের সহিত মহারাজ বিরাট ও দ্রুপদ, দ্রৌপদীতনয়গণ, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, মহাবীর ঘটোৎকচ, কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, জরা-সন্ধপুত্র সহদেব, মহাবীর ভগদত্ত, জলসন্ধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব, অনুজের সহিত বৃষসেন, দুর্য্যোধনতনয় লক্ষণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র, শিখণ্ডীর পুত্রগণ, অনুজের সহিত ধৃষ্টকেতু, [illegible]চল, বৃষক, নিশাচর অলায়ুধ এবং মহারাজ সোমদত্ত ও চেকিতান প্রভৃতি বীরসমুদায় সমুজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে বীরের যেরূপ বেশ যেরূপ ধ্বজ ও যেরূপ বাহন ছিল, তৎকালে তাহার কিছুই বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না।

ঐ সময় তাঁহারা সকলেই নিরহঙ্কার, নির্ব্বৈর ও নির্ম্মৎসর হইয়া দিব্য বস্ত্র, দিব্য কুণ্ডল ও দিব্য মাল্য ধারণপূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগের নিকট গান ও বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল।

তখন সত্যবতীপুত্র মহাত্মা বেদব্যাস তপোবলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন। অন্ধরাজ কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রভাবে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া পরমাহ্লাদে পুত্রগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পতিপরায়ণা গান্ধারী সংগ্রামনিহত পুত্রগণ ও অন্যান্য বীরসমুদায়কে দর্শন করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তত্রত্য অন্যান্য লোকসমুদায় সেই অচিন্তনীয় লোমহর্ষণ অদ্ভুত কাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া অনিমেষলোচনে অবস্থান করিতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর সেই নিষ্পাপ ক্রোধমাৎসর্য্যবিহীন কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদায় দেবগণের ন্যায় পুলকিতচিত্তে পরস্পর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পুত্র পিতা মাতার সহিত, ভার্য্যা পতির সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত ও সখা সখার সহিত মিলিত হইল। পাণ্ডবগণ মহা ধনুর্দ্ধর কর্ণ, অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়গণের সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে পরস্পর সুহৃদ্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যোধগণ মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদে বৈরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর সুহৃদ্ভাব অবলম্বন করিয়া অগাধ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এই রূপে কৌরব ও অন্যান্য ভূপালগণ স্ব স্ব পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সমবেত হইয়া স্বর্গবাসী রাজাদিগের ন্যায় পরম সুখে সে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। ঐ

রজনীতে তথায় শোক, ভয়, ত্রাস, অসন্তোষ ও অযশের লেশ-মাত্রও ছিল না। সমাগত রমণীগণ স্ব স্ব পিতা, ভ্রাতা ও পতির সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, সমাগত বীরগণ স্ব স্ব পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ বেদব্যাসও তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে গমনে অনুমতি করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব রথধ্বজের সহিত ভাগীরথীর সলিলে অব-গাহনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া কেহ কেহ দেবলোক, কেহ কেহ ব্রহ্ম-লোক, কেহ কেহ বরুণলোক, কেহ কেহ কুবেরলোক ও কেহ কেহ সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। রাক্ষস ও পিশাচদিগের মধ্যে কেহ কেহ উত্তরকুরুতে এবং কেহ কেহ অন্যান্য স্থানে প্রস্থান করিল।

এই রূপে সেই বীরসমুদায় অদৃশ্য হইলে, কুরুকুলহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস বিধবা রমণীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সীমন্তিনীগণ! তোমাদের মধ্যে যাঁহার যাঁহার পতি-লোকলাভে বাসনা আছে, তাঁহারা অবিলম্বে এই জাহ্নবীজলে অবগাহন করুন। বেদব্যাস এই কথা কহিবামাত্র পতিব্রতা কৌরবকামিনীগণ সেই গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া অচিরাৎ মানুষ দেহ হইতে মুক্তিলাভ ও দিব্য মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্যে বিভূষিত হইয়া বিমানারোহণে পতিলোকে প্রস্থান করিলেন। উহাঁরা পরলোকে গমন করিলে তত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে যাহা প্রার্থনা করিলেন, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহারে তাহাই প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই নিহত ভূপতি-দিগের পুনরাগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নানা দেশস্থ মানবগণের

আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই প্রিয়সমাগমবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি উভয় লোকেই প্রিয়বস্তু সমুদায় লাভ করিয়া বান্ধবগণের সহিত সুস্থশরীরে পরম সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। যে মহাত্মা অন্যকে ইহা শ্রবণ করান, তাঁহার ইহলোকে যশ ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। মানবগণ স্বাধ্যায়সম্পন্ন, তপোনুষ্ঠাননিরত, দমগুণান্বিত, সদাচার, দানশীল, সরলস্বভাব, শুচি, হিংসাবিহীন, সত্যপরায়ণ, আস্তিক ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিলে, নিঃসন্দেহই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষিগণ! মহারাজ জনমেজয় এই রূপে বৈশম্পায়নের মুখে দুর্য্যোধনাদির পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার বাক্যশ্রবণে আমার পরম পরিতোষ হইল। এক্ষণে আমার মনে এই সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে যে, আমার পূর্ব্বপিতামহ দুর্য্যোধনাদি মহাত্মারা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি রূপে সেই শরীরে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিলেন?

মহারাজ জনমেজয় এই কথা কহিলে, মহাপ্রভাবসম্পন্ন ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ! ভোগব্যতীত কখনই কর্ম্মসমুদায়ের বিনাশ হয় না। কর্ম্মপ্রভাবেই লোকের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শরীর যে সমুদায় মহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তৎসমুদায়ে পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকে বলিয়া দেহ নাশ হইলেও তাহাদের নাশ হয় না। লোকে পূর্ব্বতন

অদৃষ্টপ্রভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, নিশ্চয়ই যথাকালে উহার ফল উৎপন্ন হয়। আত্মা সেই কর্ম্ম ও মহাভূত সমুদায়ে লিপ্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করেন। আত্মার নাশ নাই এবং উনি মহাভূতসমুদায়কেও কখন পরিত্যাগ করেন না। লোকের যে পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারে পূর্ব্বতন রূপ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়; কর্ম্মক্ষয় হইলেই তাহার রূপের অন্যথা হইয়া থাকে। লোকে পরলোকে আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া পুনরায় যখন ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তৎকালে উহার রূপের পরিবর্ত্ত হয় বটে; কিন্তু যখন তাহার সেই শরীর পূর্ব্বতন শরীরের মহাভূত সমুদায় দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তখন ঐ শরীর যে সেই পূর্ব্বতন শরীর, তাহার আর সন্দেহ নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বচ্ছেদনসময়ে এই শ্রুত্যনুযায়ী বাক্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে যে, জন্তুগণ লোকান্তরে গমন করিলেও উহাদের প্রাণ ও শরীর উহাদিগকে পরিত্যাগ করে না। আর তুমিও যজ্ঞভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করিয়াছ যে, পশুগণ যজ্ঞে নিহত হইয়া দেবতাদিগের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করে। তুমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, তোমার হিতার্থী দেবগণ যজ্ঞস্থলে আগমনপূর্ব্বক নিহত পশুদিগকে স্বর্গে নীত করিয়াছেন। যখন পঞ্চভূত ও আত্মা নিত্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তখন লোকের শরীর অনিত্য হইবে কেন? যাহারা মোহবশত আত্মা নানাশরীর পরিগ্রহ করেন বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারাই আত্মীয়বিয়োগে বালকের ন্যায় রোদন করিয়া থাকে। যাঁহারা সংযোগ ও বিয়োগ এই উভয়কে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই সংযোগজনিত সুখ ও বিয়োগজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না

জীবাত্মা কেবল অভিমাননিবন্ধন পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন না। উনি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিপ্রভাবে মোহ হইতে বিমুক্ত হইলেই পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া থাকেন। ফলত মনুষ্যের শরীর ও আত্মা উভয়ই অবিনশ্বর। লোকে যে শরীর পরিগ্রহ করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারে সেই শরীরেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। সে মন দ্বারা মানসিক ও শরীর দ্বারা শারীরিক কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাত্মা বিদুর স্বীয় তপোবলে সিদ্ধিলাভ ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদবলে আত্মতুল্য রূপসম্পন্ন স্বীয় পুত্রগণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। কুরুরাজ জন্মান্ধত্বনিবন্ধন পূর্ব্বে কখনই পুত্রগণকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, তৎকালে কেবল মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহেই উহাঁর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ হইল। ঐ সময় ঐ মহর্ষির প্রভাবে অন্ধরাজের রাজধর্ম্ম, বেদ, উপনিষৎ ও বুদ্ধিনিশ্চয়বিষয়ে বিলক্ষণ অধিকার হইয়াছিল।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা বৈশম্পায়ন এই কথা কহিলে, মহারাজ জনমেজয় তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার মুখে মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রভাব শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলাম। এক্ষণে যদি বরদাতা মহর্ষি বেদব্যাস আমারে আমার পিতার রূপ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত উপকৃত ও কৃতার্থ হই এবং আপনার বাক্যেও আমার সমধিক আস্থা জন্মে। অতঃপর ঐ মহর্ষির প্রসাদবলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক।

মহারাজ! জনমেজয় এই কথা কহিবামাত্র তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বয়োরূপ-সম্পন্ন অমাত্যগণপরিবৃত রাজা পরীক্ষিতকে এবং মহাত্মা শমীক ও তাঁহার পুত্র শৃঙ্গীরে পরলোক হইতে তথায় সমানীত করিলেন। তদ্দর্শনে জনমেজয়ের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া পিতারে যজ্ঞান্ত স্নান করাইয়া স্বয়ং স্নান সমাপনপূর্ব্বক জরৎকারুপুত্র আস্তীককে কহিলেন, ভগবন্! এই যজ্ঞস্থলে শোকনাশন পিতা সমুপস্থিত হওয়াতে আমার এই যজ্ঞ অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে।

তখন আস্তীক কহিলেন, মহারাজ! যাঁহার যজ্ঞে মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বয়ং সমুপস্থিত থাকেন, ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই তাঁহার হস্তগত হয়। এক্ষণে তুমি বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিপুল ধর্ম্মলাভ করিলে, তোমার প্রভাবে সর্পসমুদায় ভস্মসাৎ হইল এবং তোমার সত্যবাক্যনিবন্ধন তক্ষক কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিল। এক্ষণে মহৎসংসর্গনিবন্ধন তোমার মনের সংশয় দূরীভুত হইয়াছে। তুমি ঋষিগণের যথোচিত পূজা করিয়াছ। চরমে নিশ্চয়ই তোমার পিতার সালোক্য লাভ হইবে। অতঃপর যাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ও সদ্ব্যবহারনিরত এবং যাঁহাদিগকে দর্শন করিলে পাপ বিনাশ হয়, তুমি তাঁহাদিগকে নমস্কার কর।

মহাত্মা আস্তীক এই কথা কহিলে রাজা জনমেজয় তাঁহারে যথোচিত সম্মান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর পরীক্ষিতনন্দন ধৃতরাষ্ট্রাদির বনবাসের শেষ বৃত্তান্ত শ্রবণে অভিলাষী হইয়া বৈশম্পায়নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও রাজা যুধিষ্ঠির ইহাঁরা উভয়ে পুত্র-পৌত্রাদিকে দর্শন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া শোকশূন্য হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। তখন ঋষিগণ ও অন্যান্য লোক-সমুদায় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হই-লেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণও স্ব স্ব পত্নী ও পরিমিত সৈন্য সমভি-ব্যাহারে পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করিলেন। ঐ সময় ত্রিলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কৌরবেন্দ্র! তুমি বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষিদিগের নিকট বিবিধ বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে আর শোকে সমা-ক্রান্ত হইও না। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখন স্বীয় দুরদৃষ্টনিবন্ধন ব্যথিত হন না। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট দেবরহস্য সমুদায় শ্রবণ করিয়াছ [illegible] এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরশায়ী পুত্রগণকে শুভগতি লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে দেখিলে। অতঃপর ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পত্নী, সুহৃদ্গণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যগমনে অনুমতি কর। উহাঁরা সকলেই তোমার অনু-মতি প্রতীক্ষা করিতেছেন। এক মাসের অধিক কাল অতীত

হইল, উহাঁরা এই তপোবনে অবস্থান করিতেছেন। আর অধিক দিন এখানে অবস্থান করা উহাঁদের কর্ত্তব্য নহে। রাজ্য বিবিধ বিঘ্নের আস্পদ, অতএব নিয়ত যত্নপূর্ব্বক উহা রক্ষা করা উহাঁদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অমিতপরাক্রম মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গল লাভ হউক। তোমার অনুগ্রহে আমার শোকসন্তাপ সমুদায় দুরীভুত হইয়াছে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, যেন আমি তোমা-দিগের সহিত হস্তিনানগরে অবস্থান করিতেছি। তুমি আমার পুত্রের কার্য্য করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হই-য়াছি। এক্ষণে আর আমার শোকের লেশ মাত্র নাই। অতঃপর তুমি অচিরাৎ হস্তিনানগরে গমন কর। আর বিলম্ব করিও না। তোমারে দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন আমার তপস্যার ব্যাঘাত হইতেছে। আমি কেবল তোমার দর্শনে একালপর্য্যন্ত এই তপঃ-কৃশ শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছি শীর্ণপত্রজীবিনী কুন্তী ও গান্ধা-রীও আর অধিক কাল ইহলোকে অবস্থান করিবেন না। মহর্ষি বেদব্যাসের প্রভাব ও তোমার সমাগমে আমি পরলোকগত দুর্য্যোধনাদিরে দর্শন করিলাম। আর আমার জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। অতঃপর আমি তোমার আদেশানুসারে ঘোরতর তপস্যা অবলম্বন করিব। এক্ষণে তোমাতে আমাদিগের পিণ্ড, কীর্ত্তি ও কুল প্রতিষ্ঠিত রহিল। তুমি কল্যই হউক বা অদ্যই হউক, হস্তিনানগরে গমন কর। আর বিলম্ব করিও না। তুমি অনেক বার রাজনীতি শ্রবণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তোমারে আর কিছু উপদেশ প্রদান করিতে হইবে না।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! আমি নিরপরাধী, আপনি আমারে পরিত্যাগ করিবেন না। এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণ ও অনুচরগণ হস্তিনানগরে গমন করুন। আমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আপনার ও জননীদ্বয়ের শুশ্রূষা করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, গান্ধারী তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! অমন কথা কহিও না। তুমি কৌরবদিগের বংশধর ও আমার শ্বশুরের জলপিণ্ডস্থল। তুমি একালপর্য্যন্ত আমাদিগের যথেষ্ট সেবা করিলে, এক্ষণে অচিরাৎ রাজধানীতে গমন কর। রাজার বচন রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অন্ধরাজমহিষী গান্ধারী এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় বাষ্পাকুলিত নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিয়া, কুন্তীরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! রাজা ও যশস্বিনী গান্ধারী আমারে রাজধানীগমনে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমি আপনার একান্ত অনুগত; আপনারে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে গমন করিব। আপনার তপোবিঘ্ন করিতেও আমার বাসনা নাই। তপস্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। তপস্যা দ্বারা অতি মহৎ ফল লাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্যভোগে অভিলাষ নাই। আমার মন সম্পূর্ণভাবে তপস্যায় অনুরক্ত হইয়াছে। বিশেষত এই পৃথিবী লোকশূন্য হওয়াতে আর উহার প্রতিপালনে আমার কিছুতেই উৎসাহ হইতেছে না। আমাদিগের বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, আর তাদৃশ সৈন্যসামন্তও নাই। পাঞ্চালগণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। উহাদের বংশ রক্ষা করে, এমন আর কেহই নাই। দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গনে উহাদিগকে নিঃশেষিতপ্রায় করিলে, যাহারা অবশিষ্ট ছিল, আচার্য্যতনয় রজনীযোগে তাহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছেন। চেদি ও মৎস্য-

বংশও নিঃশেষ হইয়াছে। এক্ষণে কেবল বাসুদেবের প্রভাবে একমাত্র বৃষ্ণিবংশই অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া কেবল ধর্ম্মসাধনার্থই রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিতে আমার বাসনা হয়। এক্ষণে আপনি নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের সকলকে দর্শন করুন। সকলের সহিত আর আপনার দর্শন লাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন হইবে। জ্যেষ্ঠতাত এক্ষণে আপনাদের সহিত ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবেন।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবাহু সহদেব বাষ্পাকুললোচনে তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি ত কোন ক্রমে মাতারে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। অতএব আপনি অবিলম্বেই রাজধানীতে গমন করুন; আমি এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক রাজা ও মাতৃদ্বয়ের পদসেবা এবং ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিশুষ্ক করি। সহদেব বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার বাক্যানুসারে হস্তিনানগরে গমন কর। তোমাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হউক এবং তোমরা পরম সুখে অবস্থান কর। তোমরা এ স্থলে অবস্থান করিলে আমাদিগের তপস্যার ব্যাঘাত হইবে, তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হওয়াতে আমার উৎকৃষ্ট তপস্যা ক্রমশ ক্ষীণ হইতেছে। আমাদিগের পরলোকগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই; অতএব তুমি এক্ষণে রাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হও। মনস্বিনী কুন্তী এইরূপে বহুবিধ সান্ত্বনা করিলে, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরের চিত্ত স্থির হইল। তখন পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়া অন্ধরাজের চরণ বন্দনপূর্ব্বক অনুনয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

মহারাজ! আপনি যখন আমাদিগকে অনুজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমরা অবশ্যই আহ্লাদসহকারে নগরে প্রতিগমন করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ তাঁহারে অভিনন্দন, ভীমসেনকে সান্ত্বনা এবং অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে অচিরাৎ হস্তিনায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ গান্ধারী ও কুন্তীরে অভিবাদন এবং তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার প্রদক্ষিণ ও নিরীক্ষণ করিয়া হস্তিনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্রৌপদীপ্রভৃতি কৌরবপত্নীগণ শ্বশ্রূদ্বয় ও শ্বশুরের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ও কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণসমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় উষ্ট্রের চীৎকারধ্বনি ও অশ্বের হ্রেষারবে আশ্রমমণ্ডল পরিপূরিত হইল এবং সারথিগণ "অশ্বযোজনা কর, অশ্বযোজনা কর" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় পত্নী এবং সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সবান্ধবে নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় হস্তিনানগরে আগমন করিলেন।

পুত্রদর্শনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

নারদাগমনপর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর দুই বৎসর অতীত হইলে একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহারে আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! বহুদিনের পর আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইল। আপনি কোন্ কোন্ দেশ দর্শন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনিই আমাদিগের পরম গতি। অতএব আজ্ঞা করুন, আমারে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি বহুকালের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এরূপ বিবেচনা করিও না। আমি ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে তোমাদিগকে দর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আমি গঙ্গা ও অন্যান্য তীর্থসমুদায় দর্শন করিয়া তপোবন হইতে আগমন করিতেছি।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! গঙ্গাতীরনিবাসী মহাত্মারা আমার নিকট আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের কঠোর

তপোনুষ্ঠানের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এক্ষণে তিনি, জননী গান্ধারী ও কুন্তী এবং সূতপুত্র সঞ্জয় ইহাঁরা সকলে কি রূপে কালহরণ করিতেছেন, আপনার মুখে তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যদি আপনার সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সংবাদ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে যে যে বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিহোত্র, পুরোহিত এবং গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের সহিত কুরুক্ষেত্র হইতে গঙ্গাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর তপস্যা করাতে অন্ধরাজের শরীর অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট হইল। মহর্ষিগণ তাঁহারে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। গান্ধারী কেবল জলমাত্র পান করিয়া এবং কুন্তী এক মাসের পর এক দিন ও সঞ্জয় পাঁচ দিনের পর এক দিন মাত্র ভোজন করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। যাজকেরাও বিধি-পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই রূপে ছয়মাস অতীত হইলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কাননাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সঞ্জয় অন্ধরাজের এবং তোমার জননী কুন্তী গান্ধারীর চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের সমভি-ব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অন্ধরাজ গঙ্গা-সলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতে-ছেন, এমন সময়ে দাবানল প্রচণ্ড বায়ুসহযোগে ভীষণ রূপে

প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় বন দগ্ধ করিতে লাগিল। মৃগযূথ ও সর্প-সমুদায় সেই তীব্র দহনে দগ্ধদেহ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং বরাহগণ নিতান্ত তাপিত হইয়া জলাশয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী অনাহার-নিবন্ধন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছিলেন বলিয়া, কোন ক্রমেই তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক সেই বিষম বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে দাবানল তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইল। তখন অন্ধরাজ সঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সূতনন্দন! তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা কর; আমরা এই অনলেই জীবন পরিত্যাগ করিয়া, পরম গতি লাভ করিব।

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই বৃথাগ্নি দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলে, আপনার সদ্গতিলাভের সম্ভাবনা নাই; আর এই অনল হইতে আপনার পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, অবিলম্বে তাহা কীর্ত্তন করুন।

তখন অন্ধরাজ পুনরায় তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! যখন আমরা গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন এই দাবানলে প্রাণত্যাগ করিলে, কখনই আমাদিগের অসদ্গতি হইবে না। বিশেষত জল, বায়ু বা অনলসহযোগে অথবা প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা তাপসগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে পলায়ন কর। এই বলিয়া কৌরবনাথ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্ব্বাস্য হইয়া অনন্য-মনে উপবেশন করিলেন। তখন সঞ্জয় তাঁহার সেই অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহারে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আত্মসংযম করিতে কহি-

লেন। অন্ধরাজও সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত আত্মসংযম করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রিয়রোধনিবন্ধন তাঁহাদিগের শরীর কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল। অনন্তর তাঁহারা তিন জনেই সেই দাবানলে সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় অতিকষ্টে সেই অনল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গঙ্গা-কূলে মহর্ষিগণের নিকট আগমন ও সেই বৃত্তান্ত নির্দ্দেশপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় আমি সেই তাপসগণের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। সঞ্জয়ের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবা-মাত্র তোমাদিগকে উহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে যাত্রা করিলাম। আগমনসময়ে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর কলেবর আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাপসেরা সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া অন্ধরাজের এবং কুন্তী ও গান্ধারীর পরলোকগমনের বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদের সদ্গতিলাভে শঙ্কা করিয়া কিছুমাত্র শোক করেন নাই। আমি তাঁহাদের মুখেও উহাঁদের মৃত্যুবৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়াছি। যখন সেই কৌরবনাথ, গান্ধারী ও কুন্তী স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক অনলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করা কদাপি বিধেয় নহে।

দেবর্ষি নারদ এই রূপে ধৃতরাষ্ট্রাদির পরলোক বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, মহাত্মা পাণ্ডবগণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ সময়ে অন্তঃপুরে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল; পুরবাসিগণ হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাত্মা যুধি-ষ্ঠির মাতারে স্মরণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আমারে ধিক্! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর সেই পুরবাসী ও অন্যান্য লোকসমুদায়ের রোদনধ্বনি উপরত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাবেগ সংবরণ করিয়া দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা জীবিত থাকিতেও যে তপোনুষ্ঠাননিরত মহাত্মা অন্ধরাজ অনাথের ন্যায় অরণ্যমধ্যে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, ইহার পর আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যখন প্রবলপ্রতাপশালী অন্ধরাজকেও দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বুঝিলাম, পুরুষদিগের গতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। হায়! যে মহাত্মার মহাবলপরাক্রান্ত এক শত পুত্র ছিল। যিনি অযুতনাগতুল্য পরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহারেও এক্ষণে দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল। পূর্ব্বে পরমসুন্দরী রমণীগণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া যাঁহারে তালবৃন্ত বীজন করিত, আজি তিনি দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে গৃধ্রগণ তাঁহারে পুচ্ছ দ্বারা বীজিত করিতেছে। যিনি সূত ও মাগধগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন, আজি এই নরাধমের কার্য্যদোষে তাঁহারে ধরাশয্যা আশ্রয় করিতে হইয়াছে। আমি পুত্রবিহীনা জননী গান্ধারীর নিমিত্ত অনুতাপ করি না। তিনি পতির অনুগামিনী হইয়া ভর্ত্তৃলোক লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল যিনি পুত্রগণের এই সুসমৃদ্ধ রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া বনগামিনী হইয়াছিলেন, সেই জননী কুন্তীরে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। আমাদিগের রাজ্য, বল, পরাক্রম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে ধিক্! আমরা জীবন্মৃত। হায়! কালের গতি

অতিশয় সূক্ষ্ম। দেখুন, মনস্বিনী কুন্তী যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের জননী হইয়াও রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অনাথার ন্যায় দাবানলে দগ্ধ হইলেন। আমি তাঁহারে স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। অর্জ্জুন অনর্থক খাণ্ডববন প্রদান করিয়া অনলের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, হুতাশনের তুল্য অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন আর কেহই নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণবেশে অর্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে তিনি কি রূপে তাহার জননীরে দগ্ধ করিলেন? হুতাশনকে ও অর্জ্জুনের সত্যপ্রতিজ্ঞায় ধিক্! অন্ধরাজ বৃথানলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। হায়! সেই মহাবনে তপোনুষ্ঠাননিরত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রপূত পবিত্র অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার বৃথানলে মৃত্যু হইল কেন? বোধ করি, যখন দাবানল আমার জননীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছিল, তখন তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া "হা ধর্ম্মরাজ! হা ভীমসেন! তোমরা শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় পুত্র অপেক্ষা সহদেবের প্রতি সমধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু সেও এক্ষণে তাঁহারে অনল হইতে রক্ষা করিল না। ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত শোকাকুল হইয়া যুগান্তকালীন প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই ক্রন্দনকোলাহলে প্রাসাদসমুদায় প্রতিধ্বনিত ও আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

পাণ্ডবগণ এইরূপ শোকাকুল হইলে, তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র বৃথানলে দগ্ধ হন নাই। আমি গাঙ্গাতীর-নিবাসী মহর্ষিগণের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, অন্ধরাজ গঙ্গাদ্বার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরণ্যপ্রবেশকালে যজ্ঞসম্পাদনপূর্ব্বক যজ্ঞীয় অনল পরিত্যাগ করিলে, যাজকেরা সেই অনল নির্জ্জন বনে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই অনল বর্দ্ধিত হওয়াতে তদ্দ্বারা সমুদায় বন দগ্ধ হইয়া যায়। আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র সেই স্বীয় যজ্ঞানলে দগ্ধ হইয়া ইহ-লোক পরিহারপূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়াছেন। তুমি আর তাঁহার নিমিত্ত শোক করিও না। তোমার জননী কুন্তীও গুরু-শুশ্রূষানিবন্ধন সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগত হইয়া তাঁহাদিগের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদন কর।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ, অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণ ও রাজ ভক্তিপরায়ণ পুরবাসিগণের সহিত একবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভাগীরথীতীরে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই গঙ্গার পবিত্র জলে অবগাহনপূর্ব্বক যুযুৎসুরে অগ্রসর করিয়া শাস্ত্রানুসারে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর তর্পণ-ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাঁহারা সকলে তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নগরের বহি

র্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধিজ্ঞ মানবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুহৃদ্গণ! তোমরা গঙ্গাদ্বারের সন্নিহিত কাননে সমুপস্থিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় সম্পাদন কর। এই বলিয়া তিনি আত্মীয়গণকে গঙ্গাদ্বারে প্রেরণপূর্ব্বক স্বয়ং নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে একাদশ দিন অতীত হইল। দ্বাদশ দিনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পবিত্র হইয়া বিধিপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে সুবর্ণ, রজত, গাভী ও মহামূল্য শয্যাসমুদায় এবং গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তীর নামোল্লেখপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বস্তুসমুদায় প্রদান করিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ শয্যা, খাদ্যদ্রব্য, মণি, রত্ন, যান, আচ্ছাদন ও সমলঙ্কৃত দাসীপ্রভৃতি যাহা যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ জননী কুন্তী ও গান্ধারীর উদ্দেশে তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় প্রদান করিলেন। অনন্তর দানক্রিয়া সমাপন হইলে ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে যে সমুদায় লোক গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়াছিল, তাহারা ধৃতরাষ্ট্রাদির অস্থিসমুদায় গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপপূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন ও নরপতির নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। এই রূপে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইলে, দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির মাতা জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিধননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এই রূপে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাবসানে সমর-

নিহতপুত্র জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগের উদ্দেশে বিবিধ বস্তু দান করিয়া পঞ্চদশ বৎসর নগরে ও তিন বৎসর বনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

নারদাগমনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

মৌসলপর্ব্ব।

মৌসলপর্ব্বাধ্যায়।
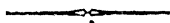
প্রথম অধ্যায়।

[নারায়ণ], নরত্তোম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া [জয় উ]চ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ বিবিধ দুর্নিমিত্তসমুদায় দর্শন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে কর্করমিশ্রিত নির্ঘাতবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পক্ষিগণ দক্ষিণাবর্ত্তমণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আকাশে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহানদীসমুদায় স্রোতোবিহীন ও দিক্‌সমুদায় নীহারজালে সমাচ্ছন্ন হইল। অঙ্গারসমাযুক্ত উল্কাসকল গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যকিরণ ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইল। উদয়কালে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সূর্য্যমণ্ডলে কবন্ধসমুদায় লক্ষিত হইতে লাগিল এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিধিমণ্ডল শ্যাম, অরুণ ও ধূষর এই ত্রিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হওয়াতে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন সেই সমুদায় ও অন্যান্য বিবিধপ্রকার দুর্লক্ষণদর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগের আর পরিসীমা রহিল না। কিয়দ্দিন পরে তিনি শুনিলেন, বৃষ্ণিবংশ মুসলপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। বলদেব ও বাসুদেব উভয়েই

ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! ব্রাহ্মশাপে বৃষ্ণিবংশ ত একবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উপায় কি? যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, অন্যান্য পাণ্ডবগণ ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন। শার্ঙ্গপাণি বাসুদেবের মৃত্যু সমুদ্রশোষের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা সকলেই শোকে একান্ত অভিভূত ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বিষণ্ণবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা বাসুদেব বিদ্যমান থাকিতে মহারথ অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয়েরা কি নিমিত্ত নিহত হইল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-লাভের পর ষট্ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, বৃষ্ণিবংশমধ্যে কালপ্রভাবে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা সেই দুর্নীতিনিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের বিনাশসাধন করেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় মহাবীরগণ তৎকালে কাহার শাপে কালকবলে নিপতিত হইলেন, তাহা আপনি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও তপোধন নারদ দ্বারকানগরে গমন করেন। সারণপ্রভৃতি কতিপয় মহাবীর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকবশত শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! ইনি অমিতপরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন।

সারণপ্রভৃতি বীরগণ এই কথা কহিলে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগকে প্রতারিত বিবেচনা করিয়া রোষভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দুর্ব্বৃত্তগণ! এই বাসুদেবতনয় শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশবিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুসল প্রসব করিবে। ঐ মুসলপ্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন যদু-বংশের আর সকলেই এককালে উৎসন্ন হইবে। মহাত্মা বলদেব যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইবেন এবং বাসুদেব ভূতলে শয়ন করিয়া জরানামক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া পরলোকে গমন করিবেন। মুনিগণ রোষারুণনেত্রে সারণাদিকে এই কথা কহিয়া, হৃষীকেশের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহাদিগের নিকট ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে কহিলেন যে, মুনিগণ যাহা কহিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহা ঘটিবে। এই কথা কহিয়া, তিনি সেই শাপনিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট না হইয়া পুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর পরদিন প্রভাতে শাম্ব বৃষ্ণ্যন্ধককুলনাশক এক ঘোর-তর মুসল প্রসব করিলেন। ঐ মুসল প্রসূত হইবামাত্র নরপতি-সন্নিধানে সমানীত হইল। তখন তিনি রাজপুরুষগণ দ্বারা সেই মুসল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। ঐ সময় আহুক, জনার্দ্দন, বলদেব ও বভ্রুর বাক্যানুসারে নগরমধ্যে এই ঘোষণা হইল যে, আজি অবধি নগরমধ্যে কোন ব্যক্তি সুরা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যে কেহ আমাদের অজ্ঞাতসারে সুরা প্রস্তুত করিবে, তাহারে সবান্ধবে শূলে আরোপিত করা যাইবে। এইরূপ ঘোষণা হইলে নগরবাসী লোকসমুদায় সেই শাসন শিরোধার্য্য করিয়া সুরা প্রস্তুতকরণে এককালে বিরত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ এই রূপে সাবধান হইয়া অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতশিরা বিকটাকার কালপুরুষ প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের গৃহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোন কোন সময়ে ঐ পুরুষকে দেখিতে পাইতেন এবং কখন কখন তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেন। ঐ পুরুষ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই তাঁহারা তাঁহার প্রতি অসংখ্য শরনিক্ষেপ করিতেন; কিন্তু কোন রূপেই তাঁহারে বিদ্ধ করিতে পারিতেন না। অনন্তর দিনে দিনে সেই নগরমধ্যে যদুবংশের বিনাশসূচক ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথিমধ্যে অসংখ্য মূষিক ও ভগ্ন মৃৎপাত্রসমুদায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। রাত্রিযোগে মূষিকেরা গৃহমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের কেশ ও নখ ছেদন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল। গৃহসারিকাগণ দিবারাত্রি অপ্রীতিকর শব্দে রোদন করিতে লাগিল। সারসেরা উলূকের ন্যায় ও ছাগগণ শৃগালের ন্যায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কালপ্রেরিত রক্তপাদ পাণ্ডুবর্ণ কপোতগণ সতত যাদবদিগের গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং গাবীর গর্ভে রাসভ, অশ্বতরীর গর্ভে করভ, কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল ও নকুলীর গর্ভে মূষিক উদ্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সময় কৃষ্ণ ও বলদেব ব্যতীত যদুবংশীয় আর সকলেই ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃগণের দ্বেষ এবং লজ্জাভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গুরুজনকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন।

পত্নীগণ পতিসংসর্গ ও পতিগণ পত্নীসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যাজক কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত হুতাশন নীল, লোহিত ও হরিদ্বর্ণ শিখা প্রকটিত করিয়া বামভাগে প্রবণ হইতে লাগিলেন। সূর্য্যকে প্রতিদিন উদয় ও অস্তগমনসময়ে কবন্ধগণে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পাকশালামধ্যে সুসংস্কৃত অন্নসমুদায় আহার করিবার সময় তন্মধ্যে সহস্র সহস্র কীট লক্ষিত হইতে লাগিল। মহাত্মাদিগের জয় ও পুণ্যাহবাক্য কীর্ত্তন করিবার সময় অসংখ্য লোক সেই স্থান দিয়া ধাবমান হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু কেহই কাহারও দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল না। যাদবগণ সকলেই নক্ষত্রসমুদায়কে পরস্পর নিপীড়িত দর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বীয় জন্মনক্ষত্র কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহাদিগের গৃহমধ্যে পাঞ্চজন্য নিনাদিত হইলে, চতুর্দ্দিকে রাসভগণ ভয়ঙ্করশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

ঐ সময় একদা ত্রয়োদশীতে অমাবস্যার সংযোগ হইলে মহাত্মা বাসুদেব উহা নিতান্ত দুর্লক্ষণ বিবেচনা করিয়া বৃষ্ণিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! ভারতযুদ্ধকালে রাহু যেরূপ দিনে দিবাকরকে গ্রাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদিগের ক্ষয়ের নিমিত্ত সেইরূপ দিন সমুপস্থিত হইয়াছে। তিনি তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এত দিনের পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইল। পূর্ব্বে গান্ধারী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। সৈন্যসমুদায় ব্যূহিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্তদর্শনে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ঘটনা দর্শন করিতেছি।

মহাত্মা মধুসূদন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া যদুকুল ধ্বংস করিবার বাসনায় বৃষ্ণিগণকে প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তখন বৃষ্ণিগণও বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে সকলকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে হইবে বলিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় প্রতিদিন রজনীযোগে বৃষ্ণিবংশীয়-দিগের দুঃস্বপ্ন দর্শন হইতে লাগিল। কামিনীগণ নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে লাগিলেন যেন, এক শুভ্রদশনা কৃষ্ণবর্ণা রমণী হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের মঙ্গলসূত্র অপহরণপূর্ব্বক ধাবমান হই-তেছে এবং পুরুষগণ দেখিতে লাগিলেন যেন, ভয়ঙ্কর গৃধ্রগণ অগ্নিহোত্র গৃহ ও বাসগৃহমধ্যে তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। এইরূপ দুঃস্বপ্নদর্শনে তাঁহাদের চিন্তার আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর ভীষণাকার রাক্ষসগণ তাঁহাদিগের অলঙ্কার, ছত্র, ধ্বজ ও কবচসমুদায় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বাসু-দেবের অগ্নিদত্ত বজ্রতুল্য চক্র সকলের সমক্ষেই আকাশে গমন করিল। উহাঁর অশ্বসমুদায় দারুকের সমক্ষেই আদিত্যবর্ণ রথ লইয়া সাগরের উপরিভাগ দিয়া প্রস্থান করিল এবং অপ্সরোগণ বলদেবের তালধ্বজ ও বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ অপহরণপূর্ব্বক দিবা-রাত্রি যাদবগণকে তীর্থযাত্রা করিতে আদেশ করিতে লাগিল।

এইরূপ দুর্নিমিত্তসমুদায় উপস্থিত হইলে, বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয় বীরগণ সকলেই সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ, পানীয় ও মদ্যমাংস প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী অসংখ্য সৈন্যে

পরিবৃত হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সৈন্যসমুদায়ের শোভার আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক স্ত্রীগণের সহিত অনবরত পানভোজন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় যোগবিদ্ অর্থতত্ত্ববিশারদ মহাত্মা উদ্ধব যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে অবস্থিত অবগত হইয়া, তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব কালবিপর্য্যয় নিবন্ধন তাঁহারে নিবারণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে অভিবাদন করিলেন। মহাত্মা উদ্ধব বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপে সম্মানিত হইয়া, তেজ দ্বারা শূন্যমার্গ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মহারথ যাদবগণ কালের বশীভুত হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমাহৃত অন্নসমুদায় সুরামিশ্রিত করিয়া বানরদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে প্রভাসতীর্থ নট, নর্ত্তক ও মত্ত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য তুরীশব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বলদেব, সাত্যকি, গদ, বভ্রু ও কৃতবর্ম্মা বাসুদেবের সমক্ষেই সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সাত্যকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মত্ত হইয়া কৃতবর্ম্মারে উপহাস ও অবমাননা করিয়া কহিলেন, হার্দ্দিক্য! ক্ষত্রিয়মধ্যে কেহই এরূপ নির্দ্দয় নাই যে, নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, যাদবগণ কখনই তাহা সহ্য করিবেন না। সাত্যকি এই কথা কহিলে, মহারথ প্রদ্যুম্নও কৃতবর্ম্মারে অবজ্ঞা করিয়া সাত্যকির বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা অতিশয়

ক্রুদ্ধ হইয়া, বামহস্ত সঞ্চালন দ্বারা সাত্যকির ঐ বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শৈনেয়! মহারাজ ভূরিশ্রবা ছিন্নবাহু হইয়া সংগ্রামে প্রায়োপবেশন করিলে, যখন তুমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছ, তখন তোমার তুল্য নৃশংস আর কেহই নাই। কৃতবর্ম্মা এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহার বাক্যশ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সাত্যকি স্যমন্তকমণির অপহরণবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া, কৃতবর্ম্মা অক্রূর দ্বারা যে রূপে মহারাজ সত্রাজিতের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সত্রাজিতের দুহিতা সত্যভামা সাত্যকির মুখে সেই পিতৃবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র কোপাবিষ্টচিত্তে রোদন করিতে করিতে বাসুদেবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহার কোপানল উদ্দীপিত করিলেন। তখন সাত্যকি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সত্যভামারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, আজি ঐ পাপপরায়ণ কৃতবর্ম্মারে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর পথের পথিক করিব। পূর্ব্বে এই দুরাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামারে সহায় করিয়া শিবিরমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে নিহত করিয়াছিল। সেই পাপে আজি ইহার আয়ু ও যশ নিঃশেষিত হইয়াছে।

মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া বাসুদেবের সমক্ষেই খড়্গ দ্বারা কৃতবর্ম্মার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক অন্যান্য বীরগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহারে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ধাবমান হইলেন। ঐ সময় সেই মদমত্ত ভোজ ও অন্ধকবংশীয়গণ কালপ্রভাবে বিমোহিত হইয়া সাত্যকিরে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব কালের গতি বিবে-

চনা করিয়া তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া উচ্ছিষ্টপাত্র দ্বারা সাত্যকিরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর সাত্যকি এই রূপে ভোজ ও অন্ধকগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে, রুক্মিণীনন্দন মহারথ প্রদ্যুম্ন যুযুধানের পরিত্রাণার্থ সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক ভোজদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক অন্ধকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ভোজ ও অন্ধকদিগের সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া মহাবীর প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি তাঁহাদিগকে কোন ক্রমে পরাজয় করিতে পারিলেন না। ঐ বীরদ্বয় কিয়ৎক্ষণমাত্র সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে বাসুদেবের সমক্ষেই সেই ভোজ ও অন্ধকগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব স্বীয় পুত্র প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিরে বিনষ্ট দেখিয়া কোপাবিষ্টচিত্তে একমুষ্টি এরকা গ্রহণ করিলেন। বাসুদেব এরকামুষ্টি গ্রহণ করিবামাত্র উহা মুসলরূপে পরিণত হইল। তখন তিনি তদ্দ্বারা সম্মুখবর্ত্তী ভোজ ও অন্ধকগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অন্ধক, ভোজ, শৈনেয় ও বৃষ্ণিগণও কালবশত পরস্পর সেই এরকাঘাতে বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া একটীমাত্র এরকা গ্রহণ করিলেও উহা বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলত ঐ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রহ্মশাপপ্রভাবে মুসলরূপে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সময় বীরগণ কোপাবিষ্ট হইয়া যে সকল এরকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদায়ই মুসল ও বজ্রস্বরূপ হইয়া অভেদ্য পদার্থ ভেদ করিতে লাগিল। পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতারে বিনাশ করিতে আরম্ভ

করিলেন। কুকুর ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ মত্ত হইয়া অনলে নিপতিত পতঙ্গের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তথা হইতে পলায়ন করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন কালের গতি পরিজ্ঞাত হইয়া মুসলীভুত এরকা গ্রহণপূর্ব্বক সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমক্ষেই এরকাঘাতে শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ ও গদের প্রাণবিয়োগ হইল। তখন তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু দর্শন করিয়া, কোপাবিষ্টচিত্তে তত্রত্য সমুদায় বীরের প্রাণসংহার করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বভ্রু ও দারুক মহামতি মধুসূদনের সমীপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা সেই বীরসমুদায়কে নিহত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, জনার্দ্দন! এক্ষণে ত আপনি অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করি-লেন। অতঃপর চলুন, আমরা তিন জনে মহাত্মা বলভদ্রের নিকট গমন করি।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহাত্মা বভ্রু ও দারুক এই কথা কহিলে, মহামতি বাসুদেব তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অমিতপরাক্রম বলভদ্রের উদ্দেশে গমন করিয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, ঐ মহাবীর অতি নির্জ্জন প্রদেশে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতেছেন। মহাত্মা হৃষীকেশ বলভদ্রকে তদবস্থ দেখিয়া দারুককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সারথে! তুমি সত্বর হস্তিনানগরে গমন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট যাদবদিগের বিনাশ-বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন কর। তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে দ্বার-কায় আগমন করিবেন। বাসুদেব এইরূপ আদেশ করিলে, দারুক

অবিলম্বে রথারোহণে কৌরবরাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহাত্মা কেশব সমীপস্থিত বভ্রুরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি অবিলম্বে অন্তঃপুরকামিনীগণের রক্ষার্থ গমন কর। দস্যুগণ যেন ধনলোভে তাহাদিগকে হিংসা না করে। মহাবীর বভ্রু ঐ সময় মদমত্ত ও জ্ঞাতিবধনিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জনার্দ্দনের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছিলেন। মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিবামাত্র তিনি যেমন স্ত্রীগণের রক্ষণার্থ ধাবমান হইলেন, অমনি সেই ব্রহ্মশাপসম্ভূত মুসল এক ব্যাধের লৌহময় মুদ্গারে আবির্ভূত ও তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ বভ্রুরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় অগ্রজ বলদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আমি যে কালপর্য্যন্ত কাহারও প্রতি স্ত্রীগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া প্রত্যাগমন না করি, সেই কালপর্য্যন্ত আপনি এই স্থানে আমার প্রতীক্ষা করুন। এই কথা কহিয়া বাসুদেব অচিরাৎ নগরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পিতারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যে পর্য্যন্ত ধনঞ্জয় এখানে আগমন না করেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি অন্তঃপুরস্থ কামিনীদিগকে রক্ষা করুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেব বনমধ্যে আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব আমি এক্ষণে তাঁহার নিকট চলিলাম। পূর্ব্বে আমি কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে কৌরব ও অন্যান্য নরপতিগণের নিধন দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে আবার আমারে যদুবংশের নিধনও প্রত্যক্ষ করিতে হইল। আজি যাদবগণের বিরহে এই পুরী আমার চক্ষুর শল্যস্বরূপ বোধ হইতেছে। অতএব আমি অচিরাৎ বনগমন করিয়া, বলদেবের সহিত তীব্রতর তপোনুষ্ঠান করি।

মহামতি বাসুদেক এই কথা কহিয়া, পিতার চরণবন্দনপূর্ব্বক

অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইবামাত্র অন্তঃপুরমধ্যে বালক ও বনিতাদিগের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তখন ধীমান্ বাসুদেব অবলাগণের রোদনশব্দ শ্রবণে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে সীমন্তিনীগণ! মহাত্মা ধনঞ্জয় এই নগরে আগমন করিতেছেন, তিনি তোমাদিগের দুঃখমোচন করিবেন। অতএব তোমরা আর রোদন করিও না। এই কথা কহিয়া মহামতি মধুসূদন অবিলম্বে নির্জ্জন বনপ্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, বলদেব যোগাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে। ঐ সর্পের মস্তক সহস্রসংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ। সর্প দেখিতে দেখিতে বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন সাগর, দিব্য নদীসমুদায়, জলাধিপতি বরুণ এবং কর্কোটক, বাসুকি, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজা, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্ম্মুখ ও অম্বরীষপ্রভৃতি নাগগণ সেই সর্পকে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই সর্প বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইলে, তাঁহার দেহ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইল। তখন সর্ব্বজ্ঞ দিব্যচক্ষু ভগবান্ বাসুদেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেহত্যাগ করিলেন বিবেচনা করিয়া, চিন্তাকুলিতচিত্তে সেই বিজন বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভূতলে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় পূর্ব্বে গান্ধারী তাঁহারে যাহা কহিয়াছিলেন এবং তিনি উচ্ছিষ্ট পায়স পদতলে লিপ্ত না করাতে দুর্ব্বাসা যে সমুদায় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি নারদ, দুর্ব্বাসা ও কণ্বের বাক্য প্রতি-

পালন, তাঁহার স্বর্গগমনবিষয়ে দেবতাদিগের সন্দেহভঞ্জন ও ত্রিলোকপালন করিবার নিমিত্ত তাঁহারে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ও মহাযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। ঐ সময় জরানামক ব্যাধ মৃগ-বিনাশবাসনায় সেই স্থানে সমাগত হইয়া দূর হইতে যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকনপূর্ব্বক মৃগ জ্ঞান করিয়া, তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহা দ্বারা হৃষীকে-শের পদতল বিদ্ধ হইল। তখন সেই ব্যাধ মৃগগ্রহণবাসনায় সত্বরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেকবাহুসম্পন্ন পীতাম্বরধারী যোগাসনে শয়ান পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র আপনারে অপরাধী বিবেচনা করিয়া, শঙ্কিতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহারে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ নির্গত হইলেন; তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদের কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও সাধ্যগণ তাঁহার যথোচিত পূজা করিতে লাগিলেন; মুনিগণ ঋগ্বেদপাঠ ও গন্ধর্ব্বগণ সংগীত দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহার অভিনন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

এ দিকে কৃষ্ণসারথি দারুক হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট যদুকুলের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে পাণ্ডবগণ উহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। তখন বাসুদেবের প্রিয়সখা মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক মাতুল বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দারুকের সহিত দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ নগরী অনাথা রমণীর ন্যায় নিতান্ত হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় বাসুদেবের অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ তাঁহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন; তাঁহারা অর্জ্জুনকে দর্শন করিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের যে ষোড়শসহস্র মহিষী ছিলেন, তাঁহারা অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পতিপুত্রবিহীনা রমণীগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণে অর্জ্জুনের নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হওয়াতে তিনি তৎকালে কিছুমাত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় সেই বীরশূন্য দ্বারকাপুরীরে বৈতরণী নদীর ন্যায় তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। তিনি বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকে উহার জল, অশ্বসমুদায়কে মৎস্য, রথসমুদায়কে উড়ুপ, বাদিত্র ও রথনির্ঘোষকে তরঙ্গ, গৃহসোপানসমুদায়কে মহাহ্রদ, রত্নসমুদায়কে শৈবাল, পথসমুদায়কে আবর্ত্ত, চত্বরসমুদায়কে স্তিমিত হ্রদ এবং বলদেব ও বাসুদেবকে মহানক্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি

সেই দ্বারকাপুরী ও বাসুদেবের বনিতাদিগকে হেমন্তকালীন নলিনীর ন্যায় নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট ও প্রভাশূন্য দর্শন করিয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন বাসুদেবমহিষী সত্যভামা, রুক্মিণী ও অন্যান্য রমণীগণ অর্জ্জুনের নিকট বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন এবং তৎপরে তাঁহারে ধরাতল হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক কাঞ্চনময় পীঠে উপবেশন করাইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা অর্জ্জুন মনে মনে বাসুদেবের স্তব করিয়া স্ত্রীগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা বসুদেব পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহারে তদবস্থ দেখিয়া ধনঞ্জয়ের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি বাষ্পপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে করিতে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। মহাত্মা বসুদেব ভাগিনেয় অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া নিতান্ত দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহারে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও বান্ধবগণের নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে কহিলেন, ধনঞ্জয়! যাহারা অসংখ্য ভূপতি ও দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিল, আজি আমি তাহাদিগকে না দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছি! তুমি যে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিরে প্রিয় শিষ্য বলিয়া সর্ব্বদা প্রশংসা করিতে এবং যাহারা বৃষ্ণিবংশের অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত ও বাসুদেবের নিতান্ত প্রিয়পাত্র

ছিল। এক্ষণে তাহাদিগেরই দুর্নীতিনিবন্ধন এই যদুকুলের ক্ষয় হইয়াছে। অথবা উহাদের এ বিষয়ে দোষ কি ? ব্রহ্মশাপই ইহার মূল কারণ। পূর্ব্বে যে কৃষ্ণ মহাবলপরাক্রান্ত কেশী, কংস, শিশুপাল, নিষাদরাজ একলব্য, কাশিরাজ, কালিঙ্গগণ, মাগধগণ, গান্ধারগণ এবং প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্ব্বতীয় ভূপালগণকে নিহত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিও এই যদুকুল ক্ষয় হইতে দেখিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তুমি, দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমারা সকলেই যাহারে সনাতন দেবদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাক, তিনি এক্ষণে স্বচক্ষে জ্ঞাতিবধ প্রত্যক্ষ করিয়া উপেক্ষা করিলেন। বোধ হয়, গান্ধারী ও ঋষিগণের বাক্য অন্যথা করিতে তাঁহার বাসনা হয় নাই। তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হইলে, তিনিই তাঁহার জীবন দান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্বীয় পরিজনদিগকে রক্ষা করিতে তাঁহার বাসনা হইল না। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, সখা ও ভ্রাতৃগণ সকলে নিহত হইলে তিনি আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আজি এই যদুকুল একেবারে নিঃশেষিত হইল। আমার প্রিয়সখা অর্জ্জুন দ্বারকায় আগমন করিলে আপনি তাঁহার নিকট এই কুলক্ষয়ের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিবেন। আমি অর্জ্জুনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছি। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলে কখনই হস্তিনায় অবস্থান করিতে পারিবেন না। অর্জ্জুনের সহিত আমার কিছু মাত্র প্রভেদ নাই ; অতএব ঐ মহাত্মা এ স্থানে আগমন করিয়া যাহা কহিবেন, আপনি অবিচারিতচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহা দ্বারাই আপনার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন এবং এই বালক ও রমণীগণের রক্ষা হইবে।

তিনি এই স্থান হইতে প্রতিগমন করিবামাত্র এই অসংখ্য প্রাচীর ও অট্টালিকাসম্পন্ন দ্বারকাপুরী সমুদ্রজলে প্লাবিত হইয়া যাইবে। আমি এক্ষণে বলদেবের সহিত কোন পবিত্র স্থানে সমুপস্থিত হইয়া কালপ্রতীক্ষায় অবস্থান করিব।”

অচিন্ত্য-পরাক্রম মহাত্মা হৃষীকেশ এই বলিয়া আমারে বালকগণের সহিত এই স্থানে রাখিয়া যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কিছুই বলিতে পারি না। আমি নিতান্ত শোকাকুল হইয়া দিবারাত্রি বলদেব, বাসুদেব ও জ্ঞাতিগণকে স্মরণ পূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতেছি। আর আমার জীবন ধারণ ও ভোজন করিতে প্রবৃত্তি নাই। এক্ষণে সৌভাগ্য বশত তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইল। অতএব তুমি অবিলম্বে বাসুদেবের বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এক্ষণে এই রাজ্য, স্ত্রী ও রত্নসমুদায় তোমারই অধিকৃত হইল। আমি অচিরাৎ তোমার সমক্ষেই প্রাণ ত্যাগ করিব।

সপ্তম অধ্যায়।

মহাত্মা বসুদেব এই কথা কহিলে, শত্রুতাপন মহাবীর ধনঞ্জয় একান্ত বিমনায়মান হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মাতুল! আমি কোন ক্রমেই এই কেশব ও অন্যান্য বীরগণ-পরিশূন্য রাজধানী দর্শনে সমর্থ হইতেছি না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও আমি আমরা সকলেই একাত্মা। এই যদুকুলক্ষয় শ্রবণ করিলে আমার ন্যায় তাঁহাদেরও যাহার পর নাই ক্লেশ হইবে। এক্ষণে মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রস্থানসময় সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আর এ স্থানে অধিক দিন অবস্থান করা আমার উচিত নহে। আমি

অচিরাৎ বৃষ্ণিবংশীয় বালক ও বনিতাদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। মহাবীর ধনঞ্জয় মাতুলকে এই কথা কহিয়া দারুককে সম্বোধন করিলেন, দারুক! আমি বৃষ্ণিবংশীয় অমাত্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি, অতএব তুমি সত্বরে আমারে তাঁহাদের নিকট লইয়া চল। এই কথা কহিয়া তিনি দারুকের সহিত মহারথ যাদবগণের নিমিত্ত শোক করিতে করিতে তাঁহাদের সভায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি তথায় আসন পরিগ্রহ করিলে, অমাত্যগণ, প্রকৃতিমণ্ডল এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই দীনচিত্ত মৃতকল্প ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ! আমি ও অন্ধকদিগের পরিবারদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র এই নগরে রাজা হইয়া তোমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। এই নগর অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে যান ও রত্নসমুদায় সুসজ্জিত কর। সপ্তম দিবসে সূর্য্যোদয়সময়ে আমাদিগকে এই নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে হইবে। অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র সুসজ্জিত হও।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, তাঁহারা সকলেই সত্বরে সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া কৃষ্ণের গৃহে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে প্রবলপ্রতাপ মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনশব্দ সমুত্থিত হইয়া সমুদায় পুরী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। কামিনীগণ মাল্য ও আভরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক আলুলায়িতকেশে বক্ষঃস্থলে করাঘাত

করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই বসুদেবের মৃতদেহ বহুমূল্য নরযানে আরোপিত করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। দ্বারকাবাসিগণ দুঃখশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভৃত্যগণ শ্বেতচ্ছত্র ও রাজকগণ প্রদীপ্ত পাবক লইয়া সেই শিবিকাযানের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা নামে বসুদেবের পত্নীচতুষ্টয় তাঁহার সহমৃতা হইবার মানসে দিব্য অলঙ্কারে বিভুষিত ও অসংখ্য কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ঐ সময় জীবদ্দশায় যে স্থান বসুদেবের মনোরম ছিল, বান্ধবগণ সেই স্থানে তাঁহারে উপনীত করিয়া তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার দেবকীপ্রভৃতি পত্নীচতুষ্টয় তাঁহারে প্রজ্বলিত চিতাতে আরোপিত দেখিয়া তদুপরি সমারূঢ় হইলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা পত্নী-সমবেত বসুদেবের দাহকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই প্রজ্বলিত চিতানলের শব্দ সামবেত্তাদিগের বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য মানবগণের রোদনধ্বনিপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই স্থান প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি বজ্রপ্রভৃতি যদু-বংশীয় কুমারগণ ও কামিনীগণের সহিত সমবেত হইয়া বসুদেবের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

এই রূপে বসুদেবের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদিত হইলে, পরমধার্ম্মিক ধনঞ্জয় যে স্থলে বৃষ্ণিবংশীয়েরা বিনষ্ট হইয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মুসল-নিহত বৃষ্ণিগণকে নিপতিত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি জ্যেষ্ঠতানুসারে তাঁহাদিগের

সকলের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অন্বেষণ দ্বারা বলদেব ও বাসুদেবের শরীরদ্বয় আহরণ পূর্ব্বক চিতানলে ভস্মসাৎ করিলেন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এই রূপে শাস্ত্রানুসারে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিয়া সপ্তম দিবসে রথারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন বৃষ্ণিবংশীয় কামিনীগণ শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্ব, গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রসমাযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্য, অশ্বারোহী ও রথীগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় অর্জ্জুনের আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ, বালক ও কামিনীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ পর্ব্বতাকার গজসমুদায়ে আরোহণপূর্ব্বক ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বালকগণ বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র পত্নী ও পৌত্র বজ্রকে অগ্রসর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের যে কত অনাথা কামিনী পার্থের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। এই রূপে মহারথ অর্জ্জুন সেই যদুবংশীয় অসংখ্য লোক সমভিব্যাহারে দ্বারকা নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

দ্বারকাবাসী লোকসমুদায় নগর হইতে নির্গত হইলে পর মহাত্মা অর্জ্জুন উহঁাদের সহিত ঐ বিবিধ রত্নপরিপূর্ণ নগরের যে যে অংশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, সেই সেই অংশ অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। তখন দ্বারকাবাসী লোকসমুদায় সেই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া "দৈবের কি আশ্চর্য্য ঘটনা" এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতপদে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সেই যদুবংশীয় কামিনীগণ

ও অন্যান্য যোধগণসমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে নদীতীর, রমণীয় কানন ও পর্ব্বতপ্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পঞ্চনদ দেশে সমুপস্থিত হইয়া পশু ও ধান্যপরিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করিলেন। ঐ স্থানে দস্যুগণ ধনঞ্জয় একাকী সেই অনাথা যদুকুলকামিনীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, অর্থলোভে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাসনা করিয়া পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিল যে, ধনঞ্জয় একাকী কতকগুলি বৃদ্ধ, বালক ও বনিতাসমভিব্যাহারে গমন করিতেছে। উহার অনুগামী যোধগণেরও তাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব চল, আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের ধনরত্নসমুদায় অপহরণ করি। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই দস্যুগণ লগুড়হস্তে সিংহনাদশব্দে দ্বারকাবাসী লোকদিগকে বিত্রাসিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অনুচরগণের সহিত তাহাদের অভিমুখীন হইয়া হাস্যবদনে তাহাদিগকে কহিলেন, দস্যুগণ! যদি তোমাদিগের জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ প্রতিনিবৃত্ত হও, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই শরনিকর দ্বারা তোমাদিগকে নিহত করিব। পাণ্ডুনন্দন এই রূপে তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিলেও তাহারা তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া দ্বারকাবাসী লোকদিগকে আক্রমণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রোষভরে স্বীয় গাণ্ডীব শরাসনে জ্যারোপণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তৎকালে ঐ কার্য্য তাঁহার নিতান্ত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি অতিকষ্টে সেই শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া দিব্যাস্ত্রসমুদায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ সময় কোন ক্রমে সেই অস্ত্রসমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। তখন তিনি স্বীয় ভুজবীর্য্যের হানি ও

দিব্যাস্ত্রসমুদায়ের অস্মরণনিবন্ধন নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। ঐ সময় বৃষ্ণিবংশীয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী যোধগণও সেই দস্যুগণকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না। দস্যুগণ যে দিকে গমন করিতে লাগিল, মহাবীর অর্জ্জুন যত্নপূর্ব্বক সেই দিক্ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর দস্যুগণ সৈন্যগণের সমক্ষেই অবলাদিগকে অপহরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন বৃষ্ণিবংশীয়দিগের ভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া তূণীর হইতে শরসমুদায় নিষ্কাশন পূর্ব্বক দস্যুগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অক্ষয় তূণীরের মধ্যস্থ বাণসমুদায়ও ক্ষণকালের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। শরসমুদায় নিঃশেষ হইলে, পাণ্ডুনন্দন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা দস্যুগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিরাকৃত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সেই দস্যুগণ তাঁহার সম্মুখ হইতেই বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্র, ভুজবীর্য্য ও তূণীরস্থ শরসমুদায়ের ক্ষয়নিবন্ধন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া দৈবদুর্ব্বিপাক স্মরণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি সেই হতাবশিষ্ট কামিনীগণ ও রত্নরাশিসমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া হার্দ্দিক্যতনয় ও ভোজ কুলকামিনীগণকে মার্ত্তিকাবত নগরে, অবশিষ্ট বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সাত্যকিপুত্রকে সরস্বতীনগরীতে

সন্নিবেশিত করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের প্রতি সমর্পিত হইল। ঐ সময় অক্রূরের পত্নীগণ প্রব্রজ্যাগ্রহণে উদ্যত হইলে, বজ্র বারংবার তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ববতী ইহাঁরা সকলে হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামাপ্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপস্যা করিবার মানসে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজন পূর্ব্বক হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপগ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় দ্বারকাবাসী লোকদিগকে যথোপযুক্ত স্থানবিভাগ প্রদান করিয়া বজ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

এই রূপে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহাত্মা ধনঞ্জয়, বেদব্যাসের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া "মহর্ষে! আমি অর্জ্জুন আপনার নিকট আগমন করিয়াছি" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহর্ষি পাণ্ডুনন্দনকে অবলোকনপূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহারে একান্ত দুঃখিত ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস! কেহ কি তোমার গাত্রে নখ, কেশ বস্ত্রাঞ্চল বা কুম্ভমুখস্থিত সলিল প্রক্ষেপ করিয়াছে? তুমি কি রজস্বলাগমন বা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? যুদ্ধে কি তোমারে কেহ পরাজয় করিয়াছে? আজি তোমারে এমন শ্রীবিহীন দেখিতেছি কেন? তুমি ত কাহারও নিকট কখন পরাজিত হও নাই। যাহা হউক, যদি

প্রকাশ করিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আজি তোমার এরূপ শ্রীভ্রংশ হইয়াছে, তাহা অবিলম্বে কীর্ত্তন কর।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! সেই নবজলধরসদৃশ নীল-কলেবর পঙ্কজলোচন পীতাম্বর ও বলদেব উভয়েই কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশে যে সকল মহাত্মারা সিংহতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত ছিলেন, ব্রহ্মশাপনিবন্ধন প্রভাসে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মুসলীভূত-এরকাপ্রহার পূর্ব্বক পঞ্চত্ব পাপ্ত হইয়াছেন। কালের কি আশ্চর্য্য গতি, যাঁহারা পূর্ব্বে অনায়াসে গদা, পরিঘ ও শক্তির প্রহার সহ্য করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা সামান্য তৃণপ্রহারে নিহত হইলেন। এই রূপে সর্ব্বসমেত পাঁচলক্ষ লোক বিনষ্ট হইয়াছে। আর আমি বারংবার সেই প্রবলপ্রতাপ যদুবংশীয়দিগের বিশেষতঃ যশস্বী কৃষ্ণের বিনাশবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। মহাত্মা বাসুদেবের বিনাশ, সমুদ্রশোষ, পর্ব্বতসঞ্চলন, আকাশপতন এবং অগ্নির শৈত্যভাবের ন্যায় নিতান্ত অবিশ্বাস বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে বাসুদেব ব্যতীত আর ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে আমার বাসনা নাই। হে তপোধন! আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা অপেক্ষাও ক্লেশকর আর একটী বিষয় চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এক্ষণে আমি সেই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদুবংশ ক্ষয় হইবার পর আমি দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক তথা হইতে যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়া আগমন করিতেছিলাম। পঞ্চনদদেশের দস্যুগণ আমারে আক্রমণ করিয়া আমার সমক্ষেই অসংখ্য কামিনীরে অপহরণ করিয়াছে। তৎকালে আমি গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়াও তাহাদিগকে পরাস্ত

করিতে পারিলাম না। ঐ সময় আমার পূর্ব্বের ন্যায় বাহুবল রহিল না। আমি দিব্যাস্ত্রসমুদায় এককালে বিস্মৃত হইলাম; ক্ষণকালের মধ্যে আমার তূণীরস্থিত শরসমুদায় নিঃশেষিত হইল এবং যে শঙ্খচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ পীতাম্বর পুরুষ, আমার রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইয়া শত্রুসৈন্যসমুদায়কে দগ্ধ করিতেন, আমি আর তাঁহারে দেখিতে পাইলাম না। ঐ মহাপুরুষ পূর্ব্বে অরাতিসৈন্যগণকে দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে ঐ মহাত্মার অদর্শনে আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি এবং আমার সর্ব্বশরীর ঘূর্ণিত হই-তেছে। এক্ষণে কিছুতেই আমি শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। সেই বীরবর জনার্দ্দন ব্যতিরেকে আর ক্ষণকাল আমার জীবিত থাকিবার বাসনা নাই। নারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া অবধি আমার দিক্সকল শূন্যময় বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমি বীর্য্যবিহীন ও শূন্যহৃদয় হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছি। অতএব অতঃপর আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পার্থ! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহা-রথগণ ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হইয়াছে; অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ঐ বীরগণের নিধন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মহাত্মা বাসুদেব উহা নিবারণে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি মনে করিলে মহর্ষিশাপখণ্ডনের কথা দূরে থাকুক, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারকেও অন্যরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারেন। সেই পুরুষ [illegible] কেবল পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবার নিমিত্তই বসুদেবের গৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও তোমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন তোমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করি-

তেন। এক্ষণে পৃথিবীর ভারাবতরণ করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তুমিও ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের সাহায্যে গুরুতর দেবকার্য্য সংসাধন করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইয়াছ। অতএব অতঃপর ইহলোক হইতে প্রস্থান করাই তোমাদিগের শ্রেয়ঃ। লোকের মঙ্গললাভের সময় সমুপস্থিত হইলেই সুবুদ্ধি, তেজ ও অনাগত দর্শন প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে; আবার অমঙ্গল সময় হইলেই তৎসমুদায়ের ক্ষয় হইয়া যায়। ফলতঃ কালই জগতের বীজস্বরূপ। কালপ্রভাবেই সমুদায় সমুৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে। কালই বলবান্ হইয়া আবার দুর্ব্বল এবং ঈশ্বর হইয়াও আবার অন্যের আজ্ঞাবহ হয়। এক্ষণে তোমার অস্ত্রসমুদায়ের কার্য্যশেষ হইয়াছে বলিয়াই উহারা যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, সেই স্থানে প্রতিগমন করিয়াছে। আবার যখন উহাদের কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইবে, তখন উহারা পুনরায় তোমার হস্তগত হইবে। এক্ষণে তোমাদিগের স্বর্গগমন সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়াই তোমাদিগের শ্রেয়ঃ।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক হস্তিনানগরে গমন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

মৌসলপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

[illegible]

মৌসলপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহগন মুসল-প্রভাবে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের ক্ষয় এবং মহাত্মা বাসুদেবের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনের মুখে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বিনাশ ও কৃষ্ণের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মহাপ্রস্থান করিবার মানসে অর্জ্জুনকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! কালই প্রাণিগণের কার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই মনুষ্যের বিনাশ হয়। আমি অচিরাৎ সেই কা[illegible] অপরিহার্য্য কবলে নিপতিত হইব বলিয়া স্থির করিয়াছি[illegible] আমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র অর্জ্জুন, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার বাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক কবিলেন, মহারাজ! আমিও

অচিরাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে বাসনা করি। তখন ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া “আমরাও অচিরাৎ প্রণত্যাগ করিব” বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই রূপে সকলে প্রাণপরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় যইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর প্রতি রাজ্যপালনের ভার সমর্পণপূর্ব্বক সুভদ্রারে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার এই পৌত্র অভিমন্যুতনয় কৌরবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। আর আমি পূর্ব্বেই বাসুদেবের পৌত্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য প্রদান করিয়াছি। অতঃপর এই অভিমন্যুতনয় হস্তিনায় অবস্থানপূর্ব্বক আমাদের রাজ্য এবং বজ্র, ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থানপূর্ব্বক হতাবশিষ্ট যাদবগণকে প্রতিপালন করিবেন। তুমি এই বালকদ্বয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া উহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবে। যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ধীমান্ বাসুদেব, মাতুল বসুদেব ও বলদেব প্রভৃতি অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে জলাঞ্জলি প্রদান ও তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বাসুদেবের উদ্দেশে মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, মার্কণ্ডেয়, ও যাজ্ঞবল্ককে সুস্বাদু দ্রব্যসকল ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন, পরিধেয় বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব, রথ ও দাসীসমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কুলগুরু কৃপাচার্য্যকে অর্চ্চনা করিয়া পরীক্ষিৎকে তাঁহার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যত্নসহকারে এই অভিমন্যুতনয়কে ধনুর্বেদ শিক্ষা করাইবেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ, প্রকৃতিমণ্ডল[illegible]ানীত করিয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত [illegible]গণ আমা একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রজাগণ এই রূপে

বারংবার অনুনয় করিলেও কালতত্ত্বজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের বাক্যে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া দিব্য আভরণসমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক বল্কল পরিগ্রহ করিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও মনস্বিনী দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় বেশধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ তৎকালোচিত যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক সলিলে অনল নিক্ষেপ করিয়া পত্নীর সহিত বনগমনার্থ বহির্গত হইলেন। কৌরবকামিনীগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগকে বনপ্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় এক কুকুর তাঁহাদিগের অনুগামী হইল। পুরবাসী ও নগরবাসী লোকসমুদায় বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিল, কিন্তু "মহারাজ! প্রতিনিবৃত্ত হউন" এ কথা কাহারও মুখ হইতে বহির্গত হইল না। পরিশেষে তাহারা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা যুযুৎসুর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভুজগনন্দিনী উলূপী জাহ্নবীজলে প্রবিষ্ট হইলেন। চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অবশিষ্ট পাণ্ডবপত্নীগণ পরীক্ষিতের নিকট অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে [illegible] পাণ্ডবগণ, যশস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত উপবাস করিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সর্ব্ব[illegible]ৎ মহাবীর ভীমসেন, তৎপশ্চাৎ মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুন তৎপশ্চাৎ যমজ নকুল ও সহদেব এবং তৎপশ্চাৎ যশস্বিনী দ্রৌপদী গমন করিতে লাগি-

লেন। তাঁহাদের হস্তিনা হইতে বহির্গমনকালে যে কুক্কুর তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছিল, সে তাঁহাদের সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগরসমুদায় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত-সাগরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় একাল পর্য্যন্ত রত্নলোভনিবন্ধন গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পরিত্যাগ করেন নাই। পাণ্ডবগণ ঐ সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্ হুতাশন, অর্জ্জুনকে সেই শরাসন পরিগ্রহপূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাদের পথরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, পাণ্ডবগণ! আমি অগ্নি; আমি পূর্ব্বে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পরাক্রমপ্রভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলাম। ভগবান্ হৃষীকেশের নিকট যে চক্র ছিল, তিনি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; অবতারভেদে পুনরায় ঐ চক্র তাঁহার হস্তগত হইবে। এক্ষণে অর্জ্জুনও গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করুন। এখন ঐ শরাসনে উহাঁর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে আমি উহাঁর নিমিত্ত বরুণের নিকট হইতে ঐ শরাসন আহরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে উনি উহা বরুণকে প্রত্যর্পণ করুন। হুতাশন এই কথা কহিলে, যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় অচিরাৎ সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন শরাসন ও তূণীর নিক্ষেপ করিবামাত্র ভগবান্ হুতাশন সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তরতীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত ও পুনরায় পশ্চিমাভিমুখ হইয়া

সমুদ্রজলপ্লাবিত দ্বারকাপুরী সন্দর্শন পূর্ব্বক পৃথিবী প্রদক্ষিণ-বাসনায় তথা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই রূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ, পত্নীর সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে গমন করিতে কবিতে হিমালয় গিরি দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে বালুকাময় সমুদ্র ও সুমেরু পর্ব্বত তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী নিতান্ত পরিশ্রমনিবন্ধন যোগভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখেই ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজপুত্রী দ্রৌপদী ত কখন কোন অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই; তবে কি নিমিত্ত উনি ভুতলে নিপতিত হইলেন?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! দ্রৌপদী আমাদের সকলের অপেক্ষা অর্জ্জুনের প্রতি সমধিক পক্ষপাত করিতেন, এই নিমিত্ত আজি উহাঁরে তাহার ফলভোগ করিতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ, দ্রৌপদীর প্রতি নেত্রপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা সহদেবের সেই স্থান হইতে ধরাতলে পতন হইল। মহাবীর ভীমসেন সহদেবকে নিপতিত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের [illegible] সহদেব অহঙ্কারবিহীন এবং আমাদিগের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত ছিল। তবে আজি কি নিমিত্ত উহারে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! সহদেব আপনারে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিত। সেই পাপে আজি উহারে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ, সহদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যমনে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এবং সেই কুক্কুরের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা নকুল, দ্রৌপদী ও কনিষ্ঠ সহোদর সহদেবের পতননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও যোগভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! নকুল পরম ধার্ম্মিক, অলৌকিকরূপসম্পন্ন ও আমাদের আজ্ঞাবহ হইয়া আজি কি পাপে ভূতলে নিপতিত হইল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! ধর্ম্মপরায়ণ নকুল ইহলোকে আমার তুল্য রূপবান্ আর কেহই নাই এবং আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিত, এই নিমিত্ত আজি উহারে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল। তুমি আর উহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সহিত আগমন কর। যে, যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ নকুলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাবীর অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের পতননিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিমনায়মান হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন পুনরায় ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন পরিহাসচ্ছলেও ক[illegible] [illegible] প্রয়োগ করে নাই, তবে এক্ষণে কি পাপে উহারে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! অর্জ্জুন শৌর্য্যাভিমানী হইয়া আমি এক দিনেই সমুদায় শত্রু সংহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু উহা প্রতিপালন করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ঐ মহাবীর বলদর্প নিবন্ধন সমুদায় ধনুর্দ্ধরকে অবজ্ঞা করিত। এই নিমিত্ত আজি উহারে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল।

ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সমাহিতচিত্তে ভীম ও সেই কুক্কুরের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিলে, মহাবীর বৃকোদর অচিরাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তিনি ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। আজি কোন্ পাপে আমায় ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল?

তখন ধর্ম্মবাজ তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি অন্যকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং অপরিমিত ভোজন ও আপনারে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে; এই নিমিত্ত তোমারে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ ভীমেরও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেবল সেই কুক্কুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই [illegible] কিয়দ্দূর গমন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূমণ্ডল [illegible] নিনাদিত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ

কর। তখন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের পতননিবন্ধন শোকাকুল হইয়া, দেবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! সুখসংবর্দ্ধিতা সুকুমারী পাঞ্চালী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ, ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে। উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত উহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অনুজ্ঞা করুন।

ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দ্রৌপদী ও তোমার ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় মানুষ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অগ্রেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি এই নরদেহেই স্বর্গারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

সুররাজ এই রূপে আশ্বাস প্রদান করিলে, ধর্ম্মরাজ পুনরায় তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! এই কুক্কুর আমার একান্ত ভক্ত। এ বহুদিন আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহারে আমার সহিত স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করুন। ইহারে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে।

ধর্ম্মনন্দন এইরূপ অনুরোধ করিলে, দেবরাজ তাঁহারে সম্বো-ধনপূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আজি তুমি অতুল্য সম্পদ্, পরম সিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করিবে। অতএব অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহারে পরিত্যাগ করিলে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্র লোকের কদাপি বিধেয় নহে। এক্ষণে যদি স্বর্গীয় সম্পত্তি লাভের নিমিত্ত আমারে এই পরম ভক্ত কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সম্পদে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কুক্কুরের সহিত একত্র অবস্থান করে, সে কখনই স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হয় না। ক্রোধবশ নামক দেবগণ তাহার যজ্ঞদানাদির ফল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অবিলম্বে এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর। ইহাতে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবেন্দ্র! ভক্ত জনকে পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব আজি আমি আত্মসুখের নিমিত্ত কখনই এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কুক্কুর, যজ্ঞ, দান ও হোমক্রিয়া দর্শন করিলে, ক্রোধবশ নামক দেবগণ ঐ সমুদায় কার্য্যের ফল ধ্বংস করিয়া থাকেন। কুক্কুর অতি অপবিত্র জন্তু। অতএব তুমি অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার অনায়াসে পরম পবিত্র দেবলোক লাভ হইবে। যখন তুমি প্রাণাধিকা দ্রৌপদী ও [illegible]গণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মবলে স্বর্গ[illegible] হইয়াছ, তখন তোমার এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিবার বাধা কি? তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক্ষণে এরূপ বিমোহিত হইতেছ কেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবরাজ! ইহলোকে কাহারও মৃত ব্যক্তি-দিগের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা নাই। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, আমি তাহাদের জীবন দান করিতে ধমর্থ নহি বিবেচনা করিয়াই উহাদিগকে পরি-ত্যাগ করিয়াছি। উহারা জীবিত থাকিতে আমি উহাদিগকে ত্যাগ করি নাই। আমার মতে ভক্ত জনকে পরিত্যাগ করা, শরণা-গত ব্যক্তিরে ভয়প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মস্বাপহরণ ও মিত্রদ্রোহ এই চারিটী কার্য্যের ন্যায় মহাপাপজনক।'

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী সেই কুক্কুর সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া প্রীতমনে মধুর বাক্যে তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমারে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুক্কুরবেশে তোমার সহিত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল। পূর্ব্বে আমি দ্বৈতবনে একবার তোমারে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ সময় তোমার ভ্রাতৃগণ জল অন্বেষণার্থ গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি ভীম ও অর্জ্জুনের জীবন প্রার্থনা না করিয়া মাদ্রীরে স্মরণপূর্ব্বক নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলে এবং এক্ষণেও কুক্কুরকে আশ্রিত বিবেচনা করিয়া দেবরথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমার এই দুই কার্য্য দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ, স্বর্গলোকে আর কেহই নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গরোহণপূর্ব্বক অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারিবে।

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা [illegible]গণ আ[illegible], অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ এবং অন্যান্য দেবতা ও দেবর্ষি সমুদায় তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া আপনারা দিব্য বিমানসমুদায়ে সমারূঢ় হইলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ সেই দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক তেজ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। তিনি দেবলোকে উপস্থিত হইবামাত্র লোকতত্ত্ববেত্তা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ দেবগণের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, যে সমুদায় রাজর্ষি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আজি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় যশ ও তেজ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলেরই কীর্ত্তি আচ্ছাদনপূর্ব্বক স্বশরীরে স্বর্গারূঢ় হইলেন। পূর্ব্বে আর কোন ব্যক্তিই স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির, দেবগণ ও স্বপক্ষীয় পার্থিবগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! আমার ভ্রাতৃগণ যে লোকে গমন করিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক, আমি সেই লোকেই গমন করিব। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সরলভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছ; অতএব এই স্থানেই অবস্থান কর। কেন তুমি অদ্যাপি মনুষ্যবৎ স্নেহের বশীভূত হইতেছ? আর কেহই কখন তোমার তুল্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন নাই। তোমার ভ্রাতৃগণ এ স্থানের অধিকারী নহে। এই স্বর্গভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মানুষভাবে সমাক্রান্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। এই দেখ, মহর্ষি ও দেবগণ এই স্থানে অব[illegible]তেছেন।

দেবরাজ এই কথা [illegible] মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সুররাজ! আমার প্রণয়িণী বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ যে স্থানে বাস করিতেছে,

সেই স্থানেই গমন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ।
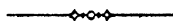
মহাভারত।

স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

স্বর্গারোহণিকপর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য। আপনার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব আপনার পূর্ব্বপিতামহ পাণ্ডবগণ এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ স্বর্গলাভ করিয়া কে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনার পূর্ব্বপিতামহগণ স্বর্গলাভ করিবার পর যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিয়া দেখিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন সাধ্য ও দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভাপ[illegible] মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি তথা

হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! যে লোভাক্রুষ্টচিত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত আমরা পৃথিবী উৎসন্ন ও বন্ধুবান্ধবগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি, যাহার নিমিত্ত আমাদিগকে বনমধ্যে অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং যে দুরাত্মা সভামধ্যে গুরুজনসমক্ষে আমাদিগের সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মাচারিণী দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ করিয়াছে, সেই দুরাত্মার সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই; আর আমি উহার মুখদর্শন করিব না। এক্ষণে যে স্থলে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানেই গমন করিব।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ হাস্যবদনে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! অমন কথা কহিও না। স্বর্গে অবস্থান করিলে অন্যের সহিত বিরোধ থাকে না। দুর্য্যোধনের প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যে সকল নরপতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা এবং দেবগণ সকলেই দুর্য্যোধনের সৎকার করিয়া থাকেন। উনি সর্ব্বদা তোমাদিগকে হিংসা করিতেন বটে; কিন্তু ঐ মহাত্মা এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরজনোচিত সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে মহাভয়ের সময় উপস্থিত হইলেও ভীত হন নাই। উহাঁর সেই পুণ্যবলে এই সম্পত্তি লাভ হইয়াছে। যাহা হউক, অতঃপর তোমার দ্যূতপরাজয়, দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ, যুদ্ধ ও অন্যান্য ক্লেশসমুদায় স্মরণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সুহৃদ্ভাবে সঙ্গত হও। এ স্বর্গভূমি, এস্থলে বৈরভাব অবলম্বন করা উচিত নহে।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! যে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত মনুষ্য ও হস্তী অশ্ব প্রভৃতি প্রাণিগণের সহিত পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে; যাহার বৈরনির্য্যাতনার্থ আমরা কোপানলে দগ্ধ হইয়াছি; যদি সেই দুরাত্মার সনাতন বীরলোক লাভ হইল, তাহা হইলে আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রবলপরাক্রম সত্যবাদী ভ্রাতৃগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? কুন্তীতনয় মহাবীর কর্ণের কোন্ লোক লাভ হইয়াছে? ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নেরতনয়গণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু; শিখণ্ডী, পাঞ্চালরাজ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ কোন্ লোক লাভ করিয়াছেন? এবং অন্যান্য যে সমুদায় নরপতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বা এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ সকল বীরের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয়, দেবর্ষি নারদকে এই কথা কহিয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! আমি ত এস্থানে অমিতপরাক্রম রাধেয় এবং মহাবীর উত্তমৌজাঃ ও যুধামন্যুরে দেখিতে পা[illegible]তছি না। তাঁহারা কোথায়? আর শার্দ্দূলতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত যে স[illegible] নরপতি ও রাজপুত্রগণ আমার নিমিত্ত সমরানলে শ[illegible] প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারাই বা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? তাঁহারা কি এই স্বর্গলোকপরাজয়ে সমর্থ হন নাই? যদি সেই মহারথগণ

এই স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগের সহিত এই স্থানেই অবস্থান করিব। আমি সেই সমুদায় মহাত্মা এবং জ্ঞাতি ও ভ্রাতৃগণ ব্যতীত এ স্থানে বাস করিতে বাসনা করি না। জ্ঞাতিগণের উদকক্রিয়াসময়ে “বৎস! তুমি কর্ণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান কর” মাতার এই বাক্য শ্রবণাবধি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বিশেষতঃ এই আমার এক মহাদুঃখের কারণ যে, আমি মাতার তুল্য সেই অমিত-পরাক্রম কর্ণের চরণযুগল দর্শন করিয়াও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম না। আমরা কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে ইন্দ্রও আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেন না। যাহা হউক, এক্ষণে সেই মহাবীর যেখানে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহারে দর্শন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আমার মতানুসারে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহারে নিপাতিত করিয়াছে বলিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। ভীমসেন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। এক্ষণে আমি সেই বৃকোদর, ইন্দ্রপ্রতিম মহাবীর অর্জ্জুন, যমসদৃশ যমজ নকুল ও সহদেব এবং ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালীরে দর্শন করিতে বাসনা করি। আমি আপনাদিগকে সত্য করিতেছি, আর আমার এ স্থানে অবস্থান করিবার বাসনা নাই। ভ্রাতৃবিহীন হইয়া স্বর্গে অবস্থান করিলে আমার কি সুখোদয় হইবে? যে স্থানে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানই আমার স্বর্গ।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই [illegible]গণ আ[illegible]লে, দেবগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমার ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে

শীঘ্র তথায় গমন কর, আর বিলম্ব করিও না। আমরা সুরপতি ইন্দ্রের আদেশানুসারে তোমার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। এই কথা বলিয়া তাঁহারা এক জন দেবদূতকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, দূত! তুমি অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরকে উহাঁর আত্মীয়-গণের নিকট নীত করিয়া তাঁহাদের সহিত উহাঁর সাক্ষাৎকার করাও। দেবগণ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত, যুধিষ্ঠিরের অগ্রবর্ত্তী হইয়া এক অতি ভীষণ পথদিয়া তাঁহারে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট লইয়া চলিলেন। ঐ পথ অতি দুর্গম ও ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পাপাত্মারাই সতত ঐ পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। উহা পাপাত্মাদিগের দুর্গন্ধ, মাংস-শোণিতের কর্দ্দম, দংশ, মশক, ভল্লুক, মক্ষিকা, মৃতদেহ, অস্থি, কেশ, কৃমি ও কীটে পরিপূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত হুতা-শন প্রজ্বলিত হইতেছে। অয়োমুখ কাক ও গৃধ্রগণ এবং সূচী-মুখ পর্ব্বতাকার প্রেতগণ উহাতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ প্রেতগণের মধ্যে কাহার কাহার কলেবর, মেদ ও রুধিরে লিপ্ত এবং কাহার কাহার বাহু, কাহার কাহার উরু, কাহার কাহার হস্ত, কাহার কাহার উদর ও কাহার কাহার চরণ ছিন্ন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শবদুর্গন্ধযুক্ত অতি ভয়ঙ্কর স্থানে নানা প্রকার চিন্তা করিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, উষ্ণোদকপরিপূর্ণ নদী, নিশিত ক্ষুর-সমাকীর্ণ অসিপত্রবন, লৌহ-ময় ফলক সমুদায় ও তীক্ষ্ণ কণ্টকযুক্ত শাল্মলি বৃক্ষ ঐ স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে লৌহকলসপরিপূর্ণ তৈল, ক্কাথিত হইতেছে এবং পাপি[illegible]রন্তর বিষম যন্ত্রণা ভোগ করি-তেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই নিতান্ত দুর্গম স্থান দর্শন করিয়া দেবদূতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আর আমাদিগকে

এরূপ পথে কতদূর গমন করিতে হইবে ? ইহা কোন্ স্থান ? এবং আমার ভ্রাতৃগণই বা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে ? তাহা কীর্ত্তন কর। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র দেবদূত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আগমনকালে দেবগণ আমারে এই আদেশ করিয়াছেন যে, যুধিষ্ঠির যে স্থানে গমন করিয়া পরিশ্রান্ত হইবেন, তুমি তথা হইতে উহাঁরে লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে। অতএব আপনি যদি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই স্থান হইতে প্রতিগমন করুন। তখন দুঃখশোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানের দুর্গন্ধে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে এইরূপ করুণবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, "হে ধর্ম্মনন্দন! আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া মুহূর্ত্তকাল এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনার আগমনে সুগন্ধ পুণ্য সমীরণ প্রবাহিত হওয়া আমরা পরম সুখী হইয়াছি। আমরা বহুকালের পর আপনারে দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইতেছি; অতএব আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন। আপনার আগমনে আমাদিগের অনেক যন্ত্রণা দূর হইয়াছে। পরম দয়ালু রাজা যুধিষ্ঠির সেই করুণবাক্যশ্রবণে একান্ত দুঃখিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ সময় বারংবার ঐরূপ বাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু কোন্ কোন্ ব্যক্তি যে ঐ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, তিনি কোন মতে তাহা অবধারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি [illegible] পরিদেবনশীল ব্যক্তিদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হে দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিগণ! তোমরা কে; আর কি নিমিত্তই বা এ স্থানে অবস্থান করিতেছ ?

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহারা সকলেই একবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে "আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জ্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রৌপদী এবং আমরা দ্রৌপদীর পুত্র" এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! কি দৈববিড়ম্বনা! আমার ভীমসেন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, কর্ণ, দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন যে, উহাঁদিগকে এই পাপগন্ধযুক্ত ভীষণ স্থানে অবস্থান করিতে হইল! আমি ত ঐ পুণ্যাত্মাদিগের কোন দুষ্কৃত দেখিতে পাই না। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র-তনয় রাজা দুর্য্যোধন কি নিমিত্ত পাপপরায়ণ হইয়াও অধর্ম্মনিরত অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও পরম পূজিত হইয়া এই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছে, আর আমার ভ্রাতৃগণই বা কি নিমিত্ত পরম ধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ, শাস্ত্রপারদর্শী ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত হইয়াও ঘোর নরকে নিমগ্ন রহিয়াছে, আমি ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেতিছি না। একি? আমার নিদ্রিতাবস্থা, না জাগরিতাবস্থা? আমার কি চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে?

রাজা যুধিষ্ঠির, শোকাকুলিতচিত্তে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম ও দেবগণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দেবদূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি যাঁহাদিগের দূত, তাঁহাদিগের নিকট অচিরাৎ গমন করিয়া নিবেদন কর যে, আমি [illegible]নেই অবস্থান করিলাম। আমি আর তথায় গমন করিব না। আমার দুঃখিত ভ্রাতৃগণ আমার আগমনে পরম আহ্লাদিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই

কথা কহিলে, দেবদূত দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সমুদায় ব্যক্ত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি অল্পকাল সেই অপবিত্র স্থানে অবস্থান করিলে, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই তেজস্বীদিগের সমাগমে তত্রত্য তিমিররাশি একবারে তিরোহিত হইল। বৈতরিণী নদী, কূট-শাল্মলি, লোহকুম্ভী নরক, উত্তপ্ত লৌহফলক ও পাপাত্মাদিগের যাতনাসমুদায় আর লক্ষিত হইল না; মহাত্মা যুধিষ্ঠির ইতিপূর্ব্বে যে সমুদায় বিকৃত শরীর দর্শন করিতেছিলেন, তৎসমুদায়ও এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং পবিত্রগন্ধযুক্ত সুখস্পর্শ সুশীতল বায়ু চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ইন্দ্রের সহিত মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত বসুগণ এবং সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, সিদ্ধ, পরমর্ষি ও অন্যান্য দেবগণ, ধর্ম্মরাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবরাজ, ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় দেবতা তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। অতঃপর আর তোমারে কষ্টভোগ করিতে হইবে না। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন কর। তোমার পরম সিদ্ধি ও অক্ষয়লোক লাভ হইয়াছে। তোমার নরক দর্শন হইল বলিয়া তুমি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। সকল রাজারেই এক এক বার নরক দর্শন করিতে হয়। মনুষ্যমাত্রেরই পাপ ও পুণ্য এই উভয়ের শ্রেণী বিদ্যমান থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে স্বর্গভোগ করে, পশ্চাৎ তাহারে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি প্রথমে নরক ভোগ

করে সে পশ্চাৎ স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশেষবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অল্পমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করে, সে প্রথমে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি অধিক পুণ্য সঞ্চয় ও অল্পমাত্র পাপানুষ্ঠান করে, তাহার প্রথমে নরকভোগ ও পশ্চাৎ স্বর্গভোগ হয়। এই নিমিত্ত আমি তোমার শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া তোমারে প্রথমে নরক দর্শন করাইলাম। পূর্ব্বে তুমি ছলপূর্ব্বক গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট অশ্বত্থামার বিনাশ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারে বঞ্চনা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমারে ছলক্রমে নরক প্রদর্শন করা হইল এবং তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীও সেই পাপে ছলক্রমে নরকভোগ করিলেন। এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সেই নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তোমার পক্ষীয় সমুদায় ভূপতিরই স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাধনুর্দ্ধর কর্ণও পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর; অনায়াসে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে পারিবে। আদিত্যসদৃশ কর্ণের নিমিত্ত আর তোমার অনুতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। তোমার মনস্তাপ দূর হউক। তুমি প্রথমে বহুতর কষ্ট ভোগ করিয়াছ; এক্ষণে শোকবিহীন হইয়া আমার সহিত পরম সুখে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা, দান ও অন্যান্য পুণ্য কার্য্যের ফলভোগ কর। আজি অবধি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সতত তোমার শুশ্রূষা করিবে। অতঃপর তুমি রাজসূয়জিত লোকসমুদায় ও তপস্যার মহাফল উপভোগে প্রবৃত্ত [illegible]। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, ভগীরথ ও ভরত অন্যান্য ভূপতি সমুদায় অপেক্ষা যে অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়াছেন, তুমি সেই লোকে অবস্থিত

হইয়া পরম সুখ ভোগ করিবে। ঐ দেখ, তোমার অনতিদূরে ত্রৈলোক্যপাবনী দেবনদী মন্দাকিনী বিরাজমান রহিয়াছেন, তুমি উহার পবিত্রজলে অবগাহন করিলেই তোমার শোক-সন্তাপ ও বৈরপ্রভৃতি মানুষভাব সমুদায় একবারে তিরোহিত হইবে।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ধর্ম্ম স্বীয় পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা ও দমগুণ দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। এই আমি তৃতীয়বার তোমারে পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু এবারেও তোমারে স্বভাব হইতে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইলাম না। পূর্ব্বে তোমার দ্বৈতবনে অবস্থানসময়ে আমি অরণিকাষ্ঠ অপহরণ করিয়া মায়াবলে তোমার ভ্রাতৃগণকে সংহার পূর্ব্বক তোমার নিকট যে সমুদায় প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তুমি অনায়াসে তাহার উত্তর করিয়াছিলে। তৎপরে তোমার মহাপ্রস্থানসময়ে আমি কুক্কুররূপে তোমারে পরীক্ষা করিয়াও তোমার বুদ্ধি বিচলিত করিতে পারি নাই। আর এক্ষণেও তুমি ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গভোগ করিবে না, ইহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। এখন বুঝিলাম, তোমার তুল্য বিশুদ্ধ স্বভাব আর কেহই নাই। অতঃপর তুমি স্বচ্ছন্দে স্বর্গসুখ অনুভব কর। তোমার ভ্রাতৃগণ নরকভোগের যোগ্যপাত্র নহে। তুমি উহাদিগকে যে নরকভোগ করিতে দেখিয়াছ, দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবলে ঐ নরকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সমুদায় রাজারে অবশ্যই একবার নরক দর্শন করিতে হয়, এই নিমিত্তই মুহূর্ত্তকাল তোমারে সেই ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। মহাত্মা অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, কর্ণ ও রাজপুত্রী দ্রৌপদী ইহাঁদিগের সকলেরই স্বর্গ লাভ হইয়াছে।

এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন করিয়া ঐ মন্দাকিনীর পবিত্র জলে অবগাহন কর।

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অচিরাৎ দেবগণের সহিত সেই ত্রিলোকপাবনী মন্দাকিনীর তীরে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র জলে অবগাহন করিলেন। ঐ সলিলে অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার মানুষ দেহ তিরোহিত ও দিব্য মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হইল এবং তাঁহার অন্তর হইতে শোক ও বৈরভাব একবারে দূরীভূত হইয়া গেল। তখন তিনি ধর্ম্ম ও অন্যান্য দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঋষিদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে যে স্থলে তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ক্রোধ-বিহীন হইয়া পরম সুখে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থলে গমন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই রূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় কৌরবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ স্থানে ভগবান্ বাসুদেব ব্রাহ্মদেহ ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট আকৃতির কিছু-মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। চক্র প্রভৃতি ঘোরতর দিব্যাস্ত্রসমুদায় পুরুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহারে স্তব করিতেছে এবং মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সেই দেবপূজিত বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা [illegible]ষ্ঠির অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানসে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক দিকে শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাত্মা কর্ণ দ্বাদশ আদিত্যের

ন্যায় দিব্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। আর এক দিকে মূর্ত্তিমান্ পবনের পার্শ্বে দিব্যরূপধারী মহাত্মা ভীমসেন মরুদ্গণে পরিবৃত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অন্য দিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট মহাত্মা নকুল ও সহদেব তেজঃপুঞ্জকলেবরে উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অনতিদূরে উৎপলমালাধারিণী দ্রৌপদী স্বীয় রূপলাবণ্যে স্বর্গলোক আলোকময় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ইন্দ্রকে তাঁহাদের ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন দেবরাজ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি যে পুণ্যগন্ধযুক্তা রূপলাবণ্যবতী দ্রৌপদীরে দর্শন করিতেছ, ইনি অযোনিসম্ভূতা লক্ষ্মী। পূর্ব্বে ভগবান্ শূলপাণি তোমাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ইহাঁরে সৃষ্টি করাতে, ইনি মহারাজ দ্রুপদের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পাঁচ জন গন্ধর্ব্ব তোমাদিগের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুমি ঐ যে গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিতেছ, উনি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র। ঐ দেখ তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সূর্য্যপুত্র কর্ণ সূর্য্যের ন্যায় গমন করিতেছেন। পূর্ব্বে ইহাঁরই নাম রাধেয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ দেখ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় সাত্যকিপ্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ সাধ্য, দেবতা ও বিশ্বদেবগণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত মহাত্মা অভিমন্যু ভগবান্ চন্দ্রের সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। ঐ দেখ, তোমার পিতা মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত একত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি দিব্য

বিমানে সমারূঢ় হইয়া সতত আমার নিকট আগমন করিয়া থাকেন। ঐ দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; তোমার গুরু দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন এবং অন্যান্য ভূপাল ও যোধগণের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ পরিবৃত হইয়া অনুপম স্বর্গসুখ অনুভব আর কেহ কেহ গুহ্যকদিগের গতি লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট লোকসমুদায়ে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, উত্তর, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন, সত্যজিৎ, দুর্য্যোধনের পুত্রগণ, শকুনি, কর্ণের মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ, জয়দ্রথ, ঘটোৎকচ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও অন্যান্য ভূপাল সমুদায় কতকাল স্বর্গভোগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি ভোগাবসানে স্ব স্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহাদের অন্য কোন্ গতিলাভ হইয়াছিল? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তপঃপ্রভাবে আপনার কিছুই অবিদিত নাই, অতএব আপনি ঐ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কর্ম্মভোগের অবসানে সকলেই যে স্ব স্ব প্রকৃতি লাভ করিতে পারে, এরূপ নহে। এক্ষণে অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমার নিকট সংগ্রামনিহত বীরগণমধ্যে যাহার যেরূপ গতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই [illegible]গুহ্য বিষয় আনুপূর্ব্বিক আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের লোকলাভ, দ্রোণ বৃহস্পতির শরীরে

প্রবেশ, কৃতবর্ম্মা মরুদ্গণের মধ্যে প্রবেশ, প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের শরীরে প্রবেশ, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত কুবেরলোক লাভ, মহাত্মা পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত ইন্দ্রলোক, এবং মহারাজ বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, নিশঠ, অক্রূর, শাম্ব, ভানু, কম্প, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, শল, ভূরি, কংস, উগ্রসেন, বসুদেব, উত্তর ও শঙ্খ বিশ্বদেবগণের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ভগবান্ চন্দ্রের পুত্র মহাত্মা বর্চ্চা, অর্জ্জুনের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক অভিমন্যু নামে বিখ্যাত হন। তিনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে ঘোরতর সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিশেষে চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের, শকুনি দ্বাপরের ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অনলের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্যান্য পুত্রগণ রাক্ষসগণের অংশে জন্ম গ্রহণ করে; তাহারা শস্ত্রপূত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছে। মহাত্মা বিদুর ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বলদেব অনন্তরূপী হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছেন। উনি সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে প্রতিনিয়ত পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। সনাতন নারায়ণের অংশে যাঁহার জন্ম হইয়াছিল, সেই মহাত্মা বাসুদেব নারায়ণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র বনিতাও কালক্রমে সরস্বতীর জলে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্সরোবেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। ভীষণ সংগ্রামে ঘটোৎকচ প্রভৃতি যে সমুদায় রাক্ষস ও যে সমুদায় মহাবীর নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেবলোক ও কেহ কেহ যক্ষলোক লাভ করিয়াছেন। দুর্য্যোধনের অনুগত নিশাচরদিগেরও ইন্দ্রলোক, কুবেরলোক ও বরুণলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়াছে। হে মহারাজ! এই আমি আপনার

নিকট কৌরব ও পাণ্ডবগণের চরিত্র আদ্যোপান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! সর্পসত্রাবসানে মহারাজ জনমেজয় ভগবান্ বৈশম্পায়নের মুখে এইরূপ ভারত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহার যাজকগণ সেই যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্য সমুদায় সমাপন করিলেম। ঐ সময় মহর্ষি আস্তীক ভুজঙ্গমদিগের মুক্তিলাভনিবন্ধন পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণ প্রভূত দক্ষিণা ও যথোচিত সম্মান লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ জনমেজয় এই রূপে যজ্ঞ সমাপন ও ভারত শ্রবণ করিয়া পরিশেষে সেই তক্ষশিলা হইতে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

হে মহর্ষিগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট ব্যাসের আজ্ঞায় বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত পবিত্র ভারতোপাখ্যান সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ইহার তুল্য পবিত্র ইতিহাস আর কিছুই নাই। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সাঙ্খ্যযোগবেত্তা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞানবিশারদ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাত্মা পাণ্ডব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের কীর্ত্তি বিস্তার করিবার নিমিত্ত দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে এই অপূর্ব্ব ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি পর্ব্বে পর্ব্বে এই পবিত্র ইতিহাস অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই বেদব্যাস প্রণীত ভারতোপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে ইহার কিয়দংশমাত্রও শ্রবণ করান, তাঁহার পিতৃগণ অক্ষয় অন্নপান লাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ দিবসে মন ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা

বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বায়ং সন্ধ্যাসময়ে ভক্তিপূর্ব্বক ইহার অল্পাংশমাত্র পাঠ করিলে অনায়াসে দিনকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, আর তিনি রাত্রিযোগে স্ত্রীসংসর্গ নিবন্ধন যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রাতঃসন্ধ্যাসময় ইহার কিয়দংশমাত্র পাঠ করিলে তাঁহার সেই রাত্রিকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই পবিত্র ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও ইহাতে ভরতবংশীয়দিগের চরিত্র কীর্ত্তিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই মহাভারতের অর্থ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। এই মহাভারতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারি বর্গই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যাহা আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি নাই। মোক্ষাভিলাষী ব্রাহ্মণ, রাজা ও গর্ভবতী স্ত্রীর এই জয়াখ্য পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলে স্বর্গ কামীদিগের স্বর্গ, জয়াকাঙ্ক্ষীদিগের জয় এবং গর্ভবতী রমণীদিগের পুত্র বা সৌভাগ্যবতী কন্যা লাভ হইয়া থাকে।

মোক্ষলাভার্থী সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মা বেদব্যাস ধর্ম্মকামনায় ষষ্টিলক্ষ শ্লোক রচনা করিয়া এই মহাভারতসংহিতা প্রস্তুত করেন। ঐ ষষ্টিলক্ষ শ্লোকের মধ্যে দেবলোকে ত্রিংশৎলক্ষ, পিতৃলোকে পঞ্চদশ লক্ষ ও যক্ষলোকে চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মনুষ্যলোকে উহার একলক্ষ মাত্র শ্লোক বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ দেবগণকে, অসিতদেবল পিতৃগণকে, মহাত্মা শুকদেব রাক্ষস ও যক্ষদিগকে এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন মনুষ্যদিগকে এই ইতিহাস শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া এই ব্যাসোক্ত বেদসম্মিত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে সুখ সম্ভোগ ও কীর্ত্তিলাভ করিয়া চরমে পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভগবান্ বেদব্যাসের প্রতি ভক্তি পরায়ণ হইয়া মহাভারতের কিয়দংশমাত্র অন্যকে শ্রবণ করান, তাঁহারও পরম সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বীয়পুত্র শুকদেবকে এই ভারত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই মহাভারতমধ্যে কীর্ত্তিত আছে, যে "মনুষ্যগণ এই সংসারমধ্যে অসংখ্য মাতা পিতা ও পুত্র কলত্রের সহিত মিলিত ও তাহাদের বিয়োগে দুঃখিত হইয়া থাকে। এই সংসারে সহস্র সহস্র হর্ষের কারণ ও শত শত ভয়ের কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ সমুদায় প্রতিনিয়ত মূঢ় ব্যক্তিদিগকেই আক্রমণ করিয়া থাকে; পণ্ডিত-দিগের নিকট কখনই আগমন করিতে পারে না। আমি ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া বৃথা রোদন করিতেছি, কেহই আমার বাক্য শ্রবণ করিতেছে না। ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্তই অর্থ ও কামে লিপ্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কাম, ভয়, লোভ বা জীবনরক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম ও জীব নিত্য এবং সুখদুঃখ ও জীবের উপাধি শরীর অনিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।" যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্র-চিত্তে মহাভারতের এই অংশটী পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। সমুদ্র ও হিমাচলের ন্যায় এই মহাভারতও রত্ননিধি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যিনি সমাহিতচিত্তে এই পবিত্র ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধি লাভ হয়। যে মহাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের ওষ্ঠপুট বিনিঃসৃত পাপনাশন পরম পবিত্র ভারত

কথা শ্রবণ করেন, তাঁহার আর পুষ্করজলে অভিষিক্ত হইবার আবশ্যক কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! মহারাজ জনমেজয় এইরূপে বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারতবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! কিরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য? ভারতশ্রবণের ফল কি? উহা শ্রবণান্তে পারণসময়ে কোন্ কোন্ দেবতারে পূজা করা কর্ত্তব্য? কোন্ কোন্ পর্ব্ব সমাপন হইলে কি কি বস্তু প্রদান করা উচিত এবং উহার পাঠকই বা কিরূপ হওয়া আবশ্যক? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যেরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য এবং ভারতশ্রবণে যে ফল লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাভারতমধ্যে ক্রীড়ার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ দেবগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়; লোকপাল, মহর্ষি, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ; গিরি, সাগর, নদী, গ্রহ, বৎসর, অয়ন ও ঋতুসমুদায় এবং মূর্ত্তিমান ভগবান্ স্বয়ম্ভু ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগতের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ভারতপাঠসময়ে মনুষ্যগণ উহাঁদিগের নাম ও কার্য্যসমুদায় শ্রবণ করিয়া অচিরাৎ ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। সংযত ও শুচি হইয়া আনুপূর্ব্বিক এই ইতিহাস শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে ভক্তি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন, গাভী, কাংস্যময় দোহনপাত্র, অলঙ্কৃত কন্যা, বিবিধ যান, বিচিত্র হর্ম্ম্য, ভূমি, বস্ত্র, সুবর্ণ, অশ্ব ও মত্তমাতঙ্গ প্রভৃতি বাহন, শয্যা, শিবিকা, অলঙ্কৃত রথ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমুদায় ব্রাহ্মণ-

গণকে দান করা কর্ত্তব্য।' অধিক কি কহিব, এই মহাভারত শ্রবণ সময়ে ব্রাহ্মণগণকে আত্মদান, পত্নী দান ও পুত্রদান করিয়াও সন্তুষ্ট করা উচিত। ভারত শ্রবণাভিলাষী ব্যক্তি হৃষ্ট ও অসন্দিগ্ধ-চিত্তে সাধ্যানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক এই সমুদায় বস্তু প্রদান করিলে ক্রমশ মহাভারত শ্রবণ সমাপন করিতে সমর্থ হন।

এক্ষণে সত্য, সরলতা, দমগুণ ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন জিতক্রোধ ব্যক্তি যে উপায়ে এই ভারতশ্রবণে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পবিত্রতা ও শিষ্টাচার-সম্পন্ন, শুক্লাম্বর পরিধারী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, ঈর্ষা-পরিশূন্য, রূপবান্, দমগুণযুক্ত, সত্যবাদী ও সম্মানার্হ ব্যক্তিরেই ভারতের পাঠকতাকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। পাঠক পরম সুখে সমাসীন হইয়া সমাহিতচিত্তে অদ্রুত, অনতিবিলম্বিত ও স্পষ্টরূপে পাঠ করিবেন। পাঠকালে ত্রিষষ্টি বর্ণ উচ্চারণ ও কাণ্ঠাদির অষ্ট স্থলের সাহায্যে বর্ণ নিঃসরণ হওয়া আবশ্যক। পাঠক এই জয়াখ্য গ্রন্থ পাঠের পূর্ব্বে নারায়ণ নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিবেন। শ্রোতা এইরূপ নিয়মে অব-স্থানপূর্ব্বক পাঠকের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিলে মহাফল লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

যিনি প্রথমপারণ সময়ে বিবিধরূপে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি-সাধন করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি অপ্সরোগণ সমাকীর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া মহা আহ্লাদে দেবগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করেন। যিনি দ্বিতীয় পারণ সমাপন করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দিব্য মাল্য দিব্য বস্ত্র ও দিব্যগন্ধে বিভূষিত হইয়া রত্নময় দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন

করিয়া থাকেন। তৃতীয় পারণ সমাপন করিতে পারিলে দ্বাদশাহ উপবাসের ফল লাভ এবং অপরিমিত কাল দেবতার ন্যায় স্বর্গ-বাস হয়। চতুর্থ পারণ সমাপন করিতে পারিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। যিনি পঞ্চম পারণ সমাপন করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল লাভ হয় এবং তিনি অনায়াসে নবোদিত ভাস্কর সদৃশ প্রজ্বলিত পাবক তুল্য দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্র ভবনে অপরিমিত কাল অবস্থান করিতে পারেন। ষষ্ঠ পারণ সমাপন করিতে পারিলে পঞ্চম পারণের ফল অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং সপ্তম পারণ সমাপন করিতে পারিলে তদপেক্ষা তিনগুণ ফল লাভ হয়। সপ্তম পারণ সমাপনকর্ত্তা কৈলাসশিখর সদৃশ, বৈদুর্য্যমণিবেদিকাযুক্ত মণিমুক্তাপ্রবালখচিত অপ্সরোগণসমাকীর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় অনায়াসে সমুদায় লোক পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হন। যিনি অষ্টম পারণ সমাপন করেন, তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি মনের ন্যায় বেগশালী চন্দ্রকিরণসমবর্ণ তুরঙ্গমযুক্ত দিব্যাঙ্গনা-সমাকীর্ণ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ দিব্য বিমানে আরোহণ করেন ও অতি মনোহরমূর্ত্তি কামিনীগণের কমনীয় ক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত হইয়া পুনরায় তাহাদিগের নূপুরধ্বনি ও মেখলাশব্দশ্রবণে জাগরিত হন। যিনি নবমপারণ সমাপন করেন, তাঁহার যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্ব-মেধের ফল লাভ হয় এবং তিনি কাঞ্চনময় স্তম্ভ, বৈদূর্য্যমণিময় বেদিকা ও সুবর্ণময় অতি উৎকৃষ্ট গবাক্ষযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব গণে সমাকীর্ণ দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র ও দিব্য গন্ধে বিভূষিত হইয়া দেবগণের সহিত স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন। যে ব্যক্তি দশম পারণ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করেন, তিনি কিঙ্কিণী

জালজড়িত, ধ্বজপতাকাশোভিত রত্নময় বেদি, বৈদূর্য্যময় তোরণ ও প্রবালময় বলভীসংযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুবর্ণবিভুষিত অনলবর্ণ দিব্য মুকুট, দিব্য চন্দন ও দিব্য মাল্যে বিভুষিত হইয়া পরম সুখে দিব্য লোকসমুদায় বিচরণ করেন এবং একবিংশতি সহস্র বৎসর গন্ধর্ব্বগণের সহিত ইন্দ্রালয়ে বাস করিয়া বহুদিন সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক ও শিবলোকে অবস্থানপূর্ব্বক পরিশেষে বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হন। আমার উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাস কহিয়াছেন যে, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এইরূপে ভারত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই এইরূপ ফল লাভ হয়। পাঠকালে পাঠককে হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ বাহন, রথাদি যানসমুদায়, কটক, কুণ্ডল, ব্রহ্মসূত্র, বিচিত্র বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া দেবতার ন্যায় তাঁহার পূজা করিলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়।

অতঃপর প্রত্যেক পর্ব্বে ক্ষত্রিয়দিগের জাতি, দেশ, সত্য, মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মপ্রভৃতি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে যে সমুদায় দ্রব্য প্রদান করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমত ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরিশেষে পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, সাধ্যানুসারে তাঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। আদিপর্ব্ব পাঠসময়ে শাস্ত্রানুসারে পাঠককে গন্ধ ও বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট মধু ও পায়স ভোজন করাইবে। আস্তীক পর্ব্ব পাঠসময়ে, ঘৃত, মধু ও ফলমূলযুক্ত পায়স এবং গুড়োদন অপূপ ও [illegible]দক দ্বারা পাঠকের ভোজন সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। সভাপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। আরণ্যকপর্ব্ব পাঠসময়ে ফলমূলাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন এবং অরণীপর্ব্ব আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ণকুম্ভ, ধান্য, ফল মূল ও অন্ন প্রদান করা উচিত। বিরাটপর্ব্ব পাঠসময়ে

ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্ত্র; উদ্‌যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইলে, তাঁহা-দিগকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া অভিলাষানুরূপ আহার; ভীষ্মপর্ব্ব পাঠসময়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যান ও সুসংস্কৃত অন্ন; দ্রোণপর্ব্ব পাঠসময়ে অতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য, শয্যা, শরাসন ও খড়্গ; কর্ণপর্ব্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য; শল্যপর্ব্ব পাঠসময়ে গুড়োদন, মোদক, অপূপ ও বিবিধ অন্ন; গদাপর্ব্ব পাঠসময়ে মুক্তামিশ্রিত অন্ন; ঐষিকপর্ব্ব পাঠসময়ে ঘৃতান্ন এবং স্ত্রীপর্ব্ব পাঠসময়ে বিবিধ রত্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য। শান্তিপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বগুণসমন্বিত হবি-ষ্যান্ন ভোজন করাইবে। অশ্বমেধপর্ব্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিবে। আশ্রমবাসিকপর্ব্ব পাঠসময়ে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। মৌসলপর্ব্ব পাঠসময়ে চন্দনাদি ও মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুরূপ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করা উচিত। স্বর্গপর্ব্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে এবং হরিবংশ সমাপন হইলে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক এক নিষ্কসংযুক্ত এক একটী গাভী ও দরিদ্রদিগকে অর্দ্ধনিষ্কসংযুক্ত এক একটী গাভী প্রদান করিবে। সমুদায় পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে সুন্দর অক্ষরযুক্ত এক খণ্ড মহাভারত পাঠককে প্রদান করা এবং হরিবংশপর্ব্ব সমাপনসময়ে তাঁহারে পায়স ভোজন করান অবশ্য কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রকোবিদ ব্যক্তি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পাঠক দ্বারা সমুদায় মহাভারতসংহিতা পাঠ করাইয়া ক্ষৌম বা শুক্লবস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক সংযতচিত্তে পবিত্র স্থানে উপবেশন করিয়া গন্ধমাল্য দ্বারা মহাভারত পুস্তকের অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণগণকে যথো-চিত সৎকারসহকারে প্রভূত সুবর্ণ দক্ষিণা ও বিবিধ অন্নপানী

প্রদান এবং নর, নারায়ণ ও অন্যান্য ,দেবগণের নাম কীর্ত্তন করিবেন। এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই। এই মহাভারতের এক এক পর্ব্ব পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রোতার এক এক যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। পাঠক উৎকৃষ্ট স্বরসংযোগসহকারে স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দ-সমুদায় উচ্চারণ করিয়া মহাভারত পাঠ করিবেন। ভারত পাঠ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া অলঙ্কারাদি প্রদান দ্বারা পাঠককে পরিতুষ্ট করা শ্রোতার অবশ্য কর্ত্তব্য। পাঠকের তুষ্টিলাভ হইলে শ্রোতার উৎকৃষ্ট প্রীতিলাভ হয় এবং ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইলে দেবগণ তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা ভারত পাঠাবসানে বিবিধ বস্তু প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিবেন। এই আমি আপনার নিকট ভারত শ্রবণ ও কীর্ত্তনের বিধি সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপদেশানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। যে ব্যক্তি শ্রেয়োলাভের বাসনা করেন তাঁহার সর্ব্বদা যত্ন পূর্ব্বক মহাভারত শ্রবণ ও শ্রবণান্তে পারণ করা আবশ্যক। নিয়ত মহাভারত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির গৃহে মহা-ভারত পুস্তক থাকে, জয় তাহার হস্তগত হয়, সন্দেহ নাই। ভারতের তুল্য পবিত্র ও পবিত্রতাজনক আর কিছুই নাই। ভারতমধ্যে বিবিধ পবিত্র কথা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেবগণ সর্ব্বদা ভারতের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভারত অপেক্ষা উৎ-কৃষ্টশাস্ত্র আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারত হইতেই মোক্ষ-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মহাভারত, ক্ষিতি, গো, সরস্বতী নদী, বাসুদেব ও ব্রাহ্মণগণের নাম কীর্ত্তন করেন,

তাঁহারে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। পরম পবিত্র বেদ, নারায়ণ ও মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্য সর্ব্বত্রেই হরিনাম কীর্ত্তিত রহিয়াছে। যাহাতে বিষ্ণুকথা ও বেদবাক্য সন্নিবেশিত আছে এবং যাহা পরম পবিত্র, ধর্ম্মের আকর ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন সেই ভারতসংহিতা শ্রবণ করা পরমপদাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন সূর্য্যোদয় হইলে তিমিররাশি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু ভক্তিপরায়ণ হইয়া ভারিতকথা শ্রবণ করিলে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণের ফললাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে হউক না কেন, বিষ্ণুভক্ত হইলেই বৈষ্ণব পদলাভ করিতে পারে। কামিনীগণ পুত্রলাভবাসনায় এই বিষ্ণুকথাত্মক মহাভারত শ্রবণ করিবেন। যে ব্যক্তি উন্নতিলাভের নিমিত্ত হরিকথা শ্রবণ করেন, পাঠককে যথাশক্তি সুবর্ণ, সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গযুক্তা সবৎসা কপিলা ধেনু, অলঙ্কার, কর্ণাভরণ ও ভূমি দক্ষিণা প্রদান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি নিরন্তর মহাভারত শ্রবণ করেন, অথবা অন্যকে উহা শ্রবণ করান, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ ও পুত্রকলত্রের নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে। এই পবিত্র ইতিহাসের পাঠকার্য্য সমাপ্ত হইলে দশসহস্র হোম করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট সমুদায় ভারতোপাখ্যান সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

স্বর্গারোহণিকপর্ব্বা[illegible]য় সমাপ্ত।

স্বর্গারোহণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক্ সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক তথা শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্ত লিখিত মূল পুস্তক দৃষ্টে এই খণ্ড সঙ্কলিত হইল।

পরম ভক্তিভাজন শ্রীশ্রীমতী মহারাণী
বিক্টোরিয়া

অতুল শ্রদ্ধাস্পদেষু।

মহারাজ্ঞি!

পৃথিবী মধ্যে যখন যে দেশের সৌভাগ্যদিবাকর সমুদিত হইতে আরম্ভ হয়, সে সময় তত্রত্য রাজলক্ষ্মী অবশ্যই কোন না কোন সর্ব্বগুণাধার মহাত্মারে সমাদর পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। নৈসর্গিক নিয়মই এই যে, রাজ্যের উন্নতির সময় বিশুদ্ধ গুনশালী প্রজাবৎসল নরপতিগণই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জগদীশ্বরপ্রসাদে চিরদুঃখিনী ভারতভুমির ভাগ্যে এক্ষণে সেই শুভ দিন উপস্থিত। হিন্দুশাসনাবসানে যবনসাম্রাজ্যের অন্তিম কালে নিত্যন্যায়পরায়ণ ব্রটিস জাতি রাহুগ্রস্ত শশধরসদৃশ মোগলরাজগণের করাল কবলস্থিত ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিয়াছেন, এক্ষণে দিনে দিনে তাহার মলিন মুখশ্রী পুনর্ব্বার তপনোপম উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিতেছে এবং ভারতবর্ষবাসিগণ আপনার অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুগ্রহচ্ছায়া লাভ করিয়া আপনাদিগকে আশাতিরিক্ত কৃতার্থম্মন্য ও চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

দেবি! আমি এই শুভক্ষণ সন্দর্শনে স্বদেশের হিতসাধন করিতে উৎসাহিত হইয়া আগ্রহাতিশয়সহকারে মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অবিকল অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে আট বৎসর প্রতিনিয়ত পরিশ্রমের পর বিশ্ব-

পাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য আমার সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রত উদ্‌যাপিত হইল। এই আট বৎসরের বহুপরিশ্রম ও যত্নসঞ্জাত সাহিত্যকুসুম অন্য কোন নিভৃত নির্ব্বাত স্থলে বিন্যস্ত করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষত মহাভারত যেরূপ অনুপম গ্রন্থ, উহাতে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞীর নাম অঙ্কিত না হইলে শোভা পায় না। যেমন দেবতারা বহু পরিশ্রমে পয়োনিধি মন্থন করিয়া তদুত্থিত পারিজাত কুসুম সুররাজ পুরন্দরকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি এই বহুযত্নলব্ধ বিকসিত ভারতপঙ্কজ আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম।

ভারতেশ্বরি! অবশেষে জগদীশ্বরসমীপে আমার এই প্রার্থনা যে, ভারতবর্ষের রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসনসময়ে যেরূপ কালিদাসাদি ভুবনবিখ্যাত মহাকবিগণ জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন এবং মহারাজ্ঞী এলিজেবেথের ইংলণ্ডশাসনসময়ে যেরূপ সেক্সপিয়রপ্রভৃতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ কবি জন্মগ্রহণ করিয়া কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার শাসনকাল চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ আপনার শাসনকালেও হিন্দুস্থান শত শত সংস্কৃতসাহিত্যদীপের উজ্জ্বলতা সাধন করিয়া লোকের মোহান্ধকার নিরাকৃত ও এই বিশ্বরূপ বাসগৃহ আলোকিত করুন ইতি।

মহারাজ্ঞি!

আপনার চিরানুগত প্রজা ও বিনয়াবনত দাস

সারস্বতাশ্রম
শকাব্দা ১৭৮৮।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

অষ্টাদশপর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার।

১৭৮০ শকে সৎকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম। অনুবাদিত গ্রন্থ কতদূর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা গুণাকর পাঠকবৃন্দ ও সহৃদয় সমাজ বিবেচনা করিবেন; তবে সাহস করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে, অনুবাদসময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালাভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সে গুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।

অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভূত একটি পর্ব্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহারে আশ্চর্য্য পর্ব্ব বা ঊনবিংশ পর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুত হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটি পর্ব্ব নহে। উহা মূল মহাভারতরচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্ট রূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনাপ্রণালী ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গা-রোহণ পর্ব্বে হরিবংশশ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে; কিন্তু তাহাতে

হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ঐ ফলশ্রুতি বর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল ভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অনুবাদিত করিলে লোকের মনে পূর্ব্বোক্ত ভ্রম দূরীভূত হইবে; আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। উত্তরকালে পুরাণসংগ্রহের দ্বিতীয় কল্পে অপরাপর পুরাণের সহিত উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

বহু দিবস সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ পরিচালনার বিলক্ষণ অসদ্ভাব হওয়াতে আপাতত মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায়ের পরস্পর এপ্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২।৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের শ্লোক, অধ্যায় ও প্রস্তাবঘটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্নিবন্ধন অনুবাদকালে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি বহুযত্নে আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত এবং সভাবাজরের রাজবাটীর, মৃত বাবু আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমার প্রপিত মহ দেওয়ান ৺ শান্তিরাম সিংহবাহদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তক সমুদায় একত্রিত করিয়া বহু স্থলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়াছি। এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এরূপ না করিলে ভারতের দুরবগাহ কূটার্থের কখনই প্রকৃষ্টানুবাদকরণে সমর্থ হইতাম না। মহাভারতের কোন কোন অংশ এরূপ সুকঠিন ও কূটার্থপরিপূর্ণ যে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম প্রাপ্ত না হইয়া অদ্যাপি অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বীয় স্বীয় মতানুসারেই তাহার কথঞ্চিৎ যথাশ্রুত অর্থ করিয়া থাকেন। ইহার অনেক স্থলে এরূপ মতবৈপরীত্য লক্ষিত হয় যে, তাহার সমন্বয় সাধন করা নিতান্ত সুকঠিন। অনুবাদকালে চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল স্থল যতদূর সঙ্গত করিতে পারা যায়, তাহার ত্রুটি হয় নাই।

মহাভারতানুবাদসময়ে, অনেক স্থলে অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মার নিকট আমারে ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন, এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ সরলহৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন! ফলত বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।

এতদ্ভিন্ন আমার প্রিয়চিকীর্ষু বান্ধবেরা ও কলিকাতার অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সোমপ্রকাশ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালাসাহিত্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলদর্পণনাটক প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র ও ভাস্কর সম্পাদক শ্রীক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মহাত্মারা অনুবাদসময়ে সৎপরামর্শ ও সদভিপ্রায় দ্বারা আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমারে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

যে সকল মহাত্মারা সময়ে আমার সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবংশের বাঙ্গালা অনুবাদক মৃত চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, মৃত কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, মৃত ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় মৃত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মৃত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও মৃত অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ১০ জন অনুবাদশেষের পূর্ব্বেই অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিমিত্ত আমারে চিরজীবন যার পর নাই দুঃখিত থাকিতে হইবে।

এক্ষণকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসে মহাভারতস্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। হিন্দুকালেজের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত যন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অন্যতর যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ও দরজিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাভারত মুদ্রাঙ্কণসময়ে কেহ পুরাণসংগ্রহ যন্ত্রের তত্ত্বাবধারক কেহ প্রূফদর্শক ও কেহ কাপিপাঠক ছিলেন। হুগলির গবর্ণমেণ্ট নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বহুদিন ভারতানুবাদের পরিদর্শকতা ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ পুরাণান্তরের উপদেশ প্রদান করিয়া আমারে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং ঐ সমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তথা বর্ত্তমান

সহকারী সম্পাদক ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি মহাত্মারাও মুদ্রাঙ্কন ও পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র স্থাপন বিষয়ে আমারে সম্যক্ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত ঐ সমস্ত মহাত্মাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

হিন্দু সমাজের শিরোভূষণস্বরূপ সুবিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুমগ্রন্থকার পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে আমারে প্রার্থনাধিক সম্মানিত ও উপকৃত করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর প্রতিদিন সায়ংকালে আমার অনুবাদিত গ্রন্থের আনুপূর্ব্বিক পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে অনুবাদ বিষয়ক বিবিধ সৎপরামর্শ দ্বারা আমারে কৃতার্থ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত হিন্দু দলপতিরা আমার নির্দিষ্ট পাঠক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে যে মহাত্মারা আমার বিতরিত পুস্তক সমুদায় পাইয়াছেন, প্রায় সকলেই প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পাঠ করিয়া আমারে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক বিশিষ্ট সমাজে স্থানে স্থানে অবকাশানুসারে সায়ং ও প্রাতে মহাভারতের পাঠনা হইয়াছে এবং অনেক কৃতবিদ্য সহৃদয় মনোনিবেশ পূর্ব্বক সমাদরের সহিত উহা শ্রবণ করিয়াছেন। যখন ইহার প্রথম ভাগ মুদ্রিত হয়, সে সময় এক দিনের জন্য স্বপ্নেও উদয় হয় নাই যে, আমার মহাভারত এতাদৃশ সম্মানিত হইয়া স্বদেশীয় সহৃদয় সাধুসমাজে স্থান পাইবে ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা সন্তোষের সহিত ইহা পাঠ করিবেন। এই নিরাশতানিবন্ধনই আমি প্রত্যেক খণ্ড ৩ সহস্রের অধিক মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হই নাই, কিন্তু এক্ষণে ক্ষুদ্রকীট যেমন পুষ্পসহবাসে দেব শিরে আরোহণ করে, মহাভারতের অনুবাদে আমি সেইরূপ অনেকানেক মহাত্মা সাধুজনের সহবাস লাভে চরিতার্থ হইলাম। ইহাই আমার অসামান্য সৌভাগ্য ও ইহাই আমার পরম লাভ।

এই ভারতবর্ষে কত কত মহাবলপরাক্রান্ত রাজাধিরাজেরা সুদূর-

বিস্তৃত পন্থা, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা ও দুর্গম দুর্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালের ভীষণ দশনে সেই সকলেরই কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না। কত কত সুসমৃদ্ধ জনপদ গহন বিপিনে পরিণত ও নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে সুতরাং কেবল জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি ভিন্ন অপর কীর্ত্তিমাত্রই বিনশ্বর। গ্রন্থাদি ভাষার সহিত চিরদিন বর্ত্তমান থাকে এবং নবাবির্ভূত লোকের নিকট চিরদিন নবীন বলিয়া প্রতীত হয়। কালক্রমে যদিও উহা জনপদপরিভ্রষ্ট হয় বটে, তথাপি পৃথিবীমধ্যে যে স্থানে সেই ভাষার প্রচার থাকে, সেই খানেই তাহার সমাদর হয়, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে যে মহাত্মার কল্যাণে প্রথমে বঙ্গদেশের অপর সাধারণ আবালবৃদ্ধবনিতা মহাভারতের মর্ম্মাবগত হইতে সমর্থ হন, যে মহাত্মা অতি কঠোর যবনশাসন সময়েও বঙ্গভাষায় মহাভারতের মর্ম্মানুবাদ দ্বারা ক্ষুদ্রান্তঃকরণেও আলোক সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, আমার সেই ভূতপূর্ব্ব সহযোগী কবিবর কাশীরাম দেবের সুনিশ্চিত জীবন বৃত্তান্ত অবগত হওয়া অতীব দুরূহ এবং তিনি কোন্ সময় কি প্রকারে পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহারও নিশ্চয় করা সহজ নহে। উক্ত অনুবাদক যেরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া আদিপর্ব্বের উপসংহার করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা গতা ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধি গ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নামে॥
তনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥

কাশীদাস কহে সাধুজনের চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন এক মনে॥"

কিন্তু এই পদ্যময় রচনাতেও পরিষ্কার রূপে কাশীরামদেবের কোন বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে যে কয়েক ব্যক্তির নাম বর্ণিত হইয়াছে, কাশীরামের সহিত যে তাহাদিগের কোন্ ব্যক্তির কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাও সংশয়শূন্য হইয়া স্থির করা কঠিন। ফলত তিনি যে কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া কত বয়সে ভারতানুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন ও কতদিনে তাহার শেষ করেন এ বিষয়ে কোন নির্দ্দেশ নাই। পদ্যানুবাদিত সমস্ত মহাভারত কাশীরামকৃত নহে বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন এবং সেই অনুমান সপ্রমাণ করণার্থ লোকপরম্পরাগত এই উভয় কবিতার প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা—

"আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥
ধন্য হইল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥"

এই কবিতা প্রামাণিক হইলে আদি, সভা, বন ও বিরাটের কিয়দংশ মাত্র কাশীরামের রচিত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়, কিন্তু পদ্যানুবাদিত গ্রন্থের অষ্টাদশ পর্ব্বের পরিশেষেও কাশীরাম দাসের ভণিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব এই পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের সমন্বয় সাধন করা সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, আদি, সভা ও বন পর্ব্ব যে প্রণালীতে রচিত দৃষ্ট হয়, অবশিষ্ট পর্ব্বগুলি অবিকল সে প্রণালীতে রচিত নহে; বিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিয়া যতদূর পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, আমাদিগকে অগত্যা তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, কাশীরাম যে কথকদিগের মুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া তাঁহার পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা রচনাভাব ও মূলের সহিত অনৈক্য দেখিয়া অনেকে অনুভব করিয়া থাকেন এবং কাশীরাম তাঁহার গ্রন্থেও সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা বিরাট পর্ব্বে।

"মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে॥
শ্রুতিমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
সাধুজনচরণেতে বিনয় আমার॥"

পুনরায় শল্যপর্ব্বে।

"মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতিমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥"

আর তিনি গ্রন্থ রচনা করিবার সময় যে তৎকালীন দুই এক জন কৃতবিদ্য পৌরাণিক বা শাস্ত্রব্যবসায়ীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিম্নের কবিতায় তাহা প্রকাশিত হইতেছে। যথা—উদ্‌যোগপর্ব্বে,

"হরিহর পুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তমনন্দন মুখুটি অভিরাম।
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদাচিত্ত রহে যেন দ্বিজপাদপদ্মে॥"—

মৃত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বহুযত্নে অনেক হস্তলিখিত পুস্তক ঐক্য করিয়া কাশীদাসের ভারত মুদ্রিত করেন। তাহাতে ভারত সম্পূর্ণ হইবা বিষয়ে কেবল এই মাত্র আছে। যথা—আদি পর্ব্বে,

"সুধাময় এ ভারত ব্যাস বিরচিত।
ফাল্গুনের বিংশদিনে সমাপ্ত বিহিত॥"

এই কবিতা দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কাশীদাস ২০ এ ফাল্গুন আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ সালের ২০ এ ফাল্গুনে যে, ঐ আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ হয়, তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বাজারে বহু-কালাবধি যে কাশীরামদাস দেবের মহাভারত বিক্রীত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে এবং শ্রীরামপুরে মুদ্রিত পুস্তকে নিম্নের পদ্যগুলি নাই। পৌরাণিক কথক ও পাঠক কথকতা ও পাঠের পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় ব্যাস-দেবের যে বন্দনাটি পাঠ করিয়া থাকেন, নিম্নের পদ্যটি তাহার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অনুবাদ। তর্কবাগীশ মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট কাশীরামের হস্তলিখিত যে মূল পুস্তক আছে, তদ্দৃষ্টে ইহা প্রচার করিয়াছেন। যথা,

"বন্দে মহামুনি ব্যাস তপস্বি তিলক।
মহামুনি পরাশর যাঁহার জনক॥
বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠ শুদ্ধ বুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম আভা জিনি কোমলশরীর॥
কনকাভ জটাভার শিরে শোভা করে।
প্রচণ্ড শরীর পরিহিত বাঘাম্বরে॥
নয়নযুগলে দীপ্ত উজ্জ্বল মিহির।
পদযুগে কত মুনি শোভে ইন্দ্রশির॥
সর্ব্বশাস্ত্র ভারতাদি যতেক পুরাণ।
যাঁহার কোমল মুখে সবার নির্ম্মাণ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারি খান।
ঋক্, যজু, সাম আর অথর্ব্ব বিধান॥

কৈবর্ত্তিনীগর্ভে যাঁর দ্বীপেতে উৎপত্তি।
বাল্যকালাবধি যাঁর তপস্যা সম্পত্তি॥
প্রণতি কবীন্দ্র মুনি চরণপঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশীদাস সদা ভজে॥
বেদে রামায়ণে আর পুরাণে ভারতে।
লিখিত যতেক তীর্থ আছে ত্রিজগতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া বুঝ পুনঃ পুনঃ।
আদি অন্ত অভ্যন্তরে গাঁথা হরিগুণ॥"

এই অনুবাদটি পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, কাশীরাম কথকতা শুনিয়া শুনিয়া বহুদিনে তাঁহার পদ্যময় মহাভারত প্রস্তুত করেন। পূর্ব্বকালাবধি পৌরাণিক কথকেরা লোকরঞ্জনার্থ অন্যান্য পুরাণ ও জৈমিনী ভারত হইতে যে সকল প্রস্তাব কথকতার সময় কহিয়া আসিতেছেন, কাশীরাম দাসের পুস্তকে সেই সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বে কাশীরামের পদ্যময় মহাভারত উৎসবসময়ে, পুণ্যাহমাসে ও সময়ে সময়ে গৃহস্থের ভবনে কবিকঙ্কনের চণ্ডী, কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ এবং বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বৃন্দাবন দাস ও মুরারিদাসের চৈতন্য মঙ্গলাদি গ্রন্থসকলের ন্যায় সংগীত হইত। কথকতার বহুলপ্রচার ও সুলভতা হওয়াতে সেই সংগীতসম্প্রদায় এক্ষণে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে বাস্তবিক পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার না থাকাতে স্থানে স্থানে গান করা ভিন্ন নূতন বিষয় সাধারণকে অবগত করিবার কোন প্রকার উপায় ছিল না। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদানমঙ্গলও গান হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে অদ্যাপিও পালা বাঁধা আছে।

যাহা হউক, আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী মৃত কাশীরাম দেব যে সাহিত্য সমাজের শত শত ধন্যবাদের পাত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গাল

পদ্যের প্রায় সমস্ত পূর্ব্বতন কবি অপেক্ষা তাঁহার রচনাপ্রণালী যেরূপ সরল ও প্রাঞ্জল, তেমনি প্রসাদগুণপরিপূর্ণ। ইহা এমনি অপূর্ব্ব কৌশলে লিখিত যে, অদ্যাপি অনেক কৃতবিদ্য লোকে ঐরূপ সরল পদ্য লিখিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্প কথায় অনেক ভাব প্রকাশ করাও কাশীরামের একটী অদ্বিতীয় ক্ষমতা। প্রায় দুই শত বৎসর হইল, অদ্যাপি অন্য কেহই ঐরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই। ফলে কাশীরামের পদ্যগ্রন্থে স্থানে স্থানে তাঁহার বাঙ্গালাভাষা লিখিবার চমৎকার কৌশল ও অনুপম কবিত্ব দেখা যায়। তাঁহার সমকালীন অন্যান্য বাঙ্গালাভাষার গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে সেরূপ অতি বিরল।

দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও কবিদিগের সটীক জীবনবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুরূহ। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, জীবনচরিত সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিবার রীতি এ দেশে নিতান্ত অপরিচিত ছিল। যাহা হউক, কেবল লোকপরম্পরাগত গল্পের উপর নির্ভর করিয়া প্রসিদ্ধ লোকদিগের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে উদ্যম করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ উহা এতদূর মিথ্যা ও অমূলক প্রবাদপরিপূর্ণ যে, তাহাতে লব্ধমনোরথ না হইয়া বরং মৃত ব্যক্তিদিগের অমূলক নিন্দাপ্রচার করাই হয়। যাহা হউক, উত্তরকালে জগদীশ্বরের কৃপায় কোন না কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক উপস্থিত বিষয়ের ক্ষতিপূরণ হইতে পারিবে।

মৃত সহযোগীর জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া মূল মহাভারতের সমালোচন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা ছিল। তন্নিবন্ধন আমি বিশেষ পরিশ্রমসহকারে নানাবিধ সংস্কৃত পুস্তক, এস্যাটিক রিসার্চ্চ ও ম্যাক্স-মূলরকৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি পুস্তকের সারসঙ্কলন ও [illegible] করিয়াছিলাম; কিন্তু কতিপয় প্রতিবন্ধক বশত আপাতত পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কন পর্য্যন্ত আমারে সে বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল। ভারতসমালোচনের প্রতিবন্ধকসমুদায়ের মধ্যে একটী গুরুতর প্রতিবন্ধক এই যে, পক্ষপাতশূন্য হইয়া ঐ গ্রন্থ সমালোচন করিলে তদ্দর্শনে কুসংস্কারবিহীন

উন্নতচিত্ত সাধুগণ যেরূপ প্রীতি লাভ করিবেন, সে... প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আমি যে উদ্দেশে ... অনুবাদে এতাদৃশ পরিশ্রম স্বীকার করিলাম, তাহার হানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বাস্তবিক নীতিপুস্তক বলিয়াই হউক, ধর্ম্মার্থ কথা বলিয়াই হউক অথবা মনোরঞ্জন ইতিহাস বলিয়াই হউক, এই বহুযত্নসঞ্জাত মহাই কল্পপাদপকে যিনি যেরূপে আশ্রয় করিবেন, তাঁহার তদনুরূপ ফললাভ হইবে; ইহাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক্ষণে জগদীশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান্ ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক অবিনশ্বর সংকীর্ত্তি লাভ করুন। তাঁহাদিগের যশঃসৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক। বিদ্যার বিমলজ্যোতি সাধারণের হৃদয়নিহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘকালমলিনা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি হউক। সহৃদয় সাধু জনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্যরসাস্বাদনে কালাতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থকার ও কবিবরেরা জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভাষাদেবীকে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধুসমাজের মনোরঞ্জন করত অমরত্ব লাভ করুন ইতি।

সারস্বতাশ্রম
শকাব্দা ১৭৮৮।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।